উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৩০ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 16 November 2024 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 177 COB

বিরাটের স্ক্যান নিয়ে জল্পনা

তেরোর পাতায়

হেরে রেফারিকে দুষলেন মেসিরা

তেরোর পাতায়

আন্তঃরাজ্য চক্র

মালদায় গ্রেপ্তার আরও ১, রাজ্যে ১১

নিউজ ব্যুরো

১৫ নভেম্বর : ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে এখন ঝড় বইছে বাংলায়। রোজই প্রায় কেউ না কেউ গ্রেপ্তার হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। গ্রেপ্তারের সংখ্যা অবশ্য উত্তরবঙ্গে বেশি। প্রাথমিক তদন্তের পর শুক্রবার পুলিশ অবশ্য জানিয়ে দিল, উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া এই কেলেঙ্কারির উৎসস্থল হলেও এতে জড়িত রয়েছে আন্তঃরাজ্য চক্র। যে চক্রের জাল বিস্তৃত রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে। প্রথম দুটি রাজ্যে এখন বিজেপির শাসন।

এই দুর্নীতি নিয়ে শুক্রবার প্রথম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। চারদিনের পাহাড় সফর শেষ করে কলকাতা ফেরার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জালিয়াতরা মহারাষ্ট্রকে হাইজ্যাক করেছে, রাজস্থানে হাইজ্যাক করেছে। সব রাজ্যেই হাইজ্যাক করেছে। তবে ধরতে পেরেছি আমরাই। আমরাই গ্রুপটাকে ধরেছি। আমাদের প্রশাসন যথেষ্ট স্ট্রং, রাফ অ্যান্ড টাফ।'

মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলার খানিক পরে কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানান, কলকাতার পড়ুয়াদের যে বরাদ্দ টাকা পাচার হয়েছে, তার ৮০ শতাংশ তোলা হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া এলাকায়। তদন্তে দেখা গিয়েছে, যে কম্পিউটারের সাহায্যে জালিয়াতি করা হয়েছে, তার আইপি অ্যাড্রেস উত্তর দিনাজপুরের।

এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) জানান, ট্যাব কেলেঙ্কারিতে শুক্রবার পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ৯৩টি মামলায় ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার মালদার বৈষ্ণবনগরে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ। ধৃত সুব্রত বসাকের বাড়িতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র আছে। ওই বাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা তল্লাশিতে ল্যাপটপ ও বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

রাজ্যে যে ১১ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের ৬ জনই চোপড়ার। সর্বশেষ ধৃত নুর আলমকে ইসলামপুর মহকুমা আদালত দু'দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে দিয়েছে। এডিজি'র (দক্ষিণবঙ্গ) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যের ১,৯১১ জন পড়ুয়ার ট্যাবের বরাদ্দ হাপিস হয়েছে। ভিনরাজ্যে তদন্তের জন্য জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন 'মনিটরিং টিম' মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এই টিমে আছেন এডিজি সিআইডি, এডিজি সাইবার, ডিআইজি সাইবার ও ডিআইজি সিআইডি অপারেশনস।

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, 'যাদের টাকা গায়েব হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' বাগডোগরায় শুক্রবার তিনি বলেন, 'প্রশাসনের কাজ প্রশাসনকে করতে দেওয়া উচিত। এটা মিডিয়ার ট্রায়ালের বিষয় নয়।' এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) জানিয়েছেন, এই প্রতারণায় ডেটা এন্ট্রি কে করেছেন, থার্ড পার্টি বা বাইরের কোনও এজেন্সি আছে কি না, তা জানতে তদন্ত চলছে। বিকাশ ভবনে শিক্ষা দপ্তরের কর্মীদেরও এতে জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষা দপ্তরে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গ সফর সেরে ফিরে যাওয়ার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী।

ট্যাব দুর্নীতি

- কলকাতায় পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা ৮০ শতাংশ তোলা হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে
- মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও ঝাড়খণ্ডে টাকা পাচার হয়েছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর
- এডিজি'র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে ১৯১১ জন পড়ুয়ার ট্যাবের বরাদ্দ হাপিস হয়েছে
- শুক্রবার মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে ধৃত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের কর্মী

মোদির বিমানে ত্রুটি

শুক্রবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিমান জরুরি অবতরণ করে ঝাড়খণ্ডের দেওঘর বিমানবন্দরে। দেওঘর বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে চেপে তিনি জামুই গিয়েছিলেন।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

কলকাতা বইমেলা

২০২৫ কলকাতা বইমেলায় থাকছে না বাংলাদেশের স্টল। এবছর ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবছরের থিম দেশ জামানি।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

রাস উৎসব শুরু

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা যখন রাসচক্র ঘোরাচ্ছেন, তখন 'জায়েন্ট স্ক্রিনে' সেই দৃশ্য দেখে মদনমোহনবাড়ির বাইরে উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন ভক্তরা। শুক্রবার রাসপূর্ণিমা তিথিতে ঐতিহ্য মেনে দিনভর উপোস থেকে পুজো দেওয়ার পর রাসচক্র ঘোরালেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক। পুজো পর্ব মেটার পর রাতেই যখন মন্দিরের প্রবেশপথ খুলে দেওয়া হল, তখন কাতারে কাতারে ভক্ত মন্দিরে ঢুকে পড়েন। রাসচক্র ঘুরিয়ে পুণ্যার্জন করার জন্য অবশ্য সন্ধে থেকেই মন্দিরের বাইরে বিশাল লাইন পড়ে যায়। জেলা শাসক বলেন, 'মদনমোহনের কাছে কোচবিহারবাসীর জন্য আশীর্বাদ চেয়েছি। সবাই যাতে ভালো থাকেন সেই প্রার্থনাই করেছি।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও মদনমোহনবাড়িতে পুজো দেওয়া হয়। সেই পুজোর প্রসাদ দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের দুজন কর্মী মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। মদনমোহনের সামনে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নামে পুজোর ডালা সাজানো হয়। যেখানে বিভিন্ন ধরনের ফল, বস্ত্র, পুজোর সামগ্রী ছিল। সেই ডালা জেলা শাসক পুরোহিতের হাতে তুলে দেন। ঐতিহ্য মেনে এদিন সন্ধ্যায় অধিবাসের পর পসার ভাঙার অনুষ্ঠান হয়। বংশপরম্পরায় রাকেশ পান্ডে পসার ভাঙেন। এরপর মদনমোহনবাড়ির মাঠে পুজো ও যজ্ঞ শুরু হয়। পুজো করেন পুরোহিত খগপতি মিশ্র। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে নতুন পোশাক ও মাথায় পাগড়ি পরে রাজার বেশে জেলা শাসক সেই পুজোর আসনে বসেন।

এরপর দশের পাতায়

রাসচক্র ঘুরিয়ে মদনমোহনের রাস উৎসবের সূচনা করছেন জেলা শাসক। শুক্রবার কোচবিহারে। -ভাস্কর সেহানবিশ

> মদনমোহনের কাছে কোচবিহারবাসীর জন্য আশীর্বাদ চেয়েছি। সবাই যাতে ভালো থাকেন সেই প্রার্থনাই করেছি।
>
> **অরবিন্দকুমার মিনা,** *জেলা শাসক*

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভোটের জমি পতিত আছে, চাষ জানে না পদ্মের কৃষক

গৌতম সরকার

উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের অপেক্ষা। তারপর নাকি চা বাগানের জমি পুনরুদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিজেপি। এমনটাই দাবি দলের আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার। তিনি দলের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। মাদারিহাটের প্রাক্তন বিধায়কও বটে। যাঁর সৌজন্যে মাদারিহাটকে বিজেপির গড় বলা হয়। ২০১৬-র ভোটে রাজ্যে তিনটি কেন্দ্র পদ্মের ঝুলিতে গিয়েছিল। মাদারিহাট সেই তিনের এক। সেই মাদারিহাটের উপনির্বাচনে সব বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারল না বিজেপি।

কারণ, চা বাগানে আর 'অল ইজ নট ওয়েল।' তাই পাঁজি-পুঁথি দেখে আবার চা শ্রমিকদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বগতোক্তি করছেন মনোজ। স্বগতোক্তি শব্দটা বললাম সচেতনভাবেই। আলিপুরদুয়ারের সাংসদের ভাবনাটা দলের অন্য নেতা-কর্মীদের উপলব্ধিতে আছে কি না সন্দেহ। ক'দিন আগে এক বিজেপি বিধায়ক কথায় কথায় বলেছিলেন, 'আমাদের দলে আন্দোলন বা সংগঠন বলতে সবাই বোঝে ফেসবুকে ফাটিয়ে দেওয়া।'

মাঠে নেমে ঘাম ঝরিয়ে কাজ করার ইচ্ছা বা প্রয়োজন বোঝায় সত্যিই অনেক খামতি বিজেপিতে। মনে পড়ে গেল,

এরপর দশের পাতায়

নাবালিকার মৃত্যুতে বাড়ছে ধন্দ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : নাবালিকাকে বাড়ি থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে খুনের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের কাছে খবর পেয়ে নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা ১২ নভেম্বর এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে গিয়ে সেখানে মেয়েটিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পর পরিবারের তরফে ১৪ নভেম্বর কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যাওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ তা নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যরা এরপর বাধ্য হয়ে পুলিশ সুপারের উদ্দেশে পাবলিক গ্রিভেন্স সেলে অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সহ চারজনের নামে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ওই নাবালিকার বাবা-মা শুক্রবার কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেন, শেষকৃত্য করার সময় তাঁরা মেয়ের গায়ে নানা আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। গোটা বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখা হচ্ছে বলে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা জানিয়েছেন।

কোচবিহার কোতোয়ালি থানার টাপুরহাট এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকার পরিবার খুবই গরিব। বাবা-মা দিনমজুরের কাজ করেন। ওই নাবালিকারা তিন বোন। বড় জনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাবা-মা কাজে বের হলে অন্য দুজন বাড়িতে থাকত। ওই নাবালিকার বাবা-মায়ের অভিযোগ, তাঁদের অনুপস্থিতিতে হাঁড়িভাঙ্গা এলাকার এক তরুণ ১ অগাস্ট বেলা ১০টা নাগাদ ওই বাড়িতে ঢুকে মেয়েটিকে ফুসলে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। বাবা-মা এসে প্রথমে অনেক খুঁজেও মেয়ের কোনও খোঁজ পাননি। পরে প্রতিবেশীদের কাছে গোটা বিষয়টি জানতে পারেন। তবে তাঁরা এ নিয়ে সেই সময় পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নাবালিকাকে কোচবিহার থেকে বিহারের একটি ইটভাটাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই তরুণ ও নাবালিকা সেখানেই কাজ করত। সেখানেই কোনও গণ্ডগোলের কারণে ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান।

ওই নাবালিকার বাবা বলেন, 'মেয়ে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রয়েছে বলে পুলিশ

এরপর দশের পাতায়

ডুকপা ঐতিহ্যের উৎসব শুরু বক্সায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : প্রথমবার বক্সা পাহাড়ে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের আয়োজন হচ্ছে। শুক্রবার লামাপুজোর মাধ্যমে সেটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আগে ডুকপা জনজাতির মানুষকে এই পুজো করতে দেখা যায়। এদিন বক্সা ফোর্টের পাশের মাঠে পুজোর আয়োজন করা হয়। উৎসবের প্রথম দিন পাহাড়ের বক্সা ফোর্ট, সদর বাজার, তাশিগাঁও, লেপচাখা, আদমা ও চুনাভাটির মতো বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা শামিল হন। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা তথা রাজ্য সরকারের ইকো টুরিজমের রাজ্য উপদেষ্টা রাজ বসু বলেন, 'প্রথম দিন বিশেষ অনুষ্ঠান রাখা হয়নি। উৎসবের একটা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আগামী দু'দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকছে।'

অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সংগঠনের সহযোগিতায় স্থানীয়রা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এদিন সকালে উৎসবের স্টল তৈরির শেষ পর্যায়ের কাজ হয়। উদ্বোধনে ভুটানের ডুকপা জনজাতির বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। কয়েকদিন থেকে তাঁদের অনেকে বক্সা ফোর্টের বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁদের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করছেন।

এদিন ওই অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডুকপা জনজাতির বিভিন্ন নাচ-গানের অনুষ্ঠান দেখা যায়। মূল অনুষ্ঠান বক্সা ফোর্ট মাঠে হলেও রাত কাটানোর জন্য বিকেলে সবাই লেপচাখায় ফিরে যান।

শনিবার খুরু (ডার্ট) টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া রান্নার প্রতিযোগিতা থাকছে। যেখানে ডুকপা জনজাতির নিজস্ব রান্নার প্রতিযোগিতা হবে। বিকেলে আবার ডুকপা জনজাতির শিশুদের ফ্যাশন শো হবে। সেখানে বাচ্চারা নিজেদের সংস্কৃতির পোশাক পরে অংশ নেবে। তৃতীয় দিন আর্চারি প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। তিনদিনের উৎসব ঘিরে বক্সা পাহাড়ে এখন সাজোসাজো রব। কীভাবে অনুষ্ঠান সফল করা যায় সেটা নিয়ে উদ্যোক্তারা চিন্তিত। তবে বক্সা পাহাড়ের সাধারণ বাসিন্দারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগ্রহী। উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা লাল সিং ভুজেলের কথায়, 'এদিনের উৎসবে শামিল হতে বেশ কয়েকজন পর্যটক এসেছেন। শনিবারও কয়েকজন পর্যটক এই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন।'

বক্সা ফোর্টের পাশে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন। শুক্রবার।

> প্রথম দিন বিশেষ অনুষ্ঠান রাখা হয়নি। উৎসবের একটা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আগামী দু'দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকছে।
>
> **রাজ বসু**
> *ইকো টুরিজমের রাজ্য উপদেষ্টা*

বাতাবাড়িতে ভান্ডানিপুজো

চালসা, ১৫ নভেম্বর : প্রতিবছরের মতো এবছরও মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ির চুপরিপাড়ায় ভান্ডানিপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দিরের সামনে বড় মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে ঢাকের ব্যবস্থা ছিল। পুজোটি এলাকায় পুরোনো ভান্ডানি নামে পরিচিত।

দুর্গাপুজোর পর একাদশী তিথিতে ভান্ডানিপুজো হলেও এখানে রাসপূর্ণিমা তিথিতে ভান্ডানিপুজো হয়। পুজোয় এলাকার মহিলারা শামিল হন। এখানে দেবী ভান্ডানির বাহন হল সিংহ। মা ভান্ডানি ছাড়াও কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মহাকালের পুজো হয়। প্রতিবছর পুরোনো প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে মন্দিরে নতুন প্রতিমা স্থাপিত হয়। ১৯৬২ সাল থেকে এখানে রাসপূর্ণিমায় দেবী ভান্ডানি পূজিত হয়ে আসছেন। পুজো কমিটির উপদেষ্টা ভগীরথ রায়, হরিকিশোর রায়রা জানান, পুজোকে কেন্দ্র করে পালাগানের আসর ও বড় মেলা বসে। এই পুজোয় জাতিধর্মনির্বিশেষে অনেক মানুষের সমাগম হয়। এদিন পুজো দিতে সকাল থেকে মন্দিরে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে।

অ্যাফিডেভিট

By Siliguri Notary Public affidavit dated 05-11-2024 Priya Thapa's father B B Thapa as Bam Bahadur Thapa and her mother Gyani Thapa as Gayani are known as same person. (C/113303)

DL No. WB7120110848804 এ নাম ভুল থাকায় জলপাইগুড়ি EM কোর্ট-এ অ্যাফিডেভিট বলে Sankar Sarkar করা হল। (C/112866)

কর্মখালি

Need Experience Male (35-40 yrs.) Law Clerk/Legal Matters serious responsible with Computer Excel/MS/Office. Salary negotiable, Siliguri. Mail CV with photo : btpboffice1986@gmail.com (C/113409)

উত্তরবঙ্গে India Gate Basmati Rice কোম্পানিতে Sales Officer নিয়োগ করা হবে। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। যোগাযোগ : 9635951831, 9083257036. (C/113380)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont. M-9647610774. (C/113408)

শিলিগুড়িতে ফ্যামেলি কার ড্রাইভার ও বাড়ির কাজের মহিলা চাই। থাকতে হবে। মোট বেতন : 20,000/-, 7797712353. (C/113411)

অভিনয়

(তুই শুধু মোর) রাজবংশী সিনেমাতে বাংলা সেলিব্রিটিদের সঙ্গে অভিনয় এর জন্য নতুন মুখ চাই। Mob-7980218174. (M-112548)

দিনহাটা স্টেশনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে ক্যাটারিং এবং ভেন্ডিং ইউনিট

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে দিনহাটা স্টেশনের জেনারেল মাইনর ইউনিটে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা" (চায়ের স্টল) -এর জন্য খাদ্য এবং ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানকারীদের থেকে প্রতিযোগিতামূলক, একক পর্যায়ে দুই-প্যাকেট সিস্টেম ই-নিলাম। টেন্ডার নথিটি ১২-১১-২০২৪ থেকে তৈরি করা হয়েছে অনলাইন পেমেন্ট মোডের মাধ্যমে আইআরইপিএস পোর্টালে, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ০৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত।

ক্রম নং	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না মূল্য
১	সি-সিডি-টিএস-১-ডিএইচএইচ-পিএফ-২	₹ ৬৫,৪০০/-	₹ ৬,৯০০/-
২	সি-সিডি-টিএস-৩-ডিএইচএইচ-পিএফ-১	₹ ৬৮,৪০০/-	₹ ৭,২০০/-
৩	সি-সিডি-টিএস-৪-ডিএইচএইচ-পিএফ-১	₹ ৬৮,৪০০/-	₹ ৭,২০০/-
৪	সি-সিডি-টিএস-৩-ডিএইচএইচ-পিএফ-২	₹ ৬৫,৪০০/-	₹ ৬,৯০০/-

নিলাম খোলার তারিখ ও সময় : ০৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৬:০০ ঘণ্টা। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এসি বাস ভাড়া দেবে এনবিএসটিসি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : বিয়েবাড়ি, পিকনিক বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে এবার থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) বাতানুকূল বাস ভাড়া দেবে। এজন্য প্রাথমিকভাবে দুটি এসি বাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংস্থা সূত্রে খবর, কয়েকটি এসি বাস খানিকটা পুরোনো হয়ে গিয়েছে। সেকারণে দূরবর্তী রুটে এই বাসগুলি চালাতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তাই সেই বাসগুলোর পরিবর্তে কয়েকটি নতুন রকেট বাস কোচবিহার-কলকাতা এবং শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। যে এসি বাসগুলো পুরোনো হওয়ায় এখন চালানো হচ্ছে না সেগুলি শীঘ্রই মেরামত করে ভাড়া দেওয়া হবে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে। কিলোমিটার প্রতি মাত্র ৫৪ টাকার বিনিময়ে যে কেউ এই এসি বাস আবেদনের ভিত্তিতে ভাড়া নিতে পারবেন। সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'বিয়েবাড়ি বা কোনও অনুষ্ঠানের জন্য সংস্থার বাস আগে থেকেই ভাড়া দেওয়া হত। কিন্তু এসি বাস এতদিন ভাড়া দেওয়া হয়নি। বিয়েবাড়ি বা অন্য অনুষ্ঠানগুলিতে এসি বাসের চাহিদা থাকে। মানুষের চাহিদার কথা ভেবে এবার থেকে এসি বাস ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

কয়েকটি রকেট বাস বেশ পুরোনো হয়ে যাওয়ায় সেগুলি পালটানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুরোনো বাসের মধ্যে দুটি এক্সক্লুসিভ এসি রকেট মেরামত করে বিয়েবাড়ি কিংবা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হবে। আবার পুরোনো দু'-তিনটি রকেটকে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দূরবর্তী রুটের জন্য প্রথম ধাপে বাতানুকূল এবং সাধারণ বাস মিলিয়ে মোট পাঁচটি রকেট বাস চালানো শুরু হয়েছে। সম্প্রতি আরও তিনটি রকেট বাস আনা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সেই বাসগুলি রাস্তায় নামানো হবে। পরের ধাপে আরও চারটি রকেট নিয়ে আসা হবে। নতুন এসি রকেটের টিকিট সংস্থার কার্যালয়ের পাশাপাশি যাত্রীরা অনলাইনে কাটার সুযোগ পাবেন। সংস্থার এই উদ্যোগকে সাধারণ মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে শহরের বাসিন্দা তরুণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এতদিন বিয়েবাড়ি কিংবা অনুষ্ঠানের জন্য সংস্থার সাধারণ বাস ভাড়া নেওয়া যেত। এবার থেকে বাতানুকূল বাস ভাড়ার সুযোগ পাওয়ায় অনেকটা সুবিধা হবে। সংস্থার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।'

নিয়ম-কানুন

- কিলোমিটার প্রতি মাত্র ৫৪ টাকার বিনিময়ে এসি বাস ভাড়া মিলবে
- আবেদনের ভিত্তিতে বাস ভাড়া নিতে পারবেন যে কেউ
- আপাতত দুটি এসি বাস ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে
- বাসগুলি ভাড়া দেওয়ার উদ্যোগ এনবিএসটিসির

জ্যোতিষ

বাস্তু ও জ্যোতিষবিদ শ্রী প্রশান্ত আচার্য্য। যে কোনও সমস্যা সমাধানে সিদ্ধহস্ত। প্রেম, ব্যবসা, মামলা। 16/11 শিলিগুড়ি। 8145448077. (C/113409)

NOTICE

Sealed Tender are invited from eligible contractor for e-Tender No:- 14/2024-25/SSK, MDW/HRP/DD dated 14/11/2024, different types of Civil Construction Works. Last date of submission of application for e-Tende-30/11/2024, For any other details please contact with the office of the Harirampur Development Block on any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development
Harirampur : Dakshin Dinajpur

আজ টিভিতে

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী রূপে ময়না এবং রোদ্দুর আশ্রয় নেয় একটি কুটিরে। ওরা কি পারবে ছদ্মবেশে রাজারামের থেকে পালিয়ে বাঁচতে?
পুবের ময়না – সোম থেকে রবি বিকেল ৫.৩০ **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

গুড মর্নিং আকাশে গান শোনাবেন রেজওয়ানা বন্যা চৌধুরী। সকাল ৭ **আকাশ আটে**

আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৪.৫০ শেষ বিচার, রাত ৮.০৫ সংগ্রাম, রাত ১১.২০ টাইগার
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মায়া মমতা, দুপুর ২.৩০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা, বিকেল ৫.০০ অজানা পথ, রাত ৮.০০ বৌমার বনবাস, রাত ১১.০০ বসন্ত বিলাপ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ বাদশা- দ্য ডন, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধ্যা ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ রিফিউজি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রেমের কাহিনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ শঙ্খচূড়
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মন যাকে চাই, সন্ধ্যা ৭.৩০ হাসিখুশি ক্লাব

কাকুড়া বিকেল ৪.৪০ **জি সিনেমায়**

বাদশা -দ্য ডন দুপুর ১ **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

অ্যাকোয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম দুপুর ১.০৯ **স্টার মুভিজে**

নাটক প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার

নৃত্যে রাজ্যে সেরা জলপাইগুড়ির কন্যা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ নভেম্বর : সমগ্র শিক্ষা মিশন আয়োজিত রাজ্য কলা উৎসবে নাচে প্রথম হয়ে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেল জলপাইগুড়ির রূপমৌলি শিকদার। শহরের হোলি চাইল্ড স্কুলের নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী শুক্রবার কলকাতার সল্টলেকে ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় একক নৃত্যের ইভেন্টে সেরার খেতাব পায়। রূপমৌলির কথায়, 'জাতীয় স্তরের মঞ্চেও জেলার মান রাখার চেষ্টায় কোনও খামতি রাখতে চাই না।'

অন্যদিকে, একই প্রতিযোগিতায় নাটক বিভাগে অংশ নিয়েছিল অরবিন্দ মাধ্যমিক (উচ্চতর) বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির পাঁচ পড়ুয়া। তাদের অভিনীত 'অন্য রঙের ফুল' নাটকটি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের বাস্তব সমানাধিকারের কথা তুলে ধরা ওই নাটকটির থিম এর আগেই প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এবার কলা উৎসবেও সাড়া ফেলে দিল।

রূপমৌলি কলা উৎসবে ভরতনাট্যম নৃত্য পরিবেশন করে। ওই ছাত্রীর বাড়ি জলপাইগুড়ির শান্তিপাড়ায়। বাবা মলয় শিকদার ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা রূপা শিকদার ওই স্কুলেরই সহশিক্ষিকা। মেয়ের সাফল্যে চোখে জল শিক্ষক দম্পতির। রূপা জানান, ছোট থেকে মেয়ে নাচ খুব ভালোবাসে। কয়েকদিন আগেও উত্তরবঙ্গ শিশু-কিশোর উৎসবে নাচে প্রথম হয়েছিল। এবারে রাজ্য কলা উৎসবে এই পুরস্কার প্রাপ্তি ওকে আরও উদ্বুদ্ধ করবে। সমগ্র শিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ির জেলা শিক্ষা আধিকারিক (ডিইও) সঞ্জীব দাস বলেন, 'গত তিন বছর ধরে জলপাইগুড়ির ছাত্রছাত্রীরা কলা উৎসবে অনবদ্য পারফরমেন্স উপহার দিচ্ছে। সবক'টি ইভেন্ট মিলিয়ে এখান থেকে এবার ১১ জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। প্রত্যেকের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল।'

৮ মিনিটের 'অন্য রঙের ফুল' নাটকটিতে অভিনয় করেছে লক্ষ্মী রায়, মুন দে, বিশ্বজিৎ রায়, ইমন দাস এবং বিশ্বরূপ রাজবংশী। শুধু অভিনয়ই নয়, মঞ্চেও ওদের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ। নাটকের নির্দেশক এবং জলপাইগুড়ির শিক্ষক সব্যসাচী দত্ত বলেন, 'ছেলেমেয়েরা নিজেদের সেরাটাই দিয়েছে। ওদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠাকে কুর্নিশ জানাই। আমরা খুশি।'

সমগ্র শিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ি পেডাগোজি কোঅর্ডিনেটর রাজা দত্তের গলায়ও একই সুর। অরবিন্দ মাধ্যমিক (উচ্চতর) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ক্ষৌণীশ গুহ বলেন, 'সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে উঠে আসা ওই ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। তৃতীয় লিঙ্গদের নিয়ে বৃহত্তর সমাজের পোষণ করে রাখা নেতিবাচক মানসিকতা বদলে ফেলার ডাক বলা যেতে পারে ওই পড়ুয়াদের মাধ্যমে আমরা শুরু করলাম।'

২০১৫ সাল থেকে কলা উৎসব শুরু হয়। ২০২১ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি রাজ্য কোনও পুরস্কার পায়নি। ডিসেম্বরে ভোপালে জাতীয় কলা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মিলিতভাবে কলা উৎসবের ছয়টি ইভেন্টে জলপাইগুড়ি থেকে এবার নৃত্যে রূপমৌলি এবং অরবিন্দ মাধ্যমিকের নাটকের দলটি ছাড়াও সংগীতে সেন্ট পলস স্কুলের দশম শ্রেণির তমোজিৎ দেবনাথ, যন্ত্রসংগীতে সোনাউল্লা হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির অনীক শর্মা, গল্প বলায় কালিয়াগঞ্জ উত্তমেশ্বর বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির রূপা রায় এবং সাহিদা বেগম এবং অঙ্কনে ওই স্কুলেরই অপু রায় জেলার প্রতিনিধিত্ব করে।

রাজ্য কলা উৎসবে নাচে প্রথম রূপমৌলি শিকদার (ডানদিক থেকে তৃতীয়) সহ অন্যরা।

মঙ্গলবাড়িতে মহাকালপুজো।

হাতির হানা রুখতে মহাকালপুজো

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৫ নভেম্বর : জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় হাতির হানা রুখতে স্থানীয় বাসিন্দারা মহাকালপুজোর আয়োজন করে থাকেন। প্রতিবছর রাসপূর্ণিমায় মন্দিরে ঘটা করে মহাকালপুজো হয়। শুক্রবার রাসপূর্ণিমায় এখানে মহাকালপুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছিল। সকলের জন্য খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয়দের পাশাপাশি পথচলতি মানুষও এদিন পুজোয় শামিল হন।

খরিয়ারবন্দর জঙ্গল সংলগ্ন মঙ্গলবাড়ি এলাকাটি অবস্থিত। তার পাশে পানঝোরার জঙ্গল রয়েছে। মাঝেমধ্যে জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে মঙ্গলবাড়ি সহ সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর করে। হাতির হানায় এলাকায় একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। চালসা-বাতাবাড়িমুখী জাতীয় সড়কের খরিয়ারবন্দর জঙ্গলের মাঝে মহাকাল মন্দিরটি স্থাপিত হয়। এবছর দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে মঙ্গলবাড়ি বাজারের নতুনপাড়া এলাকায় হাতির হানায় ছয় বছরের এক শিশুর মৃত্যু ঘটে। এলাকায় যাতে আর হাতির উপদ্রব না হয় সেজন্য এই পুজোর আয়োজন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। এলাকার বাসিন্দা দীপাস রায়, দিলীপ রায়রা জানান, তাঁদের পূর্বপুরুষরা অনেক বছর ধরে এখানে মহাকালপুজো করে আসছেন। তারপর থেকে তাঁরা সকলে মিলে এই পুজো করেন। এদিন যাবতীয় নিয়মনিষ্ঠা সহকারে পুজো হয়।

আজ ময়নাগুড়ি ... শ্রীদেবাচার্য্য
9434317391/9163667741

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
আজ, কাল ও পরশু ... জলপাইগুড়ি
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী দেবযানী
হোটেল ডেলা প্রিন্স
FOR BOOKING CALL 9830192259

BENFED

Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 9 Nos. 100MT Godown, Construction of 5 Nos. of SHG work shed cum sales counter, Installation of 4 Nos. of Oil Mill, Installation of 1 No. Seed processing unit under RKVY 2024-2025, Repair & Renovation of Cold Storage of Antpara SKUS LTD., Purba Bardhaman – I Range and EOI for Group Health Insurance Policy for BENFED. Details are available in the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পরঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, নতুন জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপনের কথা ভাবলেই সবার আগে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি। আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটবে। বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। ছেলের চাকরির খবরে আনন্দ। পেটের অসুখে সমস্যা। মিথুন : পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনায় মীমাংসা হওয়ায় সম্ভাবনা। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কর্কট : কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। খেলোয়াড়রা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। সিংহ : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তিলাভ। কন্যা : পুরোনো বন্ধুকে আজ পেয়ে আনন্দ। ঘাড় ও পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। তুলা : সামান্য কারণে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হতে পারে। চিকিৎসক ও অধ্যাপকদের জন্যে আজ শুভ দিন। বৃশ্চিক : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। ধনু : আপনার সামান্য কথার আজ অপব্যাখ্যা হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মকর : শরীর নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে আইনি পরামর্শ নিতে হতে পারে। কুম্ভ : বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। মীন : বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব। রাস্তায় সাবধানে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩০ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ২৫ কার্তিক, ১৬ নভেম্বর ২০২৪, ৩০ কাতি, সংবৎ ১ মার্গশীর্ষ বদি, ১৩ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৫, অঃ ৪।৫০। শনিবার, প্রতিপদ রাত্রি ১।৫ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ৯।১৪। পরিঘযোগ রাত্রি ২।২৫। বালবকরণ দিবা ২।১৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১।৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।১৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৯।১৪ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১।৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১।৫ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।১৭ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৫। ৫৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৯।১৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৯।২৯ গতে উত্তরেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।২২ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী কার্তিক পুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৩ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৩৬ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমাজমাধ্যমে ঝড় দুঁদে পুলিশকর্তার

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : যিনি উর্দি পরে দারুণ কড়া পুলিশ অফিসার, তিনিই আবার বিনা ইউনিফর্মে দুঁদে গোয়েন্দা তাও আবার রসবোধে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলেন। সে ঝড় যেমন তেমন নয়, একেবারে মিলিয়ন ভিউ দেওয়া তুমুল ভাইরাল ঘূর্ণিঝড়। দানার প্রভাবে যেমন সাগরতীরে লন্ডভন্ড অবস্থা তেমনি এই পুলিশ অফিসারের সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন দাপটেও লন্ডভন্ড কাণ্ডকারখানা সমাজমাধ্যমে। যদিও এর পেছনে খাকি উর্দির চোয়ালচাপা কাঠিন্য কিংবা পুলিশি মেজাজ নেই। আছে শুধু রসবোধ, সাবলীল বাচন এবং ব্যাখ্যা। আপাতত তাই পুঁজি করে সমাজমাধ্যমে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের ডিআইবি ইনস্পেকটর বিরাজ মুখোপাধ্যায় ওরফে সোশাল মিডিয়ার পরিচিত 'মুখুজ্জে মশাই'।

সাফল্যের এই উত্থানও একেবারেই ঝড়ের গতিতেই। চলতি বছরের অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি

ডিআইবি ইনস্পেকটর বিরাজ মুখোপাধ্যায়। -সংবাদচিত্র

ফেসবুক পেজ বানিয়ে এই মুহূর্তে সেই পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ৬০ হাজার ছুঁইছুঁই। দু'মাসে যেক'টি ভিডিও তিনি বানিয়েছেন তার মধ্যে চলতি মাসের ৭ তারিখ পোস্ট করা দুর্গা প্রতিমায় ব্যবহৃত নয় রকমের মাটি নিয়ে তাঁর ভিডিও দুই সপ্তাহেই দেখে ফেলেছেন ২০ লাখের বেশি মানুষ। এক, পাঁচ, দশ লাখ বার দেখা হয়েছে এমন ভিডিও রয়েছে বেশ কয়েকটি। কর্মস্থলে যিনি তুখোড় অপরাধীদের হাঁড়ির খবর জোগাড়ে পটু তিনি যে এভাবে দু'মাসে নেটিজেনদের মন জয়ের কায়দা বুঝে ফেলবেন তা তাঁর সহকর্মীদের মতোই নেট দুনিয়া নিয়ে খোঁজখবর রাখা অনেককেই চমকে দিয়েছে। সমাজমাধ্যমে বিরাজের এই আগ্রহ এবং দক্ষতা বুঝেই হয়তো জেলা পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল

> এতকিছু ভেবে শুরু করিনি। উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে আনন্দ দেওয়া এবং নিজের মনের খোরাক পাওয়া। আমি আনন্দে আছি। আনন্দ যে দর্শকরা ভালোই উপভোগ করছেন তা স্পষ্ট ভিডিওর ভিউতেই।
>
> **বিরাজ মুখোপাধ্যায়**

তাঁর হাতেই সুরক্ষিত। জেলা পুলিশের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যায়, এই মুহূর্তে সমাজমাধ্যমে জেলা পুলিশের নজিরবিহীন সক্রিয়তার পিছনে পুলিশ সুপারের যেমন উদ্যোগ রয়েছে তেমনি দক্ষতা রয়েছে ইনস্পেকটর বিরাজ মুখোপাধ্যায়ের। অফিস সামলে তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নিয়েও পুলিশ মহলে আলোড়ন কম কিছু নয়। সমাজমাধ্যমে বিরাজের দাপুটে অবস্থান নিয়ে জেলা পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'আমরা যাঁরা উর্দি পরে নিয়মিত ডিউটি করি তাঁদেরও এসবের বাইরে একটা নিজস্ব সৃষ্টিশীল জগৎ রয়েছে। বিরাজের সাফল্য আমাদের সবাইকেই উৎসাহিত এবং আনন্দিত করে।'

ফেসবুক পেজে তাঁর মনোগ্রাহী ভিডিওর বিষয়বস্তু মূলত বাংলা লৌকিক বিশ্বাস নির্ভর প্রবাদ, প্রবচন, কথকতা হলেও আদতে খাকি উর্দির নীচে পুলিশ ইনস্পেকটর একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। জন্মসূত্রে পুরুলিয়ার হলেও জলপাইগুড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ পুরোনো। ১৯৯৯ সালে জলপাইগুড়ি গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বিটেক পাশের পর ২০০৪ সালে সাব-ইনস্পেকটর হিসেবে পুলিশে যোগদান। এরপর ২০১১ সালে ফের জলপাইগুড়ি জেলায় পোস্টিং। ২০২১ সালে পদোন্নতি হয়ে আপাতত পুলিশ ইনস্পেকটর এই মানুষটি ছাত্রাবস্থায় বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়লেও বাংলা সাহিত্যের প্রতি টান বরাবর। মাস ছয়েক আগে জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়ার ভাড়াবাড়িতে ছেলেকে বাংলা পড়ানোর সময় স্ত্রী অরূপা মুখোপাধ্যায় ভিডিও করেন। ফেসবুকে পোস্ট হতেই তা প্রশংসা পায়। এরপরেই মাস দুই আগে নিজের পেজ বানিয়ে ভিডিও পোস্ট করা শুরু এবং সেই সুবাদেই সোশ্যাল মিডিয়া স্টার হয়ে ওঠা।

সারাদিনের পুলিশি দায়িত্বের পর গভীর রাতে চলে শুট এবং এডিট করার কাজ। মাত্র দু'মাসে তাঁর নেট দুনিয়ার সাফল্যগাথা নিয়ে দুঁদে পুলিশ অফিসারের বক্তব্য, 'এতকিছু ভেবে শুরু করিনি। উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে আনন্দ দেওয়া এবং নিজের মনের খোরাক পাওয়া। আমি আনন্দে আছি। আনন্দ যে দর্শকরা ভালোই উপভোগ করছেন তা স্পষ্ট ভিডিওর ভিউতেই।'

তাঁর অধীনে কর্মরত ইনস্পেকটরের এই সোশ্যাল সাফল্যে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'পুলিশ অফিসারের পাশাপাশি তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। সেই হিসেবে তাঁর এই কাজ ও সাফল্য প্রশংসনীয়।'

ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে বিল স্টিভেনসন। শুক্রবার।

পূর্বপুরুষের স্মৃতির সরণিতে বিল

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৫ নভেম্বর : একসময়ে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এবং দুর্গম এই গ্রামে এসে ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের কাজ করেছিলেন। শুক্রবার মহাকালগুড়িতে এসে স্মৃতির সরণি বেয়ে তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করলেন বিল স্টিভেনসন। ডায়োসিস অফ ইস্টার্ন হিমালয়া এবং স্কটিশ মিশনারিদের মধ্যে ধর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে পুরোনো সম্পর্ক তা আরও মজবুত করতে এসেছিলেন স্কটল্যান্ডের টুইনিং কোঅর্ডিনেটর বিল। মহাকালগুড়ির মানুষের অভ্যর্থনা পেয়ে রীতিমতো আপ্লুত তিনি। এদিন মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুল এবং মহাকালগুড়ি গার্লস হাইস্কুল পরিদর্শনে যান তিনি। ইস্টার্ন হিমালয়া ডায়োসিসের টুইনিং কোঅর্ডিনেটর হৃদয় বসুমাতা, মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ বসুমাতা, রেভারেন্ড প্রদীপ নার্জিনারি এদিন ওই দুই স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা তাঁর সামনে তুলে ধরেন।

বিলের কথায়, 'এখানকার মানুষের ব্যবহার এবং অভ্যর্থনায় আমি খুব খুশি। আমাদের টুইনিং চুক্তির ভিত্তিতে আমরা এখানকার মিশনারিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছি। তার ওপর ভিত্তি করে এখানকার শিক্ষার মান কীভাবে উন্নত করা যায় সে ব্যাপারে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমি এখানকার রিপোর্ট স্কটল্যান্ড মিশনে গিয়ে জমা দেব, তার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।' আজ থেকে ১০০ বছরেরও বেশি আগে পরাধীন ভারতে স্কটিশ মিশনারিরা মহাকালগুড়িতে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁরা অনুভব করেন ধর্ম প্রচারের আগে এখানকার শিক্ষা মান উন্নয়ন করা একান্ত জরুরি। এরপর তাঁরা এলাকার শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্ব দেন। তারই অংশ হিসেবে মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুল এবং মহাকালগুড়ি গার্লস হাইস্কুল তৈরি হয় মূলত স্কটিশ মিশনারিদের উদ্যোগে। হৃদয় বসুমাতার কথায়, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্কটিশরা নিজেদের দেশে ফিরে গেলেও স্কটিশ মিশনারিদের সঙ্গে এখানকার মিশনারিদের যোগাযোগে ছেদ ঘটেনি। আর সেই সূত্র ধরেই স্কটিশ মিশনারির বিশেষ প্রতিনিধি বিল স্টিভেনসন এখানে এসেছেন।'

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতিসাধনে দুই দেশের মধ্যে টুইনিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল অন্তত ২৫ বছর আগে। মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ বসুমাতা বলেন, 'সেখানকার শিক্ষাদানের উন্নত পদ্ধতি যেটা আমাদের দেশের সঙ্গে খাপ খায় সেটা আমরা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারি। শিক্ষাক্ষেত্রে আদানপ্রদানের মাধ্যমে আমরা একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারি। সেখানকার প্রতিনিধিরা যেমন আমাদের এখানে এসে আমাদের এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ঘুরে দেখলেন, সেইরকম আমরাও সেখানে গিয়ে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা, পড়ানোর পদ্ধতি এবং অন্যান্য সবকিছু দেখে সেটা প্রয়োজনমতো এখানে ব্যবহার করতে পারি।' স্কটিশ মিশনারিদের সবরকম সহযোগিতা তাঁরা আগামীদিনেও পাবেন বলে তিনি আশাবাদী। এদিন স্কুলের পড়ুয়া এবং শিক্ষকরা বিলকে অভ্যর্থনা জানান।

বন্দির মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ফের জেলবন্দির মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়িতে। মৃতের নাম কমলেশ্বর রায় (৬২)। বাড়ি কোচবিহার দুই মরিচবাড়ি খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন। পরিবারের তরফে ভাই সদানন্দ রায় বলেন, 'দাদার ১২ বছরের সাজা হয়েছিল। প্রথম থেকেই কোচবিহার জেলেই ছিল। প্রায় দেড় বছর হল জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এসেছিল। ২০২১ সালে একটি খুনের ঘটনায় দাদার সাজা হয়। প্রায় ১০ বছর আগে দুর্ঘটনায় আঘাত পাওয়ার পর থেকেই মাথায় সমস্যা ছিল। বুধবার আমাদের জেল সূত্রে অসুস্থতার খবর দেওয়া হয়েছিল।'

জেল সূত্রে খবর, কমলেশ্বর দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বুধবার অসুস্থ বোধ করায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে তিনি মারা যান।

চতুর্থবারের চেষ্টায় ব্রোঞ্জ সুব্রতর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : বয়স মাত্র ষোলো। এর মধ্যে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ঘরে ফিরল রাজমিস্ত্রি এবং অঙ্গনওয়াড়ির সহায়িকার ছেলে সুব্রত রায়। জুডোতে প্রথমে রাজ্য স্কুল গেমসে প্রথম স্থান অধিকার করে সুব্রত। সেখান থেকে জম্মুতে ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। সেই প্রতিযোগিতাতেই ওই কিশোর ব্রোঞ্জ জিতেছে। শহরের ছেলের এমন সাফল্যে খুশির হাওয়া জলপাইগুড়িতে। শুক্রবার সুব্রত ফিরতে বাবা, মা এবং কোচের সঙ্গে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে শোভাযাত্রা করেন এলাকাবাসী। ফুলের তোড়া এবং মিষ্টি দিয়ে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়। সুব্রত বলল, 'তিন বছর ধরে পোড়াপাড়া জ্যোতি সংঘ ক্লাবে জুডোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। দাদার সঙ্গে মাঠে গিয়ে ভালোবাসা জন্মায়। তারপর জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পাই। এই সাফল্যের পিছনে বাবা, মা এবং আমার কোচদের অবদান অনেকটা।'

পদক জয়ের পর জলপাইগুড়িতে সুব্রত। শুক্রবার।

> তিন বছর ধরে পোড়াপাড়া জ্যোতি সংঘ ক্লাবে জুডোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। দাদার সঙ্গে মাঠে গিয়ে ভালোবাসা জন্মায়। তারপর জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পাই। এই সাফল্যের পিছনে বাবা, মা এবং আমার কোচদের অবদান অনেকটা।
>
> **সুব্রত রায়**

জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াপাড়ার বাসিন্দা সুব্রত। ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণিতে পড়ে সে। ৬ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসের আসর বসেছিল জম্মুতে। সেখানে জুডোর অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, জম্মুকে হারিয়ে পদকলাভ। সোনা এবং রুপো যায় দিল্লি এবং কর্ণাটকে। সুব্রত ছাড়াও জলপাইগুড়ি থেকে আরও দুজন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

সুব্রতর বাবা সুকুমার রায় বলেন, 'ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে, মালা পরিয়ে আনন্দ করে ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। অভাবের সংসারে ডাল-ভাত ছাড়া ওর মুখে ভালো কিছু তুলে দিতে পারি না। ছেলের সাফল্য আমাদের কাছে গর্বের। আমরা চাই ও আরও এগিয়ে যাক।' মা কৌশল্যা রায়ও একই কথা জানালেন। তবে সুব্রত এই প্রথম জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে, এমনটা নয়। এর আগেও তিনবার সে সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু কোনও পদক জিততে পারেনি। গত অগাস্টে কলকাতায় রাজ্য স্কুল গেমসে জিতে ফের সুযোগ আসে। সুব্রতর কোচ প্রণয় রায়ও খুশি। তাঁর কথায়, 'জুডো খেলার জন্য যেরকম ডায়েট দরকার, সেটা ছেলেটা কখনওই পায়নি। আমরা ক্লাবের তরফে ওকে সাহায্য করছি, আগামীতেও করব। আশা ছিল, সোনা জিতবে, তাই একটু হতাশ হয়েছি। তবে এখন থেকে ভালো প্রশিক্ষণ দিলে ভবিষ্যতে খেলো ইন্ডিয়া'র মতো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে সুব্রত।'

DAMRO
Internationally Trusted Furniture

STYLISH FURNITURE AT AFFORDABLE PRICES FOR THIS Wedding SEASON

ANDRIANA 3 PIECE BEDROOM SET
(QUEEN BED + 2D WARDROBE + DRESSER) Was ₹ 1,66,000 Now ₹ 1,39,000 EMI ₹ 11,583

BOSTON 4 PIECE BEDROOM SET
(QUEEN BED + 3D WARDROBE + DRESSER + NIGHT STAND) Now ₹ 37,900 EMI ₹ 3,158

RECLINER SOFA SET
(3 + 1R + 1R) Now ₹ 65,000 ONWARDS

PROXIMA SOFA
(3 + 2 SEATER) Was ₹ 59,000 Now ₹ 46,900

AIDEN MARBLE TOP
6 SEATER DINING TABLE SET Was ₹ 64,000 Now ₹ 54,000

250+ SHOWROOMS IN SOUTH ASIA

SILIGURI - P.C. Mittal Memorial Bus Terminus, & Commercial Complex, Sevoke Road.
Tel: 0353 254 5404, 9733388987.

Exclusive Dealers: COOCHBEHAR - Furniture Hub. Tel: 94348 12006. JAIGON - Uttarbanga Construction. Tel: 81700 65220. MALDA - Santi Sales. Tel: 96476 51335.

*Conditions Apply

FOR DEALERSHIP ENQUIRES 83369 92937. TOLL FREE CUSTOMER CARE 1800 425 1122. SALES SUPPORT salessupport@damroindia.com SHOP ONLINE @ www.damroindia.com

FREE DELIVERY SERVICE | FREE ASSEMBLY | ASSURED WARRANTY | FINANCE SERVICE | BAJAJ FINSERV | HDFC BANK

রাজ ঐতিহ্যের রাস উৎসবের আবহ কোচবিহার জেলাজুড়ে

রাসপূর্ণিমার সকালে কোচবিহারের মদনমোহনবাড়িতে ভিড়। শুক্রবার। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

বেনারসে ২০ ফুট চক্র

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : বৈরাগীদিঘির পাড়ে মদনমোহনবাড়িতে যখন মদনমোহনের রাস উৎসব চলছে তখন উত্তরপ্রদেশের বেনারসেও রাধাগোবিন্দ মন্দিরে রাসযাত্রা হল। কোচবিহারের মহারাজারা বেনারসের সোনারপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সেটি পরিচালনা করে। প্রতি বছর রীতি মেনে সেখানে রাসযাত্রা হয়। বোর্ডের বেনারসের অফিসার ইনচার্জ বীরেন ঝা'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এখানে প্রতিদিন পুজো হয়। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের পাশাপাশি এখানেও রাসযাত্রার পুজো ও রাসচক্র ঘোরানো হল।'

বেনারসের রাসচক্র।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড জানিয়েছে, বেনারসের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে প্রায় ২০ ফুট উচ্চতার রাসচক্র বসানো হয়েছে। সেখানকার পুরোহিত প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় এদিন পুজো করেন। আগে এখানে রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে কীর্তন, যাত্রা সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। তবে এখন আড়ম্বর অনেকটাই কমে গিয়েছে। যদিও রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে সেখানকার মন্দির সাজিয়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় কিছু বাসিন্দা এদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে যান। সেখানে রাধাগোবিন্দের পুজোর আশীর্বাদ নেন তাঁরা।

উত্তরপ্রদেশে কোচবিহারের মহারাজাদের নানা নিদর্শন রয়েছে। কোচবিহার থেকে কেউ উত্তরপ্রদেশে গেলে তাঁদের অনেকেই এই নির্দশনগুলি দেখতে যান। কোচবিহারের প্রবীণ বাসিন্দা অমলকুমার চক্রবর্তীর কথায়, 'উত্তরপ্রদেশেও যে কোচবিহারের মহারাজাদের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে তা কোচবিহারবাসীর অনেকেরই অজানা। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড তথা সরকারের উচিত বেনারসে থাকা কোচবিহারের ঐতিহ্যকে আরও বেশি করে সকলের সামনে তুলে আনা। পাশাপাশি সেখানকার অনুষ্ঠানগুলি যাতে আড়ম্বরের সঙ্গে হয় সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন।'

'চাঁদ সদাগরের ডিঙা' দেখতে ভিড় কৃষ্ণপুরে

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : প্রতি বছরের মতো এবছরও শুরু হল ঐতিহ্যবাহী 'চাঁদ সদাগরের ডিঙার মেলা'। তুফানগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ১২ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত কৃষ্ণপুর বাজার। সেই বাজার থেকে প্রায় দুই কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে চ্যাংমারি গ্রামের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জিরো পয়েন্টে মনসাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রায় তিন দশক ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেলা।

এই পুজো ও মেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের আবেগ-উচ্ছ্বাস থাকে এক অন্য মাত্রার। ১৫ ও ১৬ নভেম্বর, দু'দিন ধরে মেলা চলবে।

মনসাপুজোকে কেন্দ্র করে আয়োজিত চাঁদ সদাগরের ডিঙার মেলায় প্রচুর দোকানপাট বসে। তবে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মেলাস্থলে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি বিশেষ ডিঙি। স্থানীয়দের মতে যা চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙির মধ্যে একটি। দূরদূরান্তের মানুষ বিশেষ করে এই ডিঙি দেখার জন্যই মেলায় আসেন। শুক্রবার মেলার উদ্বোধন করেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

তিনি বলেন, '১৯৯৩ সাল থেকে এই পুজোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। তখন কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় দু'দেশের মানুষের যাতায়াত ছিল। এখন ওপারের মানুষ আসতে না পারলেও বিএসএফের মাধ্যমে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রতিবছর এই পুজো ও মেলার মধ্য দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মেলবন্ধন তৈরি হয়।'

কথিত আছে, মেলাস্থানের উপর দিয়ে আগে একটি বিশাল নদী বয়ে গিয়েছিল। সেই নদী দিয়ে যাওয়ার সময় দক্ষিণ দেশীয় চম্পকনগরের ব্যবসায়ী চাঁদ সদাগরের একটি বাণিজ্যিক নৌকা একদিন ডুবে যায়। পরবর্তীতে নদীটি শুকিয়ে যাওয়ায় সেই নৌকা মাটির উপর জেগে ওঠে। তার বহু বছর পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ওই জিরো পয়েন্টে চাষ করতে গিয়ে স্থানীয় কৃষকরা নৌকাটির খোঁজ পান। আর সেই নৌকাকেই কেন্দ্র করে প্রতি বছর 'চাঁদ সদাগরের ডিঙার মেলা' নামে মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। মূলত এই ডিঙি বা নৌকা দেখার উদ্দেশ্যেই হাজার হাজার মানুষের আগমন হয়ে থাকে এই মেলায়।

নৌকার আদল মেলা চত্বরে। শুক্রবার।

> এটা আমাদের কাছে শুধু মেলা নয়, আবেগও। ডিঙির উপরে নির্মিত মন্দিরের মা মনসাও খুব জাগ্রত। মাকে শ্রদ্ধাভরে মানত করলে মনের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়। আবার কেউ এড়িয়ে গেলে তার ক্ষতি হয়।
>
> **গোবিন্দ মণ্ডল**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

এদিন মেলাতে ঘুরতে এসে স্থানীয় গোবিন্দ মণ্ডল বললেন, 'এটা আমাদের কাছে শুধু মেলা নয়, আবেগও। ডিঙির উপরে নির্মিত মন্দিরের মা মনসাও খুব জাগ্রত। মাকে শ্রদ্ধাভরে মানত করলে মনের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়। আবার কেউ এড়িয়ে গেলে তার ক্ষতি হয়।'

নিমকাঠের মূর্তিতে পুজো নাককাটিগাছে

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : এমন অজস্র মন্দির রয়েছে, যাকে ঘিরে রয়েছে অনেক জনশ্রুতি, ইতিহাস। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর চৌপথি এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত নিতাইগৌর মন্দির এবং সেখানকার মূর্তিও সেরকম। শুক্রবার সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করে শুরু হল ঐতিহাসিক রাসমেলা। চলবে ১০ দিন ধরে। শ্রীশ্রী নিতাইগৌর মন্দিরের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় এই রাসমেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবছর। এবার মেলার ৭৬তম বর্ষ। যদিও এর মূল ইতিহাস আরও প্রাচীন।

শুক্রবার রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে দুপুরে শোভাযাত্রা বের করা হয়। সন্ধ্যায় মন্দিরের পুরোহিত গোপাল কৃষ্ণ বাবাজি রাসচক্র ঘুরিয়ে মেলার সূচনা করেন। প্রথমদিন থেকেই মেলায় ভিড় জমে যায়। মেলা উপলক্ষ্যে নিতাইগৌর মন্দির সাজিয়ে তোলা হয়েছে। মেলা চত্বরের চারদিকে ছোট ছোট ঘর তৈরি করে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার মাটির মূর্তি বসানো রয়েছে। মেলায় ঢুকতেই দেখা মিলবে বিশালাকৃতি পুতনা রাক্ষসের মূর্তির। কিছুটা দূরেই রয়েছে মেলার মূল আকর্ষণ রাসচক্র। ২৪ প্রহরব্যাপী নামসংকীর্তন, পদাবলি কীর্তন, ভাওয়াইয়া গান, বাউলগানের আসর, কবিগান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রীশ্রী নিতাইগৌর মন্দিরের নিতাইয়ের মূর্তি নিমকাঠের। জনশ্রুতি আছে, দেশভাগের আগে এই মূর্তির পুজো হত টাঙ্গাইলে (বর্তমান বাংলাদেশে)। মূর্তির বয়স ২০০ বছরের কাছাকাছি। দেশভাগের কয়েক বছর আগে দুষ্কৃতীরা এই মূর্তি নদীতে ফেলে দেয়। দুষ্কৃতীদের ভয়ে সেখানকার লোক পালিয়ে যান। পরবর্তীতে সেই মূর্তি নদীপথে ভাসতে ভাসতে অসমের কালডোবা এলাকায় আটকে যায়। সেখান থেকে

নিতাইগৌর মন্দিরে নিমকাঠের বিগ্রহ। - সংবাদচিত্র

এক ব্যক্তি মূর্তি উদ্ধার করে পুজো শুরু করেন। কিছুদিন পর পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের কাছে সেই মূর্তির খবর আসে। তাঁরা সেখানে গিয়ে মূর্তি নিয়ে এসে বলরামপুর চৌপথি এলাকায় বসান। প্রথমে এলাকার ১৭টি পরিবার এগিয়ে এসে জমি দান করে অস্থায়ী মন্দির তৈরি করেন। এই ঘটনা আনুমানিক ৮০-৮৫ বছর আগের। পরবর্তীতে গ্রামবাসীরা মিলে স্থায়ী মন্দির তৈরি করে রাসমেলার আয়োজন করে আসছেন। বর্তমানে এই মন্দিরে নিত্যদিন তিনবেলা পুজো হয়ে থাকে। গতবছর মন্দিরের দ্বারোদঘাটন হয়। এমন নকশাখচিত মন্দির জেলায় খুব বেশি দেখা যায় না।

মেলা কমিটির সদস্য অপূর্ব বসাক বলেন, '১০ দিনের এই মেলায় দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। মন্দিরটি অত্যাধুনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। জেলায় এই ধরনের মন্দির চোখে পড়ে না। আমরা আশাবাদী এবার অন্যান্যবারের তুলনায় ভিড় বাড়বে।'

বাউলগান, যাত্রাপালা জোড়াইয়ের রাসমেলায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার সন্ধ্যায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়াই মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হল রাস উৎসব। পুজো করলেন ঠাকুরবাড়ির প্রধান পুরোহিত হারাধন চক্রবর্তী। রীতি মেনে তিনিই প্রথমে রাসচক্র ঘোরালেন। ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে ভাগবত পাঠের পাশাপাশি বসল নাম সংকীর্তনের আসর। দূরদূরান্ত থেকে আসা বহু ভক্ত এদিনের পুজো সহ অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন।

১৯৬১ সালে স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার ঘোষ স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় অসম সীমানা লাগোয়া রামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়াই মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে তিনি বেঁচে না থাকলেও তাঁর গড়া ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে রূপসুন্দর তালুকদার। তিনি এখন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হিসেবে সক্রিয় রয়েছেন। পুজোর জন্য সাজিয়ে তোলা হয়েছে ঠাকুরবাড়ি চত্বর। নতুন করে রঙের প্রলেপ পড়েছে মন্দিরের প্রবেশ দুয়ারে। রাসযাত্রাকে কেন্দ্র করে জোড়াই রাসমেলা ময়দানে জোরকদমে চলছে মেলার প্রস্তুতি।

২১ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ১৫ দিনের রাসমেলা। জোড়াই রাসমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রণয় কর বললেন, 'এবারের পুজো ও মেলার ৬২তম বর্ষ। শুরুর পাঁচ-ছয় বছর এই মেলা হয় উত্তর রামপুর কালীমাঠে। পরবর্তীতে জোড়াই রাসমেলা ময়দানে তা সামান্তরিত হয়।'

শুক্রবার দুপুরে জোড়াই ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, মৃৎশিল্পী প্রেমানন্দ পাল তিন-চারজন সহকর্মী নিয়ে পৌরাণিক বিভিন্ন চরিত্রের মাটির মূর্তি তৈরিতে মগ্ন। মেলায় এগুলির প্রদর্শনী হবে। প্রায় ১০ বিঘা জমিতে বসা এই মেলায় ২০০টিরও বেশি স্টলে রকমারি পসরা সাজিয়ে বসবেন স্থানীয় ও দূরদূরান্তের ব্যবসায়ীরা। থাকবে সার্কাস, নাগরদোলা, ড্রাগন ট্রেন, ব্রেকডান্স সহ জয়রাইড। এছাড়াও মেলার মুক্তমঞ্চে রোজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বাউল, পদাবলি, নাটক, যাত্রাপালা, কবিগানের পাশাপাশি স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীরা সেখানে থাকবেন।

জোড়াই রাসমেলা কমিটির সভাপতি অষ্টমী দে বিশ্বাসের কথায়, 'পুজো ও মেলা উপলক্ষ্যে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। মেলার নিরাপত্তায় স্বেচ্ছাসেবক থেকে শুরু করে পুলিশবাহিনী সর্বদা সক্রিয় থাকবেন। বাড়তি নজরদারির জন্য ঠাকুরবাড়ির সামনের রাস্তা এবং মেলা চত্বরে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হবে।' জরুরিকালীন প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মেলায় স্বাস্থ্যকর্মীরা থাকবেন এবং মেলা চত্বরে একটি অ্যাম্বুল্যান্স সর্বক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে বলেও জানালেন অষ্টমী।

জোড়াই মদনমোহনবাড়িতে পুজো। - সংবাদচিত্র

রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বাড়িতে পাহাড় তৈরি করেছে খুদে নীলাদ্রি সাহা।

মোবাইলের দাপটে হারিয়েছে সৃষ্টির নেশা, গ্রামীণ খেলা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৫ নভেম্বর : দ্রুতগতিতে বদলেছে সময়। ছোটদের হাতে হাতে ঘুরছে মোবাইল ফোন। ওই ফোনই কেড়ে নিয়েছে তাদের শৈশব। মোবাইল ফোনের সৌজন্যে হারিয়েছে ছোটদের গোল্লাছুট, কিতকিত, দাড়িয়াবান্ধা, হাডুডু, মার্বেল খেলা। শুধু তাই নয়, রাসপূর্ণিমায় বাড়ির বারান্দায় তৈরি হত এক টুকরো পাহাড়ঘেরা গ্রাম, কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র, বিমানঘাঁটি, ফুটবল খেলার ময়দান সহ আরও কত কিছু। ছোটরাই পাহাড়, নদী, গাছপালা দিয়ে ল্যান্ডস্কেপ তৈরির নেশায় মেতে উঠত। মানসাই ও সুটুঙ্গা নদীঘেরা মাথাভাঙ্গা শহরের নিউটাউনপাড়ার শীতলা মন্দিরে বার্ষিকপুজোয় শহরজুড়ে পালিত হত ঘুড়ি উৎসব। এখন সেসব বন্ধ। এজন্য শহরবাসীর অনেকেই আক্ষেপ করেন। রাসপূর্ণিমায় শহরের বহু প্রবীণ শৈশবে ঘাসের চাপড়া, চট ও কাপড় দিয়ে তৈরি পাহাড় সহ ল্যান্ডস্কেপের কথা ভেবে এখনও নস্টালজিক হয়ে পড়েন। সংখ্যায় কম হলেও শহরের গুটিকয় বাড়িতে এখনও রাসপূর্ণিমায় পাহাড় তৈরি হয়। শহরতলির রাস্তায় এখনও বাঁশের ড্রপগেট দিয়ে চাঁদা তুলে রাসপূর্ণিমার পুজো ও পাহাড় তৈরি করে কিছু পুচকে।

শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অংশুমান সাহা জানান, রাসপূর্ণিমা এলে এখনও শৈশবের স্মৃতি ভেসে ওঠে। আগের দিন বাড়িতে ভাইবোনেরা সকলে মিলে চট দিয়ে পাহাড় তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। পারিবারিক কাঠের ব্যবসার সুবাদে কাঠের গুঁড়োর অভাব ছিল না। সেই গুঁড়োয় নানা রং মিশিয়ে পাহাড়কে রঙিন করে তোলা হত। পাহাড়ের পাশ দিয়ে বইত নদী। তার উপর তৈরি হত সেতু। ঠাকুমা লুচি-পায়েসের ভোগ দিতেন। তাঁর আক্ষেপ, বাড়ির ছোটদের অধিকাংশই এখন হস্টেলে থাকে। তাই এখন আর রাসপূর্ণিমায় বাড়িতে পাহাড় তৈরি হয় না। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শুভাশিস ধর বলেন, 'আমার ছেলেবেলায় বাড়ির পাশে ফাঁকা মাঠ ছিল। রাসপূর্ণিমায় সেখানে ঘাসের চাপড়া তিনকোনা করে কেটে পাহাড় তৈরি করতাম। পাহাড়ে গুহা থাকত। তার ভিতর থেকে নদী তৈরি করতাম। জল স্বচ্ছ করতে রাখা হত কাচের টুকরো। বছরভর নানা মেলা থেকে কেনা পুতুল, গাড়ি, খেলনা এ সময় প্রদর্শন করা হত।'

৭ নম্বর ওয়ার্ডের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া নীলাদ্রি সাহা প্রতি বছরের মতো এবছরও রাসপূর্ণিমায় বাড়িতে পাহাড় তৈরি করছে। শহরের সংগীতশিল্পী সুশোভন ঘোষ পাড়ার ছোটদের নিয়ে এবছর বাড়ির সামনে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পাহাড় তৈরি করেছেন। তাঁর কথায়, 'ছোটরা মোবাইল ফোন ছেড়ে যাতে এই শিল্প সৃষ্টিতে মেতে ওঠে সেজন্যই এই উদ্যোগ।

টুকরো খবর

অসুস্থ মোহন

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে ফের অসুস্থ হয়ে পড়ল একটি মোহন। বৃহস্পতিবার দিঘিটিতে ওই মোহনটি অসুস্থ হয়ে ওপরে ভেসে ওঠে। বন দপ্তরের কর্মীরা মোহনটিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। গত কয়েকদিনে এই নিয়ে নয়টি মোহন অসুস্থ হল। এছাড়া তিনটি মোহনের মৃত্যু হয়েছে।

সাহায্য

দিনহাটা, ১৫ নভেম্বর : গত ৬ নভেম্বর গাছের গুঁড়ি পড়ে মারা গিয়েছিলেন দিনহাটা-২ ব্লকের গোবড়াছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের আবুতারা এলাকার কামাখ্যা শীল। এদিন তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন ক্ষৌরকারদের দিনহাটা-২ ব্লক কমিটির সদস্যরা। আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি ভবিষ্যতেও ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

স্মরণসভা

ফুলবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান দামোদর বর্মনের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। তিনি ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএমের প্রধান ছিলেন। স্মরণসভায় ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দে, সচিব পলাশ দাস প্রমুখ।

তুলসীযজ্ঞ

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার শিবযজ্ঞ মন্দিরে ৭৩তম তুলসীযজ্ঞ উদযাপিত হল। এদিন মন্দিরের শালগ্রাম শিলায় এক লক্ষ তুলসী পাতা দিয়ে অর্চনা করেন ৩৮ জন ব্রাহ্মণ। সেইসঙ্গে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও সরস্বতীর পুজো অনুষ্ঠিত হয় মন্দিরে।

উত্তরা উৎসব শুরু

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৫ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের হিমঘর চৌপথি পশ্চিমপাড়ায় আনন্দ সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল উত্তরা উৎসব। বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরবঙ্গের অন্যতম লোকসংস্কৃতি বৈরাতি নাচের মাধ্যমে অতিথি বরণ করা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে একদিনের এই উৎসবের সূচনা করেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন। উপস্থিত ছিলেন ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গোবিন্দ রাজবংশী।

এবার উৎসবের ষষ্ঠ বর্ষ। উজ্জ্বল বর্মন স্মৃতি মঞ্চে অসম ও উত্তরবঙ্গের বহু নামী শিল্পী গান শোনান। বৈরাতি, কুষান সহ নানা নাচ ও গানে উত্তরা উৎসব জমে ওঠে। আয়োজক কমিটির পক্ষে জয়ন্ত দেব বর্মন, চিরঞ্জিৎ বর্মনরা জানান, প্রতি বছরের মতো এবছরও উৎসব শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠান চত্বরের পাশেই এজন্য তৈরি হয়েছিল নানা স্বাদের দেশি খাবারের দোকান। সঙ্গে ছিল জিলিপি, ফাস্ট ফুডের দোকান। গোটা মাঠজুড়ে গভীর রাত অবধি মানুষের ভিড় ছিল নজরকাড়া।

রাসপুজো

গোপালপুর ও ঘোকসাডাঙ্গা, ১৫ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধানধুনিয়া বানিয়াবাড়ি রাসপুজো কমিটির তরফে শুক্রবার রাসপুজো হল। এদিকে, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কুশিয়ারবাড়ি বুলেট একাদশের উদ্যোগেও রীতি মেনে পালিত হল রাসপূর্ণিমা। সংস্থার পক্ষে দীপঙ্কর বর্মন বলেন,'আগামী ১৫ ডিসেম্বর সপ্তাহব্যাপী রাসমেলা শুরু হবে। এই মেলার এবার ২৩ বছর। ইতিমধ্যে রাসমেলার কমিটি গঠন সহ সবরকম প্রস্তুতি শুরু করেছি আমরা।'

গোরু উদ্ধার

শীতলকুচি, ১৫ নভেম্বর : পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হল ২৩টি গোরু। বৃহস্পতিবার রাতে শীতলকুচি ব্লকের বারোমাসিয়া এলাকায় আবদুল্লা মিয়াঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৮টি গোরু উদ্ধার হয়। আর শুক্রবার দুপুরে শীতলকুচি ব্লকের সুখানদিঘি এলাকা থেকে আরও পাঁচটি গোরু উদ্ধার করে পুলিশ। পাচারের উদ্দেশ্যেই গোরুগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অনুমান পুলিশের।

শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানিয়েছেন, গোরুগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। এনিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আলতাফকে নিয়ে বই

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : রাসচক্র ও আলতাফ মিয়াঁ যেন দুই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দীর্ঘদিন ধরে রাসচক্র নির্মাতা এই আলতাফ মিয়াঁকে নিয়ে এবার বই লিখলেন কোচবিহার পিবিইউয়ের পিএইচডির পড়ুয়া মেহেবুব আলম। গত চার বছর ধরে গবেষণার পর তিনি এই গ্রন্থ লিখেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সেই বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

মেহেবুব আলম বলেন, 'আগামী শনিবার রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে সেই বইয়ের উদ্বোধন হবে।'

টিফিনবাক্সে আতঙ্ক

হলদিবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : বাজার চত্বরে বন্ধ দোকানের সামনে দুটি পরিত্যক্ত টিফিনবাক্সকে ঘিরে শুক্রবার সন্ধ্যায় বোমাতঙ্ক ছড়াল হলদিবাড়ি শহরের কাপড়পট্টিতে। এদিন বারুই ব্রাদার্স নামে একটি দোকানের সামনে টিফিনবাক্স দুটি পড়ে থাকতে দেখেন ব্যবসায়ীরা। কয়েকদিন আগে এনআইএ ও এসটিএফ-এর মতো তদন্তকারী দল হলদিবাড়ি শহরের এক বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল। তারপর থেকেই শহরের বাসিন্দারা অজানা আতঙ্কে রয়েছেন। এমন সময় ওই টিফিনবাক্স দেখে স্বাভাবিকভাবে ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পুলিশ এসে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে টিফিনবাক্স দুটি খালি ছিল বলে পুলিশ জানায়।

কবি সম্মেলন

মেখলিগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হল কবি সম্মেলন। শুক্রবার মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কল্যাণ কুমারী এপি বিদ্যালয়ে সম্মেলনটি হয়। অন্তত ৪০ জন কবি-সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেন। এদিন জয়ী সেতুতে মুক্তাঞ্জলি পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পরবর্তীতে কল্যাণ কুমারী এপি বিদ্যালয়ে কবিতা, গানের মধ্য দিয়ে কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এবিভিপি সম্মেলন

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : কোচবিহারে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্মেলন শুরু হল। এদিনের কর্মসূচিতে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি, নারী সুরক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থা সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই সম্মেলন থেকে এবিভিপির প্রদেশ সভাপতি হিসেবে বিশ্বজিৎ রায় ও প্রদেশ সম্পাদক হিসেবে দীপ্ত দে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

নিকাশিনালা সাফাই

দেওয়ানহাট, ১৫ নভেম্বর : অবশেষে নিকাশিনালা সাফাইয়ের কাজ শুরু হল দেওয়ানহাটে। গত বুধবার 'নিকাশিনালার জল উপচে রাস্তায়' শীর্ষক শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে। সেখানে এলাকাবাসী নিজেদের ভোগান্তির কথা জানিয়েছিলেন। এরপরই প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার সকাল থেকে স্থানীয় পূর্বপাড়া এলাকায় নিকাশিনালা সাফাই শুরু হয়।

গাঁজাখেত নষ্ট

গোপালপুর, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজাখেত নষ্ট করল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিমেষ রায় জানান, জোড়শিমুলি বুড়িরবাড়ি, কাঁচাখাওয়া এবং কেদারহাট বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে আট বিঘা জমির গাঁজা নষ্ট করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশন বাজার এলাকায় একটি ঔষধের দোকানের উদ্যোগে চেন্নাইয়ের এক চিকিৎসককে এনে এদিন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৫৩ জন রোগী তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ঔষধের দোকানের মালিক প্রণব দাস জানিয়েছেন, আগামীদিনে আরও এধরনের শিবিরের আয়োজন করা হবে।

বিরসা স্মরণ বক্সিরহাটে

বক্সিরহাট, ১৫ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ও জেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বীর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালিত হল। শুক্রবার তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা ও পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বিরসার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়ার পর উদ্বোধনী সংগীতে ধামসা ও মাদলের তালে আদিবাসী গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অতিরিক্ত জেলা শাসক রবি রঞ্জন এদিন কয়েকজন পড়ুয়ার হাতে জাতিগত শংসাপত্র তুলে দেন।

ধর্মীয় শোভাযাত্রা

পারডুবি, ১৫ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিন্দুস্তান মোড় সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার সকালে মানব ধর্ম প্রচারক সংঘের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক কমিটির পক্ষে বিনয়কৃষ্ণ ভৌমিক জানান, মানবকল্যাণের স্বার্থে তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এদিন এলাকায় ওই শোভাযাত্রা সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অসুস্থ মায়ের টানে অবৈধভাবে ফিরতে গিয়ে ধৃত

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : মা অসুস্থ। এমন খবর পেয়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ যাওয়ার সময় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানদের হাতে গ্রেপ্তার হল এক বাংলাদেশি তরুণ। ঘটনাটি ঘটেছে মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা ফুলকাডাবরির অর্জুন ক্যাম্প সংলগ্ন খোলা সীমান্তে। ধৃতের নাম মহম্মদ কাউসার হোসেন। বাড়ি পাটুখালি জেলায়।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, চলতি বছরের গত মার্চে পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে কাজ পাওয়ার আশায় সে প্লেনে নেপালে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তেমন মনের মতো কাজ পায়নি। বাধ্য হয়ে স্বল্পমজুরিতে কাজ করছিল। এমন পরিস্থিতিতে সম্প্রতি বাড়ি থেকে মায়ের অসুস্থতার খবর আসে। তাই মাকে দেখতে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয় সে। কিন্তু নেপাল থেকে প্লেনে ফেরার খরচ প্রচুর। তাই বৈদেশিক আইনের তোয়াক্কা না করে সে নেপাল থেকে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকে। সেখান থেকে দালাল মারফত মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির খোলা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরার চেষ্টা করে। কিন্তু বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বৃহস্পতিবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে। বিএসএফ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও বেআইনিভাবে দেশে ফেরার বিষয়টি জানতে পারে। প্রাথমিক তদন্তে বিএসএফ এই দাবির সত্যতা পেয়ে কিছুটা নরম হয়। তার পরিবারের কথা ভেবে কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করে তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, 'পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি তরুণটি মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে অবৈধভাবে দেশে ফেরার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কর্তব্যরত জওয়ানদের তৎপরতায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

ধৃতকে কুচলিবাড়ি সীমান্তে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার।

কামতাপুরি ভাষায় পড়াশোনা চালুর দাবি, গ্রেপ্তার ৪৯

জাতীয় সড়ক অবরোধ

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৫ নভেম্বর : কর্মসংস্থান ও প্রথম থেকে দ্বাদশ অবধি প্রতিটি বিদ্যালয়ে কামতাপুরি ভাষায় পড়াশোনা চালুর দাবিতে পথ অবরোধ করল কামতাপুরি সংগ্রামী সমাজ। শুক্রবার কোচবিহার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের গুমানিহাটে প্রায় ২০ মিনিট ধরে অবরোধ চলে। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। ঘটনাস্থল থেকে ছ'জন মহিলা সহ মোট ৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। অবরোধের জেরে গুমানিহাট এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়।

ভাষা ও আলাদা রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে কয়েক বছর আগে উত্তরবঙ্গজুড়ে গড়ে উঠেছিল কেএলও নামে একটি সংগঠন। সেসময় একের পর এক আন্দোলন করে সরকারকে সমস্যায় ফেলেছিল। তারপরই রাজ্য সরকার সরকারিভাবে তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পাশাপাশি একই দাবিতে এখনও কেপিপি, জিসিপিএ সহ বেশকিছু সংগঠন আন্দোলন চালাচ্ছে। ফলে, প্রচুর কর্মী-সমর্থককে পুলিশ ধরপাকড় করে। এজন্য বহু মানুষ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়ছেন। কামতাপুরি সংগ্রামী সমাজের সভাপতি কংসরাজ বর্মনের কথায়, 'সেইসময় কেএলও করা অনেক কর্মীকে কর্মসংস্থানের জন্য হোমগার্ড সহ নানা দপ্তরে নিয়োগ করেছিল বর্তমান রাজ্য সরকার। এখনও প্রচুর কর্মী-সমর্থক কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত। এমনকি নানা কারণ দেখিয়ে অনেককে দিনের পর দিন ঘোরাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। আর তাই, কর্মসংস্থান ও প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কামতাপুরি ভাষার শিক্ষক নিয়োগ করে খুব শীঘ্রই কামতাপুরি ভাষায় পড়াশোনা শুরু করতে হবে। সেই দাবিতেই এই পথ অবরোধ।' এই অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কে সাময়িক যানজট তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার, সিআই অজয় মণ্ডল, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ আন্দোলনকারীদের সাফ জানিয়ে দেয়, জাতীয় সড়ক কোনওভাবেই অবরোধ করা যাবে না। কিন্তু তাঁরা অবরোধ তুলতে অস্বীকার করেন। এরপরই মহিলা সহ সমস্ত অবরোধকারীদের চ্যাংদোলা করে ভ্যানে তোলে। ঘটনাস্থল থেকে ছ'জন মহিলা সহ মোট ৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনা হয়।

এ প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী কৌশিক বর্মন, পূর্ণিমা বর্মন পুলিশ ভ্যান থেকে চিৎকার করে দাবি করেন, তাঁরা গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করলেও পুলিশ অন্যায়ভাবে টেনেহিঁচড়ে, চ্যাংদোলা করে গাড়িতে তোলে। এনিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।

কোচবিহার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের গুমানিহাটে অবরোধ। শুক্রবার।

জয়ী সেতুর কাছে তিস্তায় ভাসছে পুজোর উপকরণ। শুক্রবার।

ছটপুজোর এক সপ্তাহ পরেও ঘাট অপরিষ্কার

সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : ছটপুজোর পর কেটে গিয়েছে এক সপ্তাহ। কিন্তু এখনও অপরিষ্কার হয়ে পড়ে আছে ছটঘাট। শুক্রবার জয়ী সেতু ঘুরতে এসে নদীতে ছটপুজোয় ব্যবহৃত কলা গাছ সহ নানা সরঞ্জাম পড়ে থাকতে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিপ্লব সরকার নামে এক পর্যটক। তিনি বলেন, 'ছটপুজো কমিটিগুলিকে বিষয়টির গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।'

মেখলিগঞ্জ পুরসভা থেকে প্রতি বছরই পুর ভবনের পিছনে বিসর্জন ঘাট ও লাগোয়া এলাকায় ছটঘাট তৈরি করা হয়। গত বছরও ওই এলাকায় পুরসভা ছটঘাট তৈরি করে দিলেও বেশ কিছু পরিবার নিজ দায়িত্বে জয়ী সেতু সংলগ্ন তিস্তা নদীতে ছটপুজো করেন। কিন্তু এবছর মেখলিগঞ্জ পুরসভা বিসর্জন ঘাট সংলগ্ন এলাকায় দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করে। আর ছটপুজোর ঘাট তৈরি করে জয়ী সেতুর নীচে তিস্তা নদীতে। প্রায় একশো পরিবার সেখানে ছটপুজো করে। কিন্তু ছটপুজোর পর সাতদিন কেটে গেলেও ঘাট ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয়নি।

জয়ী সেতুর নীচে চায়ের কাপ থেকে খাবার প্যাকেট এমনকি মদের বোতল পর্যন্ত সেখানে পরে থাকে। তার মধ্যে নতুন করে ছটপুজোর উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় দৃশ্য দূষণ বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান কেশবচন্দ্র দাস বলেন, 'পুরসভা থেকে ঘাট তৈরি করে দেওয়ার পাশাপাশি আলো ও জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছটপুজো কমিটি পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল, পুজোর পর তারাই ঘাট পরিষ্কার করে দেবে।' কিন্তু এখনও কেন পরিষ্কার হয়নি তা তিনি খোঁজ নেবেন বলে জানান। এ ব্যাপারে মেখলিগঞ্জের ছটপুজো কমিটির সভাপতি গোপালপ্রসাদ সাহার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তিনি মেসেজেরও উত্তর দেননি।

জামালদহে ফাঁকা বাড়িতে চুরিতে ধৃত

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ১৫ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯১ জামালদহ নুনিয়াটারিতে। রাত প্রায় ১২টা নাগাদ জিনিসপত্র চুরির অভিযোগে স্থানীয়রা প্রথমে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। কথাবার্তায় অসংগতি মেলায় তাকে গাছে বেঁধে রেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। রাতেই অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে আসে মেখলিগঞ্জ পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি নুনিয়াটারিতে বাড়ি তৈরি করেন জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকুয়াপাড়ার বিধান বর্মন। কর্মসূত্রে তিনি ভিনরাজ্যে থাকেন। তাঁর বাবাই বাড়ি দেখাশোনা করতেন বলে বিধান জানান। বৃহস্পতিবার রাতে কেউ বাড়ি ছিলেন না। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে টিউবওয়েল, বৈদ্যুতিক মোটর সহ বাড়ির সমস্ত বাসনপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। গ্রামবাসীদের হাতে আটক হয় বছর পয়ত্রিশের সেই চোর।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম পরিমল রায় ডাকুয়া। বাড়ি ১৩৮ পানিশালা ডাকুয়াপাড়ায়। এ ব্যাপারে বিধান বর্মন মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। পুলিশ থেকে আরও জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন্য বাড়ি ফাঁকা থাকলে পুলিশকে জানাতে হবে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ছুটির পর।। ডুয়ার্সের রেতি ফরেস্টে কৌশিক নন্দীর ক্যামেরায়।

বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কমিটি তৈরি

চ্যাংরাবান্ধা, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধা অতিথিনিবাসে চ্যাংরাবান্ধা সি অ্যান্ড এফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। সেখানেই তৈরি হল ১৬ সদস্যের নতুন কমিটি। সভাপতি ও সহ সভাপতির দায়িত্ব পেলেন যথাক্রমে সঞ্জয় চৌরাসিয়া ও চিন্ময় সান্যাল। সম্পাদক ও সহ সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে বিকাশকুমার সাহা ও তাপস দাশগুপ্ত।

পরে বিকাশবাবু বলেন, 'তিন বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। আগের আর্থিক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব এদিনের সভায় পেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

লক্ষ্মীরধামে বন্ধ জলের জোগান

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৫ নভেম্বর : জলাধার থাকলেও মিলছে না পানীয় জল। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়দোলার লক্ষ্মীরধাম এলাকায় টানা ১০ মাস ধরে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের পরিষেবা বন্ধ। ফলে এলাকার অধিকাংশ মানুষকে বাধ্য হয়ে নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের পারদ চড়ছে। পানীয় জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা এতদিন বন্ধ থাকায় স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রকল্পের পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আয়নাল হকের কথায়, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা হবে।'

জলসমস্যা মেটাতে প্রায় বছর দেড়েক আগে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত ওই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। সেসময় এই প্রকল্পের পরিষেবা মিলত। যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য ১০ মাস ধরে সৌরবিদ্যুৎচালিত ওই প্রকল্পের পরিষেবা বন্ধ থাকায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, পরিষেবা বন্ধ থাকা নিয়ে কারও হেলদোল নেই। সমস্যা সমাধানে স্থানীয় প্রশাসন উদাসীন।

দীপঙ্কর বর্মন, মহেশচন্দ্র বর্মনের মতো স্থানীয়রা জানান, প্রকল্পের পরিষেবা বন্ধ থাকায় নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। বৃহত্তর স্বার্থে দ্রুত জল পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি জানান তাঁরা। স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য গৌতম বর্মনের দাবি, কয়েক মাস আগেই বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।

লক্ষ্মীরধামে বিকল জলাধার।

এনিয়ে পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিংয়েও আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রকল্পটি চালুর কয়েক মাসের মধ্যেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। মাঝে একবার আমার উদ্যোগে যন্ত্রাংশ মেরামত করিয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক করলেও কিছুদিন পর ফের সমস্যা দেখা দেয়। তখন থেকে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে।'

নজরদারির অভাবে অবাধে মরা গাছ চুরি

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : কোনও রক্ষণাবেক্ষণ নেই। নজরদারিও নেই। যে কারণে চুরি হয়ে যাচ্ছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারির আশ্রমপাড়ার সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের বনের মরা গাছ। গত এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে ওই বনে বিভিন্ন ধরনের পঞ্চাশটিরও বেশি গাছ মারা গিয়েছে। বেশ কিছু গাছ পড়ে গিয়েছে ঝড়ের দাপটে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের তরফে গাছগুলি আর কাটা হয়নি। সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে কাঠ চোরেরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে সেই গাছ। স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের নিরুদ্বিগ্ন ভাব অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। যদিও বিজেপির দখলে থাকা ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দে বলেন, 'ওই গাছগুলি কাটার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে প্রায় এক বছর আগে বন দপ্তরের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু অনুমতি না মেলায় গাছগুলি কাটা যাচ্ছে না।' এই ব্যাপারে মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাস জানিয়েছেন, গাছ কাটার জন্য বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে যে আবেদন করা হয়েছিল সেটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

২০০৬ সালে স্থানীয় মুজনাই নদীর পূর্ব পাড়ে শৌলমারি আশ্রম ট্যুরিজম অ্যান্ড পিকনিক সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল। সেবছরই সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল আশ্রমপাড়ার বন। বেশ কয়েক বছর পরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে উদ্যান ও বনজঙ্গলে ঢেকে যায়। অসামাজিক কাজকর্মের জন্য দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকে সেখানে। তারপর থেকেই সাধারণের যাতায়াত কমতে থাকে ওই বনে। আর এদিকে মানুষের আনাগোনা না থাকায় সুবিধা হয়েছে কাঠ চোরদের। মাঝেমধ্যেই ওই বন থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে বড় মরা গাছ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দে বলেন, 'শুধু আশ্রমপাড়ার বন নয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার বনে অনেক গাছ মরে পড়ে রয়েছে। কিন্তু বন দপ্তরের অনুমতি না মেলায় সেই গাছ কাটা যাচ্ছে না। গাছগুলি বনে নষ্ট হচ্ছে। অনেক সময় রাতের অন্ধকারে চোরেরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলি। শীঘ্রই বিভিন্ন এলাকায় সর্বদলীয় ভাবে বনরক্ষা কমিটি গড়ে তোলা হবে।'

আশ্রমপাড়ার বনের বিষয়ে তাঁর অভিযোগ, আশ্রমপাড়ায় বনরক্ষায় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি গোপাল রায় কোনওরকম সহায়তা করছেন না। তিনি শুধু মুখে বনরক্ষায় ব্যবস্থার কথা বলেন। এদিকে গোপাল রায়ের কথায়, 'বনরক্ষায় দিনেরবেলায় যতটুকু পেরেছি তদারকি করেছি। সেটা না করলে কবেই বনের গাছ শেষ হয়ে যেত!'

আশ্রমপাড়ার বনে পড়ে থাকা শিশু গাছ কেটে নিয়ে গিয়েছে চোরেরা।

নিখোঁজ পরিযায়ী

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ১৫ নভেম্বর : দিনহাটা-১ ব্লকের দ্বিতীয় খণ্ড ভাংনী গ্রামের বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর বছর ৪০-এর তপন মোদক। শ্রমিকের কাজ নিয়ে থাকেন বেঙ্গালুরুতে। গত ৮ নভেম্বর বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে ট্রেনে চাপেন। ১০ নভেম্বর রাতে তাঁর সঙ্গীরা নিউ কোচবিহার স্টেশনে নামলেও ফিরলেন না তপন। সহযাত্রীদের দাবি, তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন তিনি। ১০ তারিখ সকালে তাঁদেরই একজনের মোবাইল থেকে তিনি বাড়িতে যোগাযোগও করেছেন। তারপর দুপুরে শেষবার তাঁরা তপনকে দেখেছিলেন।

স্টেশনে পৌঁছানোর পর ট্রেনের প্রতিটা কামরায় খুঁজেও তপনকে পাওয়া যায়নি। অগত্যা বাড়ি ফিরে তাঁরা নিখোঁজের পরিবারকে সবটা জানান। সব শুনে আকাশ ভেঙে পড়েছে পরিবারের মাথায়। রেল পুলিশের কাছে গোটা বিষয় জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন নিখোঁজের স্ত্রী চন্দনা মোদক। ঘটনার পাঁচদিন কেটে গেলেও তাঁর কোনও হদিস না মেলায় দুশ্চিন্তায় পরিবারের সদস্যেরা।

শুক্রবার তপনের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, বাড়ির সকলের পাশাপাশি পড়শিদেরও কপালে চিন্তার ভাঁজ। প্যারালাইজড বাবা, স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে তপনের সংসার। বড় ছেলেও পেটের টানে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে। ছোট ছেলে নবম শ্রেণির পড়ুয়া। স্ত্রী চন্দনাও মাঝেমধ্যে দিনমজুরের কাজ করেন। তাঁরা জানালেন, 'কাজের খোঁজে কয়েক মাস আগেই বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন তপন। সেখান থেকেই তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। চন্দনা বললেন, '১০ তারিখ সকালেও একবার ফোনে কথা হয়েছিল। তারপর সন্ধ্যায় জানতে পারি যে, রামপুরহাট থেকে বোলপুর স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গা থেকে তাঁর সহযাত্রীরা তাঁর খোঁজ পাচ্ছেন না। রেল পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি।' তাঁর কাতর আর্জি, পুলিশ দ্রুত তাঁর স্বামীকে খুঁজে বের করে পরিবারের হাতে তুলে দিক। এমনকি এলাকাবাসীর কেউ যদি তপনের খোঁজ পান, যেন তাঁর সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করেন।

নিখোঁজ তপন মোদক।

> ১০ তারিখ সন্ধ্যায় জানতে পারি যে, রামপুরহাট থেকে বোলপুর স্টেশনের মাঝামাঝি সহযাত্রীরা তাঁর খোঁজ পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে রেল পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি।
>
> **-চন্দনা মোদক**
> *নিখোঁজ শ্রমিকের স্ত্রী*

ইট খসে বেহাল গোসানিমারির মুক্তমঞ্চ

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৫ নভেম্বর : নয়ের দশকের গোড়ায় গোসানিমারি কান্তেশ্বর মন্দির সংলগ্ন মুক্তমঞ্চটি তৈরি হয়। কিন্তু নির্মাণের তিন দশক কেটে গেলেও সংস্কার হয়নি মঞ্চটির। একসময় যেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হত, সেখানে এখন আর অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি সেভাবে হয় না বললেই চলে। মুক্তমঞ্চের ইট একটা একটা করে খসে পড়েছে। ইটে শ্যাওলা পড়ে গিয়েছে। টিনের ছাদে বৃষ্টির জল পড়ে বলেও অভিযোগ। কিন্তু সেদিকে প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতাদের কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মুক্তমঞ্চ সংস্কারের পাশাপাশি তার সামনের মাঠকে সাজিয়ে তুলে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। রমেন বর্মন নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'আগে প্রচুর অনুষ্ঠান হত এই মঞ্চে। মঞ্চের বেহাল দশার কারণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেভাবে নজরে আসে না। নেতা-মন্ত্রীরা তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচি করলেও মঞ্চটি ঠিক করে দেওয়ার কথা কারও মনে থাকে না।' একই দাবি আরেক স্থানীয় বাসিন্দা মিনতি রায়েরও।

গোসানিমারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মানিকচন্দ্র বর্মনের বক্তব্য, 'মুক্তমঞ্চটি সংস্কার করতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিতে আবেদন জানাব। অনুমোদন মিললেই আশা রাখছি অতিদ্রুত সেটিকে নতুনভাবে সংস্কার করে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে তুলে দিতে পারব।'

দিনহাটা-১ ব্লকের তৃণমূল নেতা সুধাংশু রায় বলেন, 'অতি সত্বর বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে পদক্ষেপ করার দাবি করব।'

বাম আমলে ১৯৯২ সালে জেআরওয়াই প্রকল্পে গোসানিমারি কান্তেশ্বর মন্দিরের গা ঘেঁষে মুক্তমঞ্চ তৈরি হয়েছিল। মঞ্চকে ঘিরে রয়েছে সুবিশাল মাঠ। সেখানে এলাকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হত। মঞ্চটি সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়েছে। এখন আর মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চিত্র সেভাবে নজরে আসে না। মঞ্চের একটা একটা করে ইট খসে পড়ছে বলে অভিযোগ। কিন্তু নজর নেই প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতাদের।

মুক্তমঞ্চটি গোসানিমারি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একমাত্র মুক্তমঞ্চ। এই মুক্তমঞ্চের ওপর নির্ভর করত স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের অনুষ্ঠান। তবে এখন সেটি দেখলে মনে হবে পোড়োবাড়ি। গোসানিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোসানিমারি হাইস্কুলের সম্মুখে মুক্তমঞ্চটি রয়েছে। সিতাই-দিনহাটা যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাও এটি। অতি দ্রুত মুক্তমঞ্চ সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

মুক্তমঞ্চ নিয়ে সিপিএম নেতা শুভ্রালোক দাস অভিযোগের সুরে বলেন, 'এলাকার সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন মানুষের কথা চিন্তা করেই মুক্তমঞ্চটি তৈরি করা হয়েছিল। মঞ্চটি অবহেলায় নষ্ট হওয়ার সঙ্গে গোসানিমারির গৌরবও নষ্ট হচ্ছে। দ্রুত মঞ্চটি সংস্কারের দাবি করছি।'

গোসানিমারির বেহাল মুক্তমঞ্চ।

চোখ পরীক্ষা শিবির

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল চোখ পরীক্ষা শিবির। শিলিগুড়ির একটি সংস্থার চক্ষু বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে এলাকার প্রায় ১৮৭ জন তাঁদের চোখ পরীক্ষা করান। আয়োজকদের তরফে মনোজ বাসফোরের বক্তব্য, 'যাঁদের ছানি ধরা পড়েছে তাঁদের কয়েকজনকে দ্রুত সংস্থার গাড়িতে শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়ে ছানি অপারেশন করানো হবে। আর বাকি ছানির রোগীদের ২৩ নভেম্বর শিলিগুড়ি নিয়ে গিয়ে ছানি অপারেশন করানো হবে।' শিবিরে চোখ দেখাতে আসা রোগীদের মধ্যে প্রায় ৪০ জন দুঃস্থ রোগীর মধ্যে এদিন বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। ক্লাবের এহেন উদ্যোগে খুশি দেবু বর্মন, আমিনা বেওয়া, শেফালি বর্মন সহ অনেকেই।

উজানিয়া উৎসব

পারডুবি, ১৫ নভেম্বর : প্রতি বছরের মতো এবারেও আগামী ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে উজানিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার রাতে এক বৈঠকের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের দিন, কমিটি গঠন সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। উৎসব কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা তথা লোকসংস্কৃতির গবেষক মহেশ রায় জানিয়েছেন, এবছর সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন কোচ রাজ বর্মন। সভাপতি বিবেক বর্মন, কোষাধ্যক্ষ জয়ন্ত বর্মন মনোনীত হন। এবছরের বাজেট প্রায় আট লক্ষ টাকা।

শনিবার, ৩০ কার্তিক ১৪৩১, ১৬ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৭৭ সংখ্যা

বুলডোজারের ভবিষ্যৎ

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দর্পচূর্ণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। যে বুলডোজার যোগী সরকারের প্রতীক বলে প্রচার করা হচ্ছিল, তার চাকা মাটিতে আটকে দিয়েছে বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ। কারও বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ ওঠামাত্র অতিতৎপরতার সঙ্গে বুলডোজার দিয়ে অভিযুক্তের বাড়িঘর ভেঙে ফেলায় বাধা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পুলিশ ও প্রশাসন বিচার বিভাগের ভূমিকা নিতে পারে না।

আদালতের মতে, কেউ অপরাধ করলেই তার বাড়িঘর ভেঙে ফেলার অধিকার সরকারের নেই। বুলডোজার ব্যবহার করে অভিযুক্তদের বাড়িঘর ভাঙা ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। সুপ্রিম কোর্টের এহেন রোষাগ্নির মুখে যোগী-রাজ্য সাফাই দিচ্ছে, সরকার কখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করে না। শুধু অবৈধভাবে দখল করা সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বুলডোজার চালানো হয়। সেক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্ট মনে করিয়ে দিয়েছে, চাইলেই হয় না, অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কিছু নিয়ম আছে।

কমপক্ষে ১৫ দিনের শোকজ নোটিশ না দিয়ে কোনও নির্মাণ ভাঙা যাবে না বলে নির্দেশিকাও দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, বুলডোজার ব্যবহারে তথাকথিত ন্যায়বিচারের পথে হেঁটেছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারও। বিজেপি বুলডোজারকে কার্যত ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছে। ইদানীং যোগী সরকারের 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' স্লোগানের পিছনে একধরনের কর্তৃত্ববাদী চেহারা ফুটে উঠেছে।

বুলডোজার দিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙা সবসময় বেআইনি নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে যে কায়দায় তার ব্যবহার হচ্ছে, সেটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ভারতীয় আইন নির্দোষ কারও ওপর শাস্তির খাঁড়া নামানোর ঘোর বিরোধী। অথচ বুলডোজার দিয়ে অভিযুক্তের বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার পরিবারকে রাতারাতি রাস্তায় বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যদিও বিজেপি অপরাধদমনে যোগীর পদক্ষেপগুলিকে সঠিক বলে প্রচার করে। তাই অভিযুক্তদের পাশাপাশি সমালোচক, বিরোধীদের ওপরও বুলডোজার নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী বিজেপি। সুপ্রিম কোর্ট মনে করিয়ে দিয়েছে, মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের টেনেহিঁচড়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়াটা ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র এবং তা সমর্থনযোগ্য নয়, আইনসম্মতও নয়। কেন না, বাসস্থানের অধিকার নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার।

বিচারপতিদের স্পষ্ট উচ্চারণে এই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা অসাংবিধানিকও বটে। অপরাধীদেরও সাংবিধানিক অধিকার থাকে। কে দোষী আর কে দোষী নন, সেটা বিচারের দায়িত্ব শুধু বিচারকের। অন্য কেউ সেটা ঠিক করতে পারেন না। কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের এই কথাগুলি মেনে চলা হবে কি না, তা অবশ্য অনিশ্চিত। কারণ গত ১০ বছরে বারেবারে আদালতের নির্দেশ এড়ানো বা লঙ্ঘনের সাক্ষী হয়েছে দেশ।

দেশের আইনকানুনের প্রতি আস্থাশীল হলে ওই ধরনের চটজলদি বিচারের কথা ভাবাই যায় না। আইনবিরুদ্ধ এমন তৎপরতার পিছনে অন্য কিছু নয়, আছে যেনতেনপ্রকারেণ ইতিহাসে নিজেদের নাম খোদাই করার মরিয়া চেষ্টা। কোনও কিছু ভাঙার তুলনায় গড়া অনেক কঠিন। বুলডোজার-রাজ ঠিক তার উলটো পথে হাঁটে। তাই কখনও অপরাধীদের দমনে ঠোক দো উচ্চারিত হয়। আবার কখনও বুলডোজার নীতি গ্রহণ করা হয়।

ক্ষমতায় বসে থাকলেই কেউ যাবতীয় নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে চলে যায় না। তড়িৎগতিতে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার নামে অবলীলায় আইন ভাঙা তাই সুশাসনের পরিচয় হতে পারে না। যোগী আদিত্যনাথ ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের এহেন আইন লঙ্ঘনের শাসন যে আগাগোড়া ভুলে ভরা, সুপ্রিম কোর্ট সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

ওঁরা কীভাবে বেঁচে, আমরা জানি না

সম্প্রতি অবাক করা দুটো খবর সাড়া ফেলেছে। নারী, শিশু ও গরিবের সমস্যা লাতিন আমেরিকা-আফ্রিকাতেও কম নয়।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দুটো দেশের দু'রকম দুটো খবর পড়ার পর চুপ করে বসে থাকি। খবর দুটো সত্যি তো? ঠিকঠাক পড়েছি তো?

দুটো দেশই খেলার সূত্রে আমাদের সবার অতি চেনা। ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে একটা দেশের ফুটবলারদের নাম, একটা দেশের ক্রিকেটারদের নাম।

এই এত চেনা দেশ এত অসংবেদনশীল হয়ে উঠল কী করে? মানবাধিকার লঙ্ঘন সেখানে কোনও ব্যাপারই নয়?

একটা দেশ আর্জেন্টিনা, অন্যটা দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রথমে আর্জেন্টিনার খবর বলি। সে দেশটাকে বলা হত সামাজিক দিক দিয়ে লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে প্রগতিবাদী দেশ। মারাদোনা-মেসির দেশ এখন সম্পূর্ণ উলটো পথে হাঁটছে দক্ষিণপন্থী পার্টির নেতা খাভিয়ের মিলেই প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর।

কী ব্যাপার? আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন ফেমিনিজম হল হাস্যকর এক লড়াই। ঠিকঠাক ভাষণ উদ্ধৃত করলে বলতে হবে, 'নারীবাদ হল পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে অস্বাভাবিক লড়াই লাগানোর প্রবণতা'। এবং পরবর্তী ঘোষণা, টিনএজারদের গর্ভপাত আসলে এক ধরনের খুন। মিলেই ধীরে ধীরে সেই সরকারি প্রকল্পগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছেন, যা আসলে নারী-পুরুষ সমানাধিকারের কথা বলত। নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো কাগজে বিশাল প্রবন্ধে বলা হয়েছে, সারা দেশজুড়ে নাবালিকাদের গর্ভবতী হওয়া আটকাতে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের অনেকেরই চাকরি গিয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সরকারিভাবে জন্মনিরোধক পিল বিতরণের কাজ।

অবিশ্বাস্য, না?

আর একটা অবিশ্বাস্য গল্পও শুনে নেওয়া যাক।

দক্ষিণ আফ্রিকার নর্থ-ইস্ট প্রভিন্সে একটা সোনার খনিতে আটকে পড়েছে হাজারখানেক মানুষ। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, আলিবাবার গল্পে চিচিং ফাঁকের মন্ত্র ভুলে যাওয়ার মতো। বেচারারা ঢুকেছিল খনির গভীরে। কাউকে কিছু না জানিয়ে। বেআইনি পথে। আর বেরোনোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না।

সরকার জানিয়ে দিয়েছে, তারা আর খনির গহ্বর থেকে কাউকে উদ্ধার করবে না। আটকে পড়া মানুষগুলোর আত্মীয়রা জল এবং খাবার পাঠাচ্ছিল। পুলিশ সব আটকে দিয়েছে। বুঝতেই পারছেন, কী ভয়াবহ পরিস্থিতি। গলিত কিছু দেহ বেরোচ্ছে। বাইরের জনতা উত্তেজিত। ততটাই নিরুত্তাপ সরকার।

সরকারি মন্তব্য শুনবেন? ওখানকার এক মন্ত্রী বলেছেন, 'যারা ঢুকেছে, তারা সব অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। অবৈধভাবে ঢুকেছে সোনা চুরি করে আনার জন্য। সরকার তাদের বের করে আনার জন্য কোনও চেষ্টা চালাবে না।' দক্ষিণ আফ্রিকায় বেআইনিভাবে সোনা পাচার দিনকে দিন বাড়ছে। লক্ষ লক্ষ ডলার ক্ষতি হচ্ছে সরকারের। এই যুক্তিতেই ভেতরের অসহায় মানুষকে সাহায্য করা হচ্ছে না।

আমরা প্রতিদিনই পড়ি ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধের খবর। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের খবর শুনতে শুনতে মনে হয়, এ ব্যাপারটা কি চিরকাল চলবে? বাংলাদেশ ধীরে ধীরে ধর্মান্ধদের হাতে চলে যাচ্ছে শুনলে মন খারাপের বাতাস বয়। আফগানিস্তানে মেয়েদের দুর্দশার খবর শুনে অসহায় মনে হয় নিজেকে। কিন্তু এর বাইরের বিশাল পৃথিবীতেও যে কত অনাচার চলছে, তা জানা হয় না। আর্জেন্টিনা বা দক্ষিণ আফ্রিকার খবর দুটো আমাদের পিছিয়ে নিয়ে ফেলে অনেক আলোকবর্ষ দূরে। আমরা কি এবার তা হলে ধীরে ধীরে পিছনের দিকে চলে যাব?

আর্জেন্টিনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, দুটো দেশই তাদের মহাদেশে ভাবনাচিন্তায় এগিয়ে থাকা নামগুলোর একটা। চে গেভারা বা নেলসন ম্যান্ডেলার দেশকে আমরা অনুন্নতই বা বলব কী করে? দুটো দেশেই স্বাধীনতার সংগ্রাম গোটা বিশ্বের কাছে অনুপ্রেরণার। সেই সংগ্রামে লড়াকু মানুষগুলোর প্রত্যেকের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস, একটা সিনেমা হতে পারে। সেখানে যখন এই জাতীয় ঘটনা ঘটে, তখন নিজের ওপর বারবার অবিশ্বাস জন্মায়। এটা ঠিক, এটা কি ঠিক? মেয়েদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা যায়? এমন ব্যবহার করা যায় গরিব দুঃখী অসহায় মানুষদের সঙ্গে?

কোথায় পড়লাম মনে পড়ছে না, সম্ভবত নিউ ইয়র্ক টাইমসেই- এবার মিলেইয়ের আমলে আর্জেন্টিনায় প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে 'হল অফ উওমেন' নামটা পালটে ফেলা হয়েছে। নতুন নাম হয়েছে হল অফ আর্জেন্টাইন হিরোজ। সেই ঘরে দেশের বিশিষ্ট নারী চরিত্রদের ছবি টাঙানো ছিল দেওয়ালে। ছবিগুলো সব ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে টাঙানো হয়েছে দেশের প্রাক্তন পুরুষ প্রেসিডেন্টদের ছবি। খরচ কমানোর যুক্তি দেখিয়ে আর্জেন্টিনার নতুন প্রেসিডেন্ট বেশ কিছু মন্ত্রক তুলে দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা হল মহিলাদের মন্ত্রক।

ঠিক এক বছর আগের নভেম্বরে একইসঙ্গে ক্ষমতায় এসেছিলেন দুই চরম দক্ষিণপন্থী নেতা- আর্জেন্টিনার মিলেই এবং নেদারল্যান্ডসের গির্ট ওয়াইল্ডার্স। তখন ইন্টারনেটে ঘুরছিল নানারকম মিম এবং একটা প্রশ্ন। চরম দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে কি অদ্ভুত হেয়ারস্টাইলের কোনও মিল রয়েছে? মিলেই, ওয়াইল্ডার্স- দুজনেরই চুলের স্টাইল অন্যরকম। একেবারে ট্রাম্প বা বরিস জনসনের মতো।

ট্রাম্প ফিরে আসায় বিশ্বজুড়ে যেসব নেতাদের লাভ হয়েছে, মুখে হাসি ফুটেছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইজরায়েলের নেতানিয়াহু, ভারতের মোদি, তুরস্কের এর্দোগান, সৌদির মহম্মদ বিন সলমান, ইতালির মেলোনি, উত্তর কোরিয়ার কিম, হাঙ্গেরির ওরবান। এবং অবশ্যই আর্জেন্টিনার মিলেই। অবাক হবেন, ট্রাম্প ফেরায় মস্কোয় পুতিনও খুশি। কৌতূহল থাকছে, মহিলাদের নিয়ে মিলেইয়ের মন্তব্য ট্রাম্প-মোদি-পুতিনরা কতটা অনুমোদন করবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যাটা একটু আলাদা। স্টিলফনটেইন নামে যে জায়গায় খনির মধ্যে কয়েক হাজার লোক আটকে, সেখানে অনেক বিদেশিও রয়েছেন। বিশেষ করে মোজাম্বিক ও লেসেথো, দুই দেশের। এই লোকগুলোকে স্থানীয়রা বলেন, জুলু জুলু। মানে কী? যাঁরা যে কোনও সুযোগেই ঝোপ বুঝে কোপ মারে। সরকারের বক্তব্য, এই লোকগুলোর জন্যই সরকারের বছরে কয়েক লক্ষ ডলার ক্ষতি হয়। অনেক খনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, চাকরি গিয়েছে অনেকের। এই অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়াটাই অন্যায় হবে।

আফ্রিকায় কেনিয়া বা তাঞ্জানিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরতে বেরোনোর জন্য প্রচুর বিদেশি আকুল। অনেক বাঙালি বন্ধুও ঘুরে এসে প্রশংসা করছেন সেখানকার ছবির মতো জঙ্গলের। পর্যটনই পারে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, এই ভাবনা থেকে গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন বা মালওয়ির মতো দেশ চেষ্টা করছে ইউরোপিয়ান সার্কিটে নিজেদের তুলে ধরার। তবু আফ্রিকার মধ্যে এমন আফ্রিকা লুকিয়ে রয়েছে, যা পঞ্চাশ বছর আগে পড়ে।

সুদান, দক্ষিণ সুদানে গৃহযুদ্ধের শেষ নেই। সম্প্রতি লন্ডনের পরিচিত সংস্থার এক সমীক্ষা বলছে, গত এক বছরে শুধু খার্টুম রাজ্যেই মারা গিয়েছেন ৬১ হাজার লোক। ১৯ মাস ধরে সেখানে তৈরি হয়েছে বিশ্বের ভয়ংকরতম মানবিক সমস্যা। দুর্ভিক্ষ, অজানা রোগে উধাও হচ্ছে মানুষ। বাকি পৃথিবী তার খোঁজও রাখে না সেভাবে। দেশজুড়ে এমন বিশৃঙ্খলা, ঠিক কত লোক মারা গিয়েছেন, তার হিসেব নেই সেখানে।

দক্ষিণ সুদানে ভাবতে পারেন, ডামাডোলের ভিতরে অধিকাংশ জলাশয়ের জল পানের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। বন্যার জন্য ভেসে গিয়েছে দেশ, আর জলের মধ্যে মিশে গিয়েছে তেল। খেলেই কাশি এবং নানারকম রোগ অনিবার্য। তবু লোকে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সেই জলই পান করছেন। নাইজিরিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এত ভয়ংকর হল, প্রথমে খরায় নষ্ট হল অসংখ্য খেত, তারপর বন্যায়।

কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও খরা, কোথাও বন্যা, কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন, কোথাও বা বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। ইরিট্রিয়ার মতো ছোট দেশে সাংবাদিক ডাউইট ইসাক কোনও ট্রায়াল ছাড়াই জেলবন্দি হয়ে আছেন ২৩ বছর। তাঁর সুইডিশ পাসপোর্টও রয়েছে। অথচ তাঁকে মানবাধিকারের এক পুরস্কার দেওয়া ছাড়া সুইডেন কিছু করতে পারেনি।

ওদিকে আবার ইকোয়েটোরিয়াল ঘানায় প্রেসিডেন্টকে বাঁচানোর জন্য রাশিয়া সেদেশে পাঠিয়েছে ২০০ বিশেষ সেনা। তারা দেশের সেনাদের বিশেষ ট্রেনিং দিচ্ছে। রাশিয়া এই কাজটা করছে অগাস্ট থেকে। লক্ষ্য আর কিছুই না, আফ্রিকা মহাদেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা।

বিবিসির ওয়েবসাইটেই পড়লাম, বারকিনা ফাসো দেশটার তরুণ ফুটবলাররা ম্যাচের আগে রাশিয়ার জাতীয় সংগীত শোনে। গ্রাফিতি ফেস্টিভালে দেওয়ালে আঁকা হয় পুটিনের ছবি। রাশিয়ার প্রাথমিক লক্ষ্য তিনটি মিলিটারি শাসিত দেশ মালি, নাইজার ও বারকিনা ফাসোতে প্রভাব বিস্তার। তারা এজন্য টোপ দিচ্ছে সাংবাদিক, ইনফ্লুয়েন্সার ও ছাত্রদের। প্রয়োজনে নিখরচায় ঘুরিয়ে আনছে মস্কোয়। তিন দেশেই সম্প্রতি মিলিটারি কিউ হয়েছে। ইসলামি মৌলবাদীদের দাপট কমছে না। রাশিয়া তাদের সঙ্গে নানারকমের চুক্তি করেছে।

এসব দেখে কি ট্রাম্প চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলে হয়ে বসে থাকবেন? বাইডেন যেমন আফ্রিকায় ২২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছিলেন, ট্রাম্প ওদিকে যাওয়ার বান্দা নন। বরং আগে প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ছাপার অযোগ্য কথা বলেছিলেন, আফ্রিকার কিছু দেশ নিয়ে। ক্ষমতায় থাকার সময় তিনি নাইজিরিয়াকে সাহায্য করেছিলেন বোকো হারামের মতো জঙ্গি সংগঠনকে তাড়ানোর জন্য। যারা ১৫ বছর ধরে নাইজিরিয়ায় সক্রিয় ছিল।

অর্ধেকের বেশি দুনিয়ার খবর রাখি না আমরা। আমরা জানি না, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষ কত জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে আছেন।

কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও খরা, কোথাও বন্যা, কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন, কোথাও বা বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। ইরিট্রিয়ার মতো ছোট দেশে সাংবাদিক ডাউইট ইসাক কোনও ট্রায়াল ছাড়াই জেলবন্দি হয়ে আছেন ২৩ বছর। তাঁর সুইডিশ পাসপোর্টও রয়েছে। অথচ তাঁকে মানবাধিকারের এক পুরস্কার দেওয়া ছাড়া সুইডেন কিছু করতে পারেনি।

আজ

১৯৩০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাঁতারু মিহির সেন।

১৯৭৩

প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন তারকা পুল্লেলা গোপীচাঁদের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

একজন ফুলটাইম প্রেসিডেন্ট নেই। সুকান্ত মন্ত্রিত্ব সামলাবেন না এখানে সামলাবেন। শুভেন্দু পারফরমার। বিজেপিতে এখন নানা সাংগঠনিক সমস্যা। মজবুত সভাপতি দরকার। আমি চাই, শুভেন্দু অধিকারী সভাপতি হোন।

- তথাগত রায়

ভাইরাল/১

মোবাইল অন্তপ্রাণ। সিঙ্গাপুরে এক তরুণী মোবাইলে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। একটি গাড়ি ধাক্কা মারলে তিনি ছিটকে কয়েক মিটার দূরে পড়েন। গাড়িচালক ছুটে যান। মেয়েটি উঠে নিজের দিকে নজর না দিয়ে মোবাইলের ক্ষতি হয়েছে কি না দেখতে থাকেন।

ভাইরাল/২

বাস্তবে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব যেন জয়-বীরুকেও হার মানাচ্ছে। একসঙ্গে আইসক্রিম খাচ্ছেন, বাইক চালাচ্ছেন, ঘোড়ায় চড়ছেন ট্রাম্প ও বাইডেন। মাছ ধরা থেকে ক্যাসিনো চুটিয়ে উপভোগ করছেন দুই মহারথী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তৈরি ভিডিওটি ভাইরাল।

উত্তরের পাঁচালি

আসুক প্রচারে

রাসকে কেন্দ্র করে কোচবিহার সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা এখন উৎসবমুখর। বৈরাগিদিঘির পাড়ের মদনমোহনবাড়িকে কেন্দ্র করেই রাসমেলা হয়। তবে অনেকেরই অজানা কোচবিহার শহরের বুকেই রয়েছে আরও একটি মদনমোহনবাড়ি। যা 'ছোট মদনমোহনবাড়ি' হিসেবেই পরিচিত। রাস উৎসবের সময় এই মদনমোহনবাড়িটিও সেজে ওঠে। রাসমেলা মাঠের দক্ষিণদিকের কোনায় রয়েছে কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ এস্টেটের এই ঠাকুরবাড়ি। তদারকির অভাবে বহু বছর এখানে তেমন কোনও আড়ম্বর ছিল না। তবে ২০০৬ সাল থেকে রাসমেলার সময় এই ঠাকুরবাড়িও জমজমাট হয়ে ওঠে। এখানে মদনমোহন, শিবলিঙ্গ রয়েছে। রাসমেলায় বেড়াতে এসে অনেক পুণ্যার্থীই এখানে একবার হলেও আসেন। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ১৯৩০ সালের ৮ নভেম্বর প্রয়াত হন। তিনি উইল করে নিজের কিছু সম্পত্তি চিহ্নিত করে তার নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনকে উৎসর্গ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মন্দির তৈরি করে বাড়ির বিগ্রহগুলির নিত্যপুজো হোক, এরকমটাই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন উইলে। পরবর্তীতে কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির পাশে বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করা হয়। সেই মন্দিরই এখন 'ছোট মদনমোহনবাড়ি' নামে পরিচিত। এবারে রাসমেলা চালকালীন ছোট মদনমোহনবাড়িকে আরও বেশি করে প্রচারের আলোয় আনার দাবি উঠেছে। **–শিবশংকর সূত্রধর**

উজ্জ্বল।। কোচবিহারে ছোট মদনমোহনবাড়ি।

ফিরুক গরিমা

মালদার গোলাপট্টি এলাকা। দুর্গাদেবী দীনবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানেই রয়েছে। ভবনের ফলকে ১৯০০ সালের উল্লেখ রয়েছে। সেই সময় অখণ্ড বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষিতরা ইংরেজবাজার শহরে আসতেন। চাকরি পেয়ে মালদা শহর সপরিবারে থাকতেন। তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার তাগিদে সেই সময় গোলাপট্টিতে গড়ে তোলা হয় একটি পাঠশালা। সেই পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন মালদা শহরের আদি শিক্ষাগুরু দীনবন্ধু চৌধুরী। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। নানা গুণের অধিকারী। রাগ সংগীতে পারদর্শী, ভালো এসরাজ বাজাতেন। তাঁর কাছে শিক্ষিত হয়ে অনেকেই চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, অধ্যাপক, সাহিত্যিক তৈরি হয়েছিলেন। দীনবন্ধুর পরে দুর্গাদেবী দীনবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন সুবোধচন্দ্র বোস। তাঁর হাত ধরেও মালদার বহু মানুষ আজ প্রতিষ্ঠিত। নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে মালদার নাম উজ্জ্বল করেছেন। সাতের দশকে এই স্কুল ভবনটি দ্বিতল হয়। তবে আজ স্কুলের গরিমা অনেকটাই কমেছে। আর চারটা সরকারি স্কুলের মতো শহরের তথাকথিত ভালো পরিবারের সন্তানরা এখানে ভর্তি হয় না। টিমটিম করেই প্রদীপ জ্বলছে আদি শিক্ষালয়ের। হাল ফেরাতে উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবি জোরালো হয়েছে। **–সৌরভ ঘোষ**

নজরে।। মালদা শহরে দুর্গাদেবী দীনবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উত্তরবঙ্গ নিয়ে সঠিক জানব কবে?

অনেকেই আছেন, যাঁরা ঘুরে বেড়াতে চান। অথচ উত্তরবঙ্গ জানেন না, দক্ষিণবঙ্গও জানেন না। বাংলাকেই চেনেন না।

শৌভিক রায়

'দার্জিলিং আর সিকিম ছাড়া দেখার আর কী কী আছে উত্তরবঙ্গে?' সমাজমাধ্যমে বেড়ানোর এক গ্রুপে এরকম একটি প্রশ্ন দেখে চমকে উঠলাম। রাগ হল। খানিকটা দুঃখও। তবে অবাক হইনি। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে আমাদের অনেকের জানার পরিধি এটুকুই। রাজ্যের উত্তরে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস করেন। এখানে বহু প্রাচীন জনপদ আছে। কিন্তু সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। এই শ্রেণির মানুষের কাছে এই রাজ্য একটি ছোট্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তার বাইরে আর কিছু নেই। ফলে এই জাতীয় হাস্যকর প্রশ্ন ঘুরপাক খায় অনেকের মনেই। যাঁরা উত্তরবঙ্গ জানেন না, তাঁরা দক্ষিণবঙ্গও জানেন না।

অন্য রাজ্যের মানুষ বাঙালি বুঝে প্রথমেই জানতে চান, কলকাতা থেকে গিয়েছি কি না। খুব স্বাভাবিক সেটা। রাজ্য রাজধানী হল কলকাতা। একসময় শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতিতে সেরা শহর ছিল। ছিল দেশের রাজধানীও। সমৃদ্ধ তার অতীত। ফলে বাইরের লোক পশ্চিমবঙ্গ বলতে কলকাতা বুঝলে, খুব কিছু অবাক হওয়ার ব্যাপার নেই। কিন্তু যখন এই রাজ্যে জন্মানো ও বড় হয়ে ওঠা কেউ কোচবিহার বলতে 'বিহারের কোথায়' বা 'অসমে তো, তাই না' জাতীয় প্রশ্ন করেন তখন রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। আমাদের শিক্ষাকার্যক্রম এতটাও খারাপ নয় যে, পড়ুয়াদের রাজ্যের জেলা সম্পর্কে পরিচিত করানো হয় না! প্রশ্ন জাগে, আমরা কি আদৌ পড়াশোনা করেছি?

অনেকেরই ধারণা উত্তরবঙ্গ বোধহয় নির্দিষ্ট কোনও একটি জায়গা। হয়তো শ্যামবাজার থেকে গড়িয়া তার এলাকা। কিন্তু মালদাও উত্তরবঙ্গে, আবার দিনহাটাও তাই। দূরত্ব? প্রায় দশ ঘণ্টা। ট্রেনে রীতিমতো রিজার্ভেশন করে যাতায়াত করতে হয়। এই জাতীয় কথা আসলে নিজেদের দৈন্য দশার প্রকাশ। নিজের রাজ্য ও দেশকে না জানার উদাহরণ। কিন্তু এর ফলে যে জায়গায় জন্মালাম, যেখানকার আলো, বাতাসে বড় হয়ে উঠলাম, সেই জায়গা ও তার মানুষকেই পরোক্ষভাবে অপমান করা হল। সেটা আমরা বুঝি না। অজ্ঞতা আমাদের এতটাই।

কিছুদিন আগে এক নামী পত্রিকায় একটি উপন্যাস চমকে দিয়েছিল। সেখানে লাটাগুড়িতে অসুস্থ হওয়া মানুষকে চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসা হচ্ছিল। অথচ জলপাইগুড়ি লাটাগুড়ির কাছে। শিলিগুড়িও। খুনিয়া মোড় থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই কোনও কোনও চরিত্র পৌঁছে যাচ্ছিল সংকোশে। স্থানজ্ঞানহীন লেখক ভাসা ভাসা ভাবে লিখছিলেন। বিস্ময়ের কথা, সেই পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর এই ভুলগুলি ধরিয়েও দেওয়া হয়নি। বরং 'উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস' ভেবে শ্লাঘা বোধ করেছিল তারা। আবার এক বিখ্যাত সংস্থার বিজ্ঞাপনেও দেখেছি কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর ইত্যাদি জায়গার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও তাদের শাখা আছে। কী বুঝবেন? উত্তরবঙ্গের কোথায়? রায়গঞ্জে? মালবাজারে? উত্তর অজানা।

আমরা উত্তরের মানুষের অনেকেরও নিজেদের জায়গা নিয়ে সঠিক ধারণা নেই। অনেকেই মনে করেন, ডুয়ার্স মানে দার্জিলিং আর সিকিম। কিন্তু ডুয়ার্সের সঙ্গে এদের কারও কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা জানি না। একটি সময় অসম ডুয়ার্স ও বেঙ্গল ডুয়ার্স বলে বিভাজন ছিল। জানি না তাও।

ভূগোল ও ইতিহাস জ্ঞানহীন তাই বেড়েই চলেছি আমরা। দেখা ও জানার আনন্দ থেকে, দেখানো ও জানানো আজকালকার ট্রেন্ড। আর সেটিই আমাদের ট্র্যাজেডি।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৮৯

পাশাপাশি : ১। জনবসতিপূর্ণ স্থান ৩। অন্তঃপুর, অন্দরমহল ৫। কৌতুকে উপবাস ৭। পুরাণের পাঠক, বক্তা ৯। কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ ১১। ভণ্ড, ধার্মিকতার ভানধারী ১৪। ধীবরের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভজাত বাঙালি জাতিবিশেষ ১৫। কৃষ্ণসারের চামড়া।

উপর-নীচ : ১। সপ্তলোকের অন্যতম ২। দশদিনব্যাপী উৎসব ৩। শিশুর ভাষায় বাঘের ডাক ৪। দেবালয়, উপাসনা গৃহ ৬। ঘুরে ঘুরে পাহারা ৮। থেমে থেমে চলা ১০। আলিঙ্গন করে গলা জড়িয়ে ধরেছে এমন ১১। চিত্রকর, রঞ্জন শিল্পী ১২। রঙ্গ, রঙ্গ দেখাবার জন্য দৌড়াদৌড়ি বা নাচগান, কৃত্রিম বা কপট ঝগড়া ১৩। ধমক দেওয়া, ভর্ৎসনা করা।

সমাধান ■ ৩৯৮৮

পাশাপাশি : ১। গুড়ুম ৩। পুত ৫। নোনা ৬। মকাই ৮। শম্বর ১০। বাচিক ১২। গজাল ১৪। আজা ১৫। বীর ১৬। লগুড়।

উপর-নীচ : ১। গুড়াকেশ ২। মনোহর ৪। তনিকা ৭। ইন্দু ৯। ঠগ ১০। বাগজাল ১১। কড়মড় ১৩। জাহ্নবী।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিশেষ ট্রেন

রবিবার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার জন্য হাওড়া ও ব্যান্ডেলের মধ্যে একজোড়া বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। হাওড়া থেকে সকাল ৭টা ৫ মিনিটে ট্রেনটি ছাড়বে।

কাউন্সিলারের কীর্তি

বৈদ্যবাটী পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পৌষালি ভট্টাচার্য ও তাঁর অনুগামীরা বাড়ি বাড়ি কার্তিক ঠাকুর ফেলে পুরসভার প্যাডে লিখে দিয়েছেন পুরসভা অনুমোদিত। শুরু বিতর্ক।

উদ্ধার গয়না

শুক্রবার বিশেষ তল্লাশির সময় হাওড়া স্টেশনে গয়াগামী ট্রেনের এক যাত্রীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপোর গয়না এবং নগদ টাকা উদ্ধার করল আরপিএফ।

প্রতারণা

চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। নদিয়ার গোপীনগর এলাকায় এক গৃহবধূকে চাকরি দেওয়ার নামে ৩২ লক্ষ টাকা নেন তিনি।

লটারি দুর্নীতিতে ইডি'র তল্লাশিতে উদ্ধার ৩ কোটি টাকারও বেশি

ফের টাকার পাহাড় মহানগরে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : লটারি দুর্নীতি কাণ্ডে হানা দিয়ে কলকাতার এক আবাসন থেকে উদ্ধার হল ৩ কোটিরও বেশি টাকা। টাকা গুনতে ইডির তরফে মেশিন আনা হয়। এর আগে এমন টাকার পাহাড়ের হদিস হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতার ফ্ল্যাটে। লটারি দুর্নীতি নিয়ে দেশজুড়ে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে তদন্ত আধিকারিকরা। শুক্রবার রাজ্যের সাতটি জায়গায় তল্লাশি চালান ইডির আধিকারিকরা। হিসাববহির্ভূত টাকার উৎসের সন্ধান পেয়ে দক্ষিণ কলকাতার লেক মার্কেটের কাছে এক লটারি সংস্থার অফিসে হানা দেয় ইডি। তখনই ওই আবাসনে বিপুল টাকার হদিস পান তদন্তকারীরা। তারপরই ওই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

চলতি মাসে লটারিতে দুর্নীতির যোগসূত্রতে দেশজুড়ে তল্লাশি শুরু করেন ইডি আধিকারিকরা। তদন্ত সূত্রে এই রাজ্যেও হানা দেয় ইডির দল। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যের ২০টি ঠিকানায় তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। কয়েক হাজার কোটি টাকার অবিক্রিত টিকিট উদ্ধার করা হয়েছে। কলকাতা ও দিল্লির তদন্তকারী দল যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। সূত্রের খবর, কেরল ও কলকাতার বিশেষ সিবিআই আদালতে লটারি দুর্নীতিতে অভিযোগ দায়ের করে মামলা হয়েছে। সেই সূত্রে আবার লটারি দুর্নীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন তদন্তকারীরা।

এদিনও সকাল থেকে অভিযান শুরু করে ইডি। মহিষবাথান, মাইকেল নগর, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, লেক মার্কেট সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর, অবিক্রিত টিকিটের মধ্যে পুরস্কার ঘোষণা হত, সেই টিকিট বিক্রি হয়ে হিসেবে দেখানো হত। আদতে যিনি জিতেছেন তিনি ওই সংস্থারই লোক। টাকা ঘুরে সংস্থার কাছেই যেত।

বাজেয়াপ্ত

- শুক্রবার রাজ্যের সাতটি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি
- হিসাববহির্ভূত টাকার উৎসের সন্ধান পেয়ে লেক মার্কেটের কাছে এক লটারি সংস্থার অফিসে হানা দেয় তারা
- তখনই ওই আবাসনে বিপুল টাকার হদিস পান তদন্তকারীরা
- তারপরই ওই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়

এমনকি প্রভাবশালীরাও লটারির টিকিট জিততেন। এর মাধ্যমে কালো টাকাকে ঘুর পথে সাদা হিসেবে দেখানো হত। নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে কোন সংস্থা কত টাকা চাঁদা দিয়েছে সেই সংক্রান্ত তথ্য পেশ হওয়ার পর দেখা যায় একটি সংস্থা সবথেকে বেশি চাঁদা দিয়েছে। যে সংস্থার কর্ণধার সান্টিয়াগো মার্টিন। তিনি পাঁচ বছর ধরে ইডির নজরে রয়েছেন। শুধু এই রাজ্য নয়, গোটা দেশজুড়ে এই প্রতারণাচক্র চলত। ওই সংস্থা ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে সব থেকে বেশি টাকা নির্বাচনি বন্ডে দেয়। তদন্তকারীদের নজরে আসে সাধারণ মানুষ টিকিট কাটছে কিন্তু প্রভাবশালীরা লটারি জিতছেন।

২০২২ সালে অনুব্রত মণ্ডল লটারি জেতার পর বিষয়টি আরও বিশেষভাবে প্রকাশ্যে আসে। তারপরই এক লটারি কোম্পানির দুই কর্ণধারকে দিল্লির দপ্তরেও ডেকে পাঠানো হয়। এই প্রতারণার জাল এই রাজ্য ছাড়িয়ে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা জানার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন তদন্তকারীরা।

লটারি দুর্নীতিতে উদ্ধার হওয়া টাকা। শুক্রবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

সদস্য সংগ্রহের পর্যালোচনা দিল্লিতে

আরও সময় চাইতে পারে বঙ্গ বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহে লক্ষ্যের থেকে অনেকটা পিছিয়ে বঙ্গ বিজেপি। লক্ষ্যপূরণে তাই সময় চায় গেরুয়া শিবির। ২০ নভেম্বর সারা দেশে দলের সদস্যতা অভিযানের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক হবে দিল্লিতে। সেই বৈঠকে রাজ্যের লক্ষ্যপূরণে কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত সময় চাইতে পারে বঙ্গ বিজেপি। তবে ২০ নভেম্বর দিল্লির ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে ১৭ নভেম্বর আরও এক দফায় সারা রাজ্যে বিশেষ সদস্যতা অভিযান করতে চলেছে বিজেপি। লক্ষ্যপূরণে অতিরিক্ত সময়ে চাওয়া হবে কি না তা নির্ভর করছে ১৭ নভেম্বরের সদস্য সংগ্রহের ওপর।

২৭ অক্টোবর অমিত শা'র হাতে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল রাজ্যের সদস্যতা সংগ্রহ অভিযান। ওইদিন গোটা রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ হয়েছিল প্রায় ৩৫ হাজার। যদিও তারপরেই সংগ্রহ একধাক্কায় প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। যদিও বিজেপির মতে, দুর্গাপুজো ও ধারাবাহিক নানা উৎসবের জন্যই সদস্য সংগ্রহে ভাটা পড়েছিল। তবে এরই মধ্যে ৬ নভেম্বর পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্যের সদস্য সংগ্রহের কঙ্কালসার চেহারা দেখে কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশল জানিয়ে দিয়েছিলেন, ২০ নভেম্বরের মধ্যে অন্তত ৫০ লাখ সদস্য করতে না পারলে দিল্লির বৈঠকে রাজ্যের যোগ দেওয়ার দরকার নেই। এরপরেই নড়েচড়ে বসে রাজ্য বিজেপি। দিল্লির বৈঠকে মুখরক্ষা করতে ১০ নভেম্বর রাজ্যজুড়ে বিশেষ সদস্য সংগ্রহ অভিযান করা হয়।

সূত্রের খবর, ১০ নভেম্বর একদিনে রাজ্যে প্রায় ৭০ হাজার সদস্য সংগ্রহ হয়। মোট সংগ্রহের প্রায় ২/৩ অংশ সদস্য সংগ্রহ হয় শুধু উত্তরবঙ্গেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২০ নভেম্বরের লক্ষ্য থেকে এখনও অনেকটাই দূরে বঙ্গের গেরুয়া শিবির। সেই কারণেই ১৭ নভেম্বর রবিবার দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে ১ দিনে ১ লাখ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যপূরণে ঝাঁপাতে চলেছে বিজেপি। সদস্য সংগ্রহ অভিযানের এক নেতার মতে, একমাত্র তা হলেই ২০ নভেম্বর দিল্লির বৈঠকের আগে রাজ্যের ৫০ লাখ টার্গেটের কাছাকাছি পৌঁছোনো যাবে। সেই কারণে ১৭ নভেম্বরের বিশেষ অভিযানের সাফল্যের ওপরেই মূলত নির্ভর করছে দিল্লির বৈঠকে মুখরক্ষার লড়াই।

তবে ৫০ লাখের লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছোনো গেলেও বাকি ১০ দিনে আরও ৫০ লাখ সদস্য সংগ্রহ কার্যত অসম্ভব। সেই কারণেই রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য দিল্লির কাছে বিশেষ অনুমতি চাইতে পারে রাজ্য বিজেপি।

এই বিষয়ে রাজ্যের এক নেতা বলেন, '৩০ নভেম্বরের পর গোটা দেশে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই নির্বাচনের জন্য ৫ সদস্যের সিআরও দল নির্বাচিত হয়েছে। ৩০ নভেম্বর সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হলে প্রত্যেক রাজ্যে এসআরও বা স্টেট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ হবে। ওই এসআরও-র নেতৃত্বেই রাজ্যে রাজ্যে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলবে। সেক্ষেত্রে রাজ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আমাদের সদস্য সংগ্রহের কাজও চালাতে হবে। তার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদন দরকার। সেই অনুমোদন পেতেই ২০ নভেম্বর দিল্লির বৈঠকের আগে সম্মানজনক সদস্য সংগ্রহ করা দরকার।'

বইমেলায় থাকছে না বাংলাদেশের স্টল

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : ২০২৫ কলকাতা বইমেলায় থাকছে না বাংলাদেশের স্টল। এবছর ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবছরের থিম দেশ জার্মানি। শুক্রবার তারই লোগো উদ্বোধন হয়। প্রতি বছরের মতো এবছরও গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, স্পেন, পেরু, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া সহ একাধিক দেশ এবং দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্য অংশ নিচ্ছে বলে জানালেন বই সেলার্স ও পাবলিশার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে সরকারি নির্দেশনা ছাড়া এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা যাবে না। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এখনও পর্যন্ত ১০৫০টি স্টলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে জানান, প্রচুর প্রকাশক আবেদন করেছেন। কিন্তু তাদের স্টল দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রায় ১৩০০ নতুন স্টলের আবেদন ছিল।

রাসপূর্ণিমায় তলিয়ে গেলেন চার তরুণ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন চার তরুণ। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানার বিড়লাপুর ১ নম্বর ফাটুক জেটিঘাটে। প্রতি বছরের মতো এই বছরও রাসপূর্ণিমার সকালে হাজার হাজার মানুষ গঙ্গায় স্নান করতে আসেন। এদিনও সকাল থেকেই ওই জেটিঘাটে ছিল মানুষের উপচে পড়া ভিড়। পুণ্যলাভের আশায় জলে নেমে স্নান করেন তাঁরা। তখনই স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যান ওই চার তরুণ। স্থানীয় মানুষ বুঝতে পেরে তাঁদের উদ্ধার করতে যান। কিন্তু চারজনের কাউকেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। আনা হয় ডুবুরি। নামানো হয় নৌকাও। জোর কদমে তল্লাশি শুরু হয়। কিন্তু ওই চার তরুণের কোনও হদিস মেলেনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নিখোঁজদের বয়স ১৫ থেকে ১৭-র মধ্যে।

বন্ধ থাকছে হাওড়া ব্রিজ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : শনিবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে ভোর সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্র সেতু। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে হাওড়া ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ওই সময় যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। রবীন্দ্র সেতু মূলত লোহার কাঠামো এবং স্তম্ভের ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তাই লোহার কাঠামোগুলির পরিস্থিতি কী ও অন্যান্য অংশ যথাযথ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

দেব দীপাবলিতে আহিরীটোলাঘাটে। শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

কাউন্সিলারকে গুলি, ধৃত নাবালক

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার সন্ধ্যায় কসবা রাজডাঙ্গা এলাকায় ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। কাউন্সিলার এদিন বাড়ির সামনে জনসংযোগ করছিলেন। সেই সময় এক নাবালক তাঁর দিকে এগিয়ে যায়। সে তাঁকে অভাব-অভিযোগের বিষয়ে জানাতে চায় বলে ওই কাউন্সিলার প্রথমে ভেবেছিলেন। কিন্তু ওই নাবালক হঠাৎই পকেট থেকে রিভলভার বের করে কাউন্সিলারকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়। গুলিটি অবশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওই কাউন্সিলারের বাড়ির দরজায় লাগে। সুশান্ত ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আগে তিনি ওই ওয়ার্ডেরই কাউন্সিলার ছিলেন। পরে ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হন। এদিনের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। মহিলারা রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ অভিযুক্ত নাবালককে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে। সে বিহারের বৈশালীর বাসিন্দা। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই ঘটনাটি ঘটানো হয় বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে। ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার লিপিকা মান্না ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : রাজ্যে শীতের আমেজ ধীরে ধীরে অনুভূত হচ্ছে। দুপুরে খানিকটা গরম অনুভূত হলেও সকাল এবং বিকাল থেকেই বেশ খানিকটা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। বাতাসে শিরশিরানি। সন্ধ্যার পর উত্তুরে হাওয়াও বইছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। শুক্রবারই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমেছে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আকাশ থাকবে পরিষ্কার। ফলে তাপমাত্রা আরও খানিকটা কমবে।

প্রশ্নবাণ

- তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে প্রথম বই লেখেন রলফ হেক্কল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। এনিয়ে এশিয়ায় প্রথম পত্রিকা বের হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কে ছিলেন সম্পাদক?
- একসময়ের বাস কনডাক্টর শিবাজি রাও গায়কোয়াড়কে আমরা এখন কী নামে চিনি?
- শার্লক হোমসের মতোই বাংলার এক বিখ্যাত ঠিকানা হল ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেন। ঠিকানার মতোই এখানকার বিখ্যাত বাসিন্দা কে?

আগের দিনের উত্তর

সুপর্ণকান্তি ঘোষ, নানুক অফ দি নর্থ, জন্টি রোডস

ঠিক উত্তরদাতা : অমিত চক্রবর্তী, কুহেলী দত্ত, অলোক কর্মকার, সুদীপ্ত মণ্ডল, প্রিয়ঙ্কর চাকি- শিলিগুড়ি, নীলরতন হালদার- মালদা, ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী- খড়িবাড়ি, নিবেদিতা হালদার, বীণাপাণি সরকার হালদার- বালুরঘাট, সৈকত সেনগুপ্ত- জলপাইগুড়ি, অর্ণব সরকার- কোচবিহার, আব্দুল মালেক সেখ- নদিয়া, কৃষ্ণা সাহা, কালিদাস সাহা- কামাখ্যাগুড়ি, সৌরদীপ পাল- ভোটপট্টি, সুপর্ণা অধিকারী-দিনহাটা, শংকর সাহা- পতিরাম, অরূপ মাহাতো- পুরুলিয়া, সমাদৃতা চন্দ- ভোলারডাবরি, সঞ্জীবকুমার সাহা-মাথাভাঙ্গা।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

শিক্ষা দপ্তর নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর নিয়ে উদ্বেগ কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একাধিক নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ শুরু হয়েছিল তাঁর। কেলেঙ্কারি এমন পর্যায়ে যায় যে, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী তথা তাঁর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন তিনি। শুধু মন্ত্রিত্ব নয়, তৃণমূল দল থেকেই বহিষ্কার করতে হয় মহাসচিব পার্থকে। নিয়োগ দুর্নীতির কেলেঙ্কারির রেশ এখনও মেলায়নি। পার্থকে সরিয়ে ব্রাত্য বসুকে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব দিয়েও শান্তি নেই মুখ্যমন্ত্রীর। নতুন করে রাজ্যজুড়ে নতুন করে ট্যাব কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসায় শিক্ষা দপ্তরকে নিয়ে ভাবনা আবার চেপে বসেছে মুখ্যমন্ত্রীর মাথায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে ভাবনার সেই আভাসও মিলেছে তাঁর কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে দিয়ে। পাহাড়ে সফররত অবস্থায় এত ব্যস্ততার মাঝেও মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে। এই বিষয়ে অবশ্য যোগাযোগ করেও শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

পাহাড় থেকে ফোন ব্রাত্যকে

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ট্যাব কেলেঙ্কারির বিষয়টির ফয়সালা করতে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন। কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল, শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল কর্তৃপক্ষগুলির কোনও ত্রুটি আছে কি না তা জরুরি ভিত্তিতে তদন্ত করে বিষয়টির ফয়সালা করতেই হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ। পাহাড় থেকে এদিন কলকাতায় ফিরে আবার ব্রাত্যর সঙ্গে এই নিয়ে তিনি কথা বলবেন বলেও শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়েছেন। এই কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী এখনও ট্যাবের টাকা হাতে পায়নি, জরুরি ভিত্তিতে তাদের টাকা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকেও এই ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর হয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তদন্তের কথা বলেছেন তিনি। আসলে ট্যাব কেলেঙ্কারির বিষয়টি প্রথমে একটি জেলা দিয়ে শুরু হলেও পরে রাজ্যের একাধিক জেলায় একাধিক স্কুলের নাম জড়িয়ে যাওয়াতেই কিছুটা উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। আবারও সেই শিক্ষা দপ্তরকে জড়িয়ে কেলেঙ্কারির ঘটনাই মুখ্যমন্ত্রীকে আরও বিচলিত করেছে বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীদেরও ধারণা।

পথে নামার পরিকল্পনা সিপিএমের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : সিবিআই তদন্তের ১০০ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দপ্তর অভিযান করবে সিপিএম। সিবিআই তদন্তের ত্রুটি ও গাফিলতিগুলি তুলে ধরে পথে নামতে চলেছে তারা। সিপিএম চাইছে এই ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত করা হোক। তাই ২১ নভেম্বর কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা সহ শহরতলির কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে রাজ্য কমিটির বৈঠকে। দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও কলতান দাশগুপ্তর অডিও ক্লিপ, তন্ময় ভট্টাচার্যের মহিলা সাংবাদিক হেনস্তা সহ একাধিক ঘটনায় বিড়ম্বনায় পড়েছে সিপিএম। এই সকল বিষয় সরিয়ে আরজি কর ইস্যু জিইয়ে রাখতে গণসংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে চাইছে তারা। শুধু আরজি কর নয়, জয়নগর সহ রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনায় নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসজুড়ে চলবে আন্দোলন কর্মসূচি।

রাজ্যের ছটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের পর বৈঠকে বসে সিপিএমের রাজ্য কমিটি। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিরোধিতায় পথে নামবে তারা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সিবিআই তদন্তের গাফিলতি নিয়ে একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে। আরজি কর আবহে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের কথোপকথনের বেশ কিছু অডিও ভাইরাল হয়। তা সিবিআইয়ের হাতে পৌঁছোলেও চার্জশিট বা শীর্ষ আদালতের কাছে জমা দেওয়া রিপোর্টে উল্লেখ করেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আসলে আইএএস, আইপিএসদের এক ব্যাচে প্রশিক্ষণ হয়। তাই সিবিআই কখনও পুলিশের বিরোধিতা করে ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্য উদঘাটন করবে না। তাই সিবিআই দপ্তর অভিযানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই দলীয় শৃঙ্খলা নিয়ে জেলায় জেলায় কড়া বার্তা পাঠানো হয়েছে দলের তরফে। তাই রাজ্য কমিটির বৈঠকে তন্ময় ভট্টাচার্য, সোমনাথ ঝায়ের ইস্যুও উঠে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে আরজি কর ইস্যু কোনওভাবে হাতছাড়া করতে চাইছে না আলিমুদ্দিন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন মহম্মদ সেলিম বলেন, 'গণসংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।' ফেব্রুয়ারি মাসে দলের পার্টি কংগ্রেস রয়েছে। এরিয়া কমিটিগুলিরও সম্মেলন শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলকে আন্দোলনে নামার বার্তা দিয়ে সাংগঠনিক শক্তি পরীক্ষার পাশাপাশি গোষ্ঠী কোন্দল ও অস্বস্তির বিষয়গুলিও আড়াল করা যাবে।

আরজি কর : বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি

এদিন তিনি জানান, এক্স কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁকে ই-মেল করে জানানো হয়েছে, পুলিশের তরফে তাঁর অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে অভিযোগ জানানো হয়েছে। যদিও এক্স কর্তৃপক্ষ তাঁর সমাজমাধ্যম থেকে উসকানিমূলক কিছু খুঁজে পায়নি।

ঝাড়গ্রামে জমি উদ্ধারে পদ্মের সেই অনুপ্রবেশ তাস

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : গত বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলের একাধিক জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন ও আদিবাসীদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছিল তৃণমূল। এবার সেই প্রভাব কাটাতে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যের অমুসলিম ভোটকে একছাতার তলায় আনার লক্ষ্য বিজেপির। সেই লক্ষ্যেই আদিবাসী ভোট ফেরানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

'১৯-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যের ১৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহল থেকে বিজেপি জিতেছিল মোট ১১টি আসন। '২৪-এর লোকসভায় উত্তরবঙ্গে কোচবিহার ছাড়া বাকি ৬টি আসন ধরে রাখতে সক্ষম হলেও জঙ্গলমহলে ধরাশায়ী বিজেপি। জঙ্গলমহলের ৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে একমাত্র পুরুলিয়া আসনটি জিততে পেরেছে তারা। '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলের আসন যে কমতে চলেছে তার ইঙ্গিত ছিল '২১-এর বিধানসভার ফলে। প্রথাগতভাবে রাজ্যের মোট (৫.৮ শতাংশ) আদিবাসী জনজাতি ভোটের বড় অংশের বাস উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলে। ভোট শতাংশের বিচারে '২৪-এর ভোটে তৃণমূলের চেয়ে বিজেপি ৪ শতাংশ বেশি আদিবাসী ভোট পেলেও আসন জেতার নিরিখে পিছিয়ে পড়ে বিজেপি। এর পিছনে উত্তরবঙ্গ ও বিশেষত জঙ্গলমহলে বিজেপির আদিবাসী, জনজাতি ভোটে ধসই কারণ। '২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দৌলতে রাজ্যজুড়ে মহিলা ভোটে যে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল, তার প্রভাব পড়েছিল জঙ্গলমহলের আদিবাসী মহিলাদের ভোটেও।

শুক্রবার আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঝাড়গ্রামে বিজেপির আদিবাসী মোর্চার এক সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২০২৬-এর নির্বাচনে আদিবাসী জনজাতি মানুষ তাদের জল, জঙ্গল, জমির অধিকার আদায়ের লড়াই লড়বে। এই লড়াইকে ৫০০ টাকা, ৭০০ টাকা ভাতা দিয়ে বিপথে পরিচালিত করা যাবে না।' ধর্মীয় পরিচয়ে আদিবাসীরা হিন্দু নন। সারি ও সারনার মতো স্বতন্ত্র ধর্মে তারা বিশ্বাসী। কিন্তু সেই ধর্মের স্বীকৃতি মেলেনি।

'২১-এর বিধানসভা ও '২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে আদিবাসীদের ধর্মীয় পরিচয়ের দাবিকে সমর্থন করে কেন্দ্রের কাছে তার স্বীকৃতি দাবি করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির আদিবাসী ভোটে ধস নামার এটাও একটা কারণ বলে মনে করে বিজেপি। তৃণমূলের সেই অস্ত্র ভোঁতা করতে এবার আদিবাসী এলাকায় অনুপ্রবেশ তাস খেলা শুরু করল বিজেপি। ঝাড়খণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়ে এদিন ঝাড়গ্রামের আদিবাসীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'সমস্ত আদিবাসী সমাজ সাবধান হন, আপনাদের জমিজঙ্গল কাড়তে চলেছে। ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের জমি কাড়ছে অনুপ্রবেশকারীরা। তারা এই রাজ্যের মালদা, মুর্শিদাবাদ দিয়ে ঝাড়খণ্ডে ঢুকেছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের মদতেই তা হচ্ছে।'

রেখা পাত্রের উদ্দেশে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য নিয়ে এদিন আদিবাসী মহিলাদের প্রতি অসম্মানকে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী মহিলা সীতা সোরেনকে যে ভাষায় আক্রমণ করে হিমন্ত সোরেনরা, এখানে সন্দেশখালির তপশিলি জাতির মহিলা রেখা পাত্রকে সেই ভাষাতেই আক্রমণ করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।'

শালিমার স্টেশনে ঝামেলা

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : পার্কিং ফি নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায় হাওড়ার শালিমার স্টেশনে। এক ব্যবসায়ীর মাথা ফাটানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ওই ব্যবসায়ীর ছেলেকে মারধর করে তাঁর স্মার্ট ফোন ও টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা বনি আমিন রাজ নামে এক ব্যবসায়ী মুম্বই থেকে নিজের গ্রামের বাড়িতে আসেন। বৃহস্পতিবার রাতে শালিমার স্টেশন থেকে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে চেপে তাঁদের মুম্বই ফেরার কথা ছিল। সেইমতো শালিমার স্টেশনে আসেন তাঁরা। তখনই স্থানীয় ১০-১৫ জন তরুণ তাঁদের কাছ থেকে পার্কিং ফি বাবদ মোটা টাকা দাবি করতে থাকেন। এই নিয়ে ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে বচসা শুরু হয়। তখনই ওই তরুণরা ব্যবসায়ীর মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করেন। তাঁর মাথা ফেটে যায়। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মাথায় ৬টি সেলাইও পড়ে। সেই সময়ই তাঁর ছেলের মোবাইল ও টাকার ব্যাগ কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসে পুলিশ। হাওড়ার বি গার্ডেন থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : মুর্শিদাবাদ জেলার সরবঙ্গপুর গ্রামে ১০০ বছরের মন্দিরের মাঠ দখল হয়ে গিয়েছে। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। তারপরই এক মামলকারীর ওপর আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সহ ৬ জনের জামিনের আবেদন খারিজ করল হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ। জনস্বার্থে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী আশিসকুমার চৌধুরী আদালতে জানান, জনস্বার্থ মামলা করার জন্যই আক্রমণ করা হয় ওই ব্যক্তিকে। ১৭ দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ওই ব্যক্তি।

বালাসন উৎসব

দুই পাহাড়কে কোমর বেঁধে সমতলে নামিয়েছে যে নদী তার নাম বালাসন। এই নদীর পাড়ে জলজ দুপুরে শীতল হাওয়ারা ছুটে বেড়ায়। আর টইটুম্বুর রাত্তিরে কুয়াশার ঘোমটায় ঢেকে লুকিয়ে থাকে মেঘেদের মেয়েরা। সেই হিমেল বাতাস আর মেঘবালিকাদের নদীছাড়া করতে এই নদীর পাড় থেকে লুট হচ্ছে হরেক কিসিমের রং।

তাকে বাঁচাতে এবং জোরালো প্রতিরোধ গড়ার ডাক দিয়ে সম্প্রতি হয়ে গেল বালাসন উৎসব।

নদী নিয়ে এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিল অন্য ধ্রুপদ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশান। ধিমাল ও ওরাওঁ জনজাতির কৃষ্টির পরিচায়ক নৃত্যে সমৃদ্ধ দু'দিনের এই উৎসবের আসর বসেছিল বাগডোগরার কাছে ভুট্টাবাড়িতে হিমালয়ান ওয়ার্ল্ড মিউজিয়ামের প্রাঙ্গণে। শুধু মনোরঞ্জন নয়, সচেতনতাও ছিল এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন ডঃ ওমপ্রকাশ ভারতী, প্রেমানন্দ রায়, বিশ্বজিৎ সাহা, সুব্রত দত্ত, গর্জেন মল্লিক এবং রোমা ছেত্রী।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয় নীলাঞ্জনা বসুর সরস্বতী বন্দনা নৃত্য দিয়ে। নদীকেন্দ্রিক সংগীত পরিবেশন করেন ঋতম বসু, পিয়ালী বসু, সুদীপ ভদ্র, দেবারতি দেব। তালবাদ্যে সহযোগিতা করেন স্বরূপ মজুমদার। সংগীতশিল্পী দেবাশিস লোক তারবাদ্য মুরচুঙ্গা বাজিয়ে শোনান। সঙ্গে ছিল তাঁর সেভ তিস্তা বিষয়ক সংগীত পরিবেশন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সঞ্চিতা ভট্টাচার্য। সংস্থার সম্পাদক সোমা সান্যাল চক্রবর্তী জানালেন, নদী নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ এটি। ভবিষ্যতে এই কাজ ধারাবাহিকভাবে চলবে। তাঁর দৃঢ় উচ্চারণই বোঝা গেল, এই অবোধ এবং নির্বোধের দুনিয়ায় তাঁর ভেতর এক বোধের এবং প্রতিরোধের নদী দু'কূল ভাসিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছে।

– ছন্দা দে মাহাতো

দীপ জ্বেলে যাই

ছোটদের থিয়েটারের দিশা দেখাতে বহুদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ সচেষ্ট। নারায়ণ সাহা, শংকর দত্তগুপ্ত থেকে সদ্য প্রয়াত দীপোজ্জ্বল চৌধুরী, সবাই আন্তরিকভাবে পথ দেখাতে চেয়েছেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টাকে নিয়ে কলম ধরলেন **রামসিংহাসন মাহাতো**

জমজমাট।। *আনন্দ কালচারাল সেন্টারের নাটক 'পিটার দি গ্রেট'।*

সৃষ্টির প্রদীপ কখনও নেভে না। নিভলে থমকে যাবে গ্রহ তারা। বিশ্ব চরাচর অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই এই দীপ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতেই থাকে। যেমন শিলিগুড়ির শিশু নাট্যম অ্যাকাডেমির কর্ণধার দীপোজ্জ্বল চৌধুরী। সম্প্রতি তিনি তাঁর স্বপ্নের শিশুদের ছোট জগৎ ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন বড় আকাশে। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের শিশুরা অনেক প্রদীপের শিখা হয়ে উত্তরবঙ্গের মাথাভাঙ্গা থেকে মালদা পর্যন্ত, এমনকি মায়াবী আলোর কলকাতাতেও নিজস্ব আলো ছড়াচ্ছে। বৃহস্পতিবারই কলকাতার ঐকতান মঞ্চে রাজ্য কলা উৎসবে চিলা রায়কে নিয়ে 'বীরপুরুষ' নাটক করে সকলকে চমকে দিয়েছে কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের খুদেরা। কোচবিহারে জেলাভিত্তিক আন্তঃস্কুল নাটক প্রতিযোগিতায় সেরা হয়ে ওরা রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। এ বিষয় নিয়েই কথা হচ্ছিল স্কুলের নাট্য শিক্ষক অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। জানালেন, ২০১০ সাল থেকে স্কুলে পড়ুয়াদের ড্রামা ক্লাব শামিয়ানা তৈরি করে এই চর্চা চলছে। তাঁরা প্রতিবছর বিদ্যালয় নাটক উৎসব এবং আন্তঃবিদ্যালয় স্কুল নাট্য প্রতিযোগিতায় এই চর্চা ধরে রেখেছেন। তাঁর কাছেই জানা গেল, কোচবিহারে একই ধরনের চর্চা চলছে শিক্ষিকা মাধবী বড়গাঁওয়ের নেতৃত্বে সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলে। বিবেকানন্দ বয়েজ স্কুল এবং কোচবিহার বালিকা বিদ্যালয়েও এমন চর্চার হদিস মিলেছে। ভালো কাজ করছে কোচবিহার স্বপ্ন উড়ানও।

কোচবিহারে শুধু শহরের স্কুলই যে এমন চর্চা চলছে তা নয়, মাথাভাঙ্গার প্রত্যন্ত এলাকাতেও তার ঢেউ লেগেছে। মাথাভাঙ্গা-১ এবং ২ ব্লক ও শীতলকুচি ব্লকের ছয়টি স্কুলে গিলোটিন নাট্য সংস্থার নেতৃত্বে কাজ চলছে। গিলোটিনের কর্ণধার নাট্য ব্যক্তিত্ব নারায়ণ সাহার কথায়, 'চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে নাটক তৈরি করে তা শহরের মঞ্চস্থ করা হবে।' তাঁর কথায় বেশ দৃঢ়তা ছিল। বোঝা গেল, নাটকের দল শুধু লোকশিক্ষা আর বিনোদন নিয়েই ব্যস্ত নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়েও ভাবছে। এটা ভালো লক্ষণ।

ছোটদের নাটক যদি যথাযথভাবে তৈরি হয় তাহলে তার জনপ্রিয়তা কোন স্তরে যেতে পারে তার সবচেয়ে সার্থক উদাহরণ হল কোচবিহার আনন্দম কালচারাল গ্রুপের নাটক 'পিটার দি গ্রেট'। সুকুমার রায়ের গল্প নিয়ে নাট্য রূপ ও নির্দেশনা শংকর দত্তগুপ্তের। ২০০৩ সালে সেই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এখনও চলছে। ইতিমধ্যে ১০০টিরও বেশি শো হয়েছে। নাটকে ছোটদের জগৎ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট মূকাভিনেতা শংকর দত্তগুপ্ত। তাদের

কোচবিহার শিশু কিশোর নাটক সংস্থার একটি পরিবেশনা।

আনন্দ দিতেই ১৯৮০ সালে তৈরি করেছিলেন আনন্দম। মঞ্চেই এই শিল্পীর অকাল প্রয়াণ ঘটে। তারপর সংস্থার হাল ধরেন তাঁর কন্যা এবং দুই পুত্র সুকন্যা, সৌম্যজিৎ ও শুভজিৎ দত্তগুপ্ত। শিশুদের নিয়ে পায়ে পায়ে ৪৫ বছর ধরে অগুনতি সাফল্যকে ঝুলিতে ভরে পথ চলা উত্তরবঙ্গে ছোটদের দলের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস।

এছাড়া কোচবিহারেই ২০০৮ সাল থেকে ছোটদের থিয়েটারের স্কুল চালাচ্ছে শিশু-কিশোর নাট্য সংস্থা। সংস্থার সম্পাদক সোমনাথ ভট্টাচার্য জানালেন, এই স্কুল হয় ব্রাহ্মমন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি শনি ও রবিবার। তারা প্রতিবছর শিশু-কিশোর নাট্য উৎসব এবং সাহিত্যকলা উৎসব করে থাকেন, প্রকাশিত হয় 'সবুজ মন' নামে একটি পত্রিকাও। এবছর শিশু-কিশোর নাটক উৎসব হয়েছে ১২-১৪ নভেম্বর। সোমনাথবাবুর মতে, ছোটরা এখানে এসে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায়।

জলপাইগুড়ি শহরে যাঁরা বড়দের নাটক করেন তাঁদের মধ্যে কলাকুশলী ও মুক্তাঙ্গনের ছোটদের বিভাগ আছে। কলাকুশলীর তমোজিৎ রায় তো ছোটদের নিয়ে কাজে খুবই আন্তরিক। আর মালদা মালঞ্চ গোষ্ঠীর তারকা বলতে অনেকে চেনেন এক শিশুশিল্পীকে। শিলিগুড়িতেও পার্থপ্রতিম মিত্রের নেতৃত্বাধীন সৃজন সেনা, বিশ্বজিৎ রায়ের দল স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে কাজে বিশেষভাবে মনোযোগী। কিন্তু সবার মধ্যে ধ্রুবতারা হয়ে ছিলেন দীপোজ্জ্বল। শিশুদের নিয়ে কাজে চাই, তাদের মতো সারল্য, আর সাদামাটা আন্তরিকতা। দীপোজ্জ্বল ছিলেন তারই আদর্শ মডেল। পরনে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি আর কাঁধে ঝোলা। মুখে স্মিত হাসি। সবসময় বিনয়ী সম্ভাষণ। শিশু নাট্যম ছিল তাঁর প্রাণের স্পন্দন, ২৪ ঘণ্টা ধরে সব ভাবনার উৎস। এর জন্য তিনি অর্ধশতকেরও বেশি নাটক লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন। ছোটদের নাটকের বাহিনী নিয়ে হিল্লি-দিল্লি-কলকাতা তো বটেই এমনকি বাংলাদেশও ঘুরে এসেছেন। একসময় উত্তরবঙ্গ অসম শিশু-কিশোর উৎসবের তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। মুখে কথা বলে নয়, গলায় সুর তুলে নয়, তিনি শিশু নাট্যমে তাঁর কাজে শতফুল ফোটাতে চেয়েছেন। ফুল ফুটুক না ফুটুক অন্তত উত্তরবঙ্গে ছোটদের নাট্যচর্চায় ২৫ বছর পূরণ করায় একটা প্রদীপ জ্বালানো উচিত তাঁর জন্য।

শিবানন্দে বিভোর সুনন্দা

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যে উপাস্য দেবতা হলেন নটরাজ শিব। আর শিবানন্দ লাহারি হল শিবের সদানন্দ সত্তাকে নিয়ে আদি শঙ্করাচার্যের লেখা স্তোত্র। এই স্তোত্রকে ভরতনাট্যম আঙ্গিকে মঞ্চে প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সুনন্দা সাহা। তিনি তাঁর নিবেদনে বুঝিয়ে দিলেন বিষয়ের গভীরে ডুব না দিলে ভক্তিরসের এই মুক্তমঞ্চে তুলে আনা যায় না। আহা কী মন ছুঁয়ে যাওয়া নৃত্য নিবেদন।

সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে সুনন্দা নৃত্যাঙ্গনের দু'দিনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কর্ণধারের ভক্তিরসের এই নিবেদন ছাড়াও আকর্ষণীয় অংশে ছিল শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। এই প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগে ভরতনাট্যমে প্রথম হয়েছেন অস্মিতা জয়সওয়াল ও রবীন দাস। কত্থকে জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগে প্রথম হয়েছেন পিউ সাহা ও ঋদ্ধিমা দত্ত। এই প্রতিযোগীদের নৃত্যাঙ্গনের তরফে মঞ্চেই পুরস্কৃত করা হয়। বিচারকের আসনে ছিলেন নৃত্য প্রশিক্ষক সঞ্চারী সরকার এবং গৌরাঙ্গ মণ্ডল। মঞ্চে অতিথি হিসেবে ছিলেন গুরু সংগীতা চাকি, সহেলি বসু ঠাকুর ও রঞ্জিতা বসু। বিভিন্ন পর্বে শিক্ষার্থীদের নিবেদনেও ছিল পরিশ্রমী অনুশীলনের ছাপ। সিনিয়ার শিক্ষার্থী শিল্পীদের মধ্যে তাদের অনুষ্ঠানে নজর কেড়েছেন আশিক সরকার, মল্লিকা মহন্ত ও জুঁই দেবনাথ। দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন নৃত্যাঙ্গনের শিক্ষার্থী জুঁই দেবনাথ, জুঁই ভট্টাচার্য ও হারসিকা বেগবাণী। সব মিলিয়ে উপভোগ্য দুটি সন্ধ্যা উপহার দিলেন সুনন্দা ও তাঁর শিক্ষার্থী শিল্পীরা।

- ছন্দা দে মাহাতো

ছিমছাম অনুষ্ঠান

সম্প্রতি কোচবিহার জার্নালিস্টস ক্লাবের উদ্যোগে কোচবিহারের রেডক্রস সোসাইটি ভবনে বিজয়া সম্মিলনি ও বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন গোকুল সরকার, শঙ্কর রায়, প্রহ্লাদ ভৌমিক, রজনীকান্ত বর্মন প্রমুখ বিশিষ্টরা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন নুরজাহান। এদিন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৌসুমি গুহ চৌধুরী। স্বপনকুমার সরকার ও ঝুমা সরকারের সংগীত পরিবেশন অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করে। এদিনের অনুষ্ঠানে তরুণ দাস সম্পাদিত পত্রিকা 'তিস্তা-তোর্ষা সমাচার'-এর শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল স্বরচিত কবিতা পাঠ। এদিন মোট ১৫ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন অশোককুমার ঠাকুর। *– সমীর পাল*

গানের লড়াই

সম্প্রতি ধূপগুড়ি ব্লকের চরচরাবাড়ি গ্রামের জোড়াকালী, শ্যামাপুজো উৎসব কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজবংশী সম্পদায়ের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে নিয়ে হল বিশেষ আলোচনা ও চোরচুন্নি গানের লড়াই। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী মঙ্গলাকান্ত রায়, লোকসংস্কৃতি গবেষক ডঃ রতনচন্দ্র রায়, রাজবংশী চিত্র পরিচালক কামতারত্ন তপন রায়ের পাশাপাশি প্রদীপকুমার রায়, বিজয়কুমার রায়, পরিমল রায়, মলিন রায়, বজিন রায়, প্রগতি রায়, মিনতি রায়, পুতুল রায়ের মতো বিশিষ্টদের অনেকেই।

–গণেশচন্দ্র রায়

জমাট আড্ডা

কিছুদিন আগে রোববারের সাহিত্য আড্ডা আয়োজিত জমজমাট এক আড্ডায় ইসলামপুরের আদি দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণ ছিল আবেগে জমজমাট। সংস্থার সভাপতি ডাঃ বিনয়ভূষণ বেরার লেখনীতে উঠে আসে আরজি কর প্রসঙ্গ। সম্পাদক চন্দন সিংহের কথায় আড্ডায় বয়োজ্যেষ্ঠদের শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা বর্তমান প্রজন্মের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন সুদীপ্ত ভৌমিক। যাঁর লেখায় ও কথনে না হাসলেই নয় তিনি হলেন ভবেশ দাস। ডঃ বাসুদেব রায় ও বরুণ রায়ের কথায় উঠে আসে শতবর্ষ পুরোনো আদি দুর্গামন্দিরের পুজোর সেকাল ও একাল। উপস্থিত ছিলেন লেখক প্রসূন শিকদার, দ্বিজেন পোদ্দার, প্রাণগোপাল বালা, সমাজসেবী স্বরূপানন্দ বৈদ্য, নৃত্যশিল্পী স্মৃতিকণা রায় প্রমুখ।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

নাচের টানে

ছন্দম নৃত্যায়নের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সবাই মাতলেন। সম্প্রতি ইসলামপুরের মুক্তমঞ্চে প্রশিক্ষিকা দোলা মৈত্রের নির্দেশনায় যেন অনন্য সুন্দর এক নৃত্য মুদ্রা বেষ্টিত অনুষ্ঠান দেখলেন শহরবাসী। কতটা কঠোর অনুশীলন থাকলে এই ধরনের একটা সম্পূর্ণ নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা যায় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নৃত্য ভাবনায় আধুনিকতা মন কেড়ে নেয় সকলের।

–সুরমা রানি

বইটই

অনন্য প্রয়াস

প্রকাশিত হয়েছে মহিলাদের লেখা পত্রিকা **দশভুজা**র প্রথম বর্ষ **শারদ সংখ্যা**। আলিপুরদুয়ারের সম্পাদক-প্রকাশক শিপ্রা বসু তালুকদারের তত্ত্বাবধানে। প্রথম প্রয়াসের প্রচেষ্টা অনেকটা পথচলার স্বপ্ন দেখায়। সংখ্যাটি বিশেষ রচনা, কবিতা, গল্প, ঘোরাঘুরি, স্বাস্থ্য, সুর-তাল-ছন্দ, রান্নাবান্নাকে কেন্দ্র করে নানা লেখালেখিতে ঠাসা। 'বর্তমান সময়ে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক' শীর্ষকে রমা কর্মকারের লেখাটি মহিলাদের কলমপ্রীতিকে আরও অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। ডঃ সুমিত্রা চৌধুরীর লেখা 'রাসসুন্দরীর কথা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিপ্রার সমস্ত প্রচেষ্টায় ছবির একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকে। এই সংখ্যাটিও সেই চেষ্টা থেকে বাদ পড়েনি। সুরঙ্গনা মজুমদারের আঁকা প্রচ্ছদটি উল্লেখযোগ্য।

শারদ অর্ঘ্য

বরাবরের মতোই মন ভালো করা একগুচ্ছ অনুভূতি নিয়ে এবারও পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে **মঞ্জরীর পুজো সংখ্যা**। একগুচ্ছ কবিতা ও ছোট গল্পকে সঙ্গী করে। আলিপুরদুয়ারের প্রত্যন্ত এক এলাকা ভোলারডাবরি থেকে প্রকাশিত এই ক্ষুদ্র পত্রিকা বহুদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের সাহিত্য জগৎকে সমৃদ্ধ করতে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তুষারকান্তি চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র দাসদের লেখা কবিতায় সেই চেষ্টা পত্রিকার এই সংখ্যাতেও বর্তমান। অন্য কবিতাগুলিও সুন্দর। বেশ ভালো লাগে রিনা পণ্ডিত, স্বপনকুমার সরকার, কমল রায়, পবিত্রভূষণ সরকার, নারায়ণ পণ্ডিতদের লেখা গল্পগুলি। পত্রিকার এই সংখ্যার প্রচ্ছদটি আলাদাভাবে চোখ টানে।

তোমাকে দিলাম

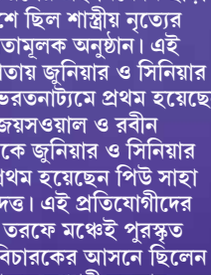

প্রেম। অদ্ভুত এক অনুভূতি। সেই প্রেম বাস্তবে আসতে পারে বা হয়তো কল্পনায়। এমনই এক প্রেমকে উদ্দেশ্য করে একটি খুদে-বই লিখে ফেলেছেন সৌরভ দত্ত। সৌরভের **তুমি** ১২টি খুদে কবিতার সংকলন। তরুণ পেশাগতভাবে শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু ২০১২ সাল থেকেই তিনি লেখালেখির জগৎটার সঙ্গে রয়েছেন। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়েছে। খুদে-বইটি প্রেমে ভরপুর। সৌরভ লিখেছেন, 'তুমি-কেন্দ্রিক আমার শেষতম কবিতা এটি/কাব্যে উজাড় করে বেসেছি তোমায় ভালো।' লেখবন্ধন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এই বইয়ের প্রতিটি কবিতাই পড়তে বেশ।

ছোটদের জন্য

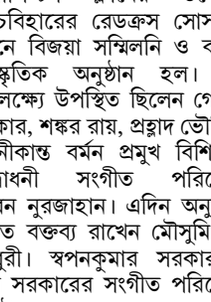

ছোটরা আজ বড্ড তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলাটা তারা যাতে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারে সেজন্য কলম ধরেছেন রাজশ্রী মৈত্র। লিখেছেন **ছন্দে ছড়ায় মনের কথায়**। ছড়া, কবিতা, গল্প ও ছোটগল্পের সম্ভার। রাজশ্রী শিলিগুড়ির। নাচ, গান, ছবি আঁকা, কবিতাকে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠা। নানা মাধ্যমে স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে ভালোবাসেন। আর খুব বেশি ভালোবাসেন ছোটদের জন্য নানা স্বাদের লেখা লিখতে। লিখে ফেলেছেন, 'ঘুমপাড়ানি গানে এখন/সোনা ঘুমায় না/পরীর দেশে গল্পের তারা/কিছুই বোঝে না।' স্বপ্ন দেখেন, 'যখন আমি বড় হবো/রাখবো তোমার মান/তোমার হৃদয় জুড়িয়ে যাবে/ভরে যাবে প্রাণ।'

ছন্দের টানে

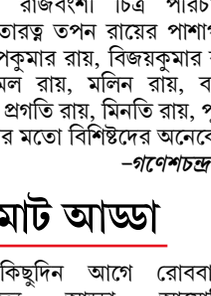

'শৈশব হারিয়ে বড় হয়ে উঠছি/হারিয়েছি বহু অনুভূতি/সাথে আছে শৈশব কালের স্মৃতি।' লিখেছেন শমীক ঘোষ। তাঁর **ছন্দের হাতেখড়ি** বইয়ে। সব মিলিয়ে ২৪টি কবিতার এক সুন্দর সংকলন। সবগুলিই পড়তে বেশ। শূন্যতা শমীকের ছন্দে 'জমা হয়েছে বহু কথা/শুধুই রয়েছে ভেতরে চাপা/জীবনচক্রে শত মানুষের আনাগোনা/ব্যর্থ প্রকাশে মনের ব্যথা-/সময়চক্রে জীবনের ব্যস্ততা/তবু তাড়া করে এক অদ্ভুত শূন্যতা।' বইটি বাবা শিবুচন্দ্র ঘোষকে উৎসর্গ করেছেন শমীক। কবির কথায়, 'কবিতাতেই খুঁজে পাই মনের কথা, না বলতে পারা কথায় ছন্দের হাতেখড়ি, সমসাময়িক বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মনের কল্পনার মেলবন্ধন।'

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

নতুন উদ্যোগ

মঞ্জরী ও হরিণ সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে শুরু হল ত্রৈমাসিক সাহিত্যসভা। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার ভোলারডাবরিতে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অর্পিতা পণ্ডিত। এদিন মঞ্জরী ও হরিণ সাহিত্য পত্রিকার পুজো সংখ্যা আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান উৎপল অধিকারী, নিবারণ পণ্ডিত, জগন্নাথ শীল, লিপিকা দেবনাথ, অক্ষয়কুমার বর্মন, রীনা পণ্ডিত, রীতা চক্রবর্তী, দিলীপ দেবনাথ প্রমুখ। তরুণ কবি সৌরভ দেবনাথের লেখা কবিতা পাঠ করে শোনান রূপা দেবনাথ। এছাড়া অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে শোনান অন্তরা দেবনাথ, রিম্পা দেবনাথ, ঝুম্পা দেবনাথ ও অনামিকা সরকার। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন জগন্নাথ শীল।

যত কাণ্ড আকাশপথে

মোদির বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, রাহুলের কপ্টারের ওড়ায় বাধা

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : রাজনীতির মারপ্যাঁচ নির্বাচনি মাঠে-ময়দানে আকছার চলে। কিন্তু মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে ভোটের ভরা মরশুমে আকাশপথেও যে রাজনৈতিক কাণ্ডকারখানা জমে ক্ষীর হতে পারে তার আঁচ মিলল শুক্রবার। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিমান জরুরি অবতরণ করে ঝাড়খণ্ডের দেওঘর বিমানবন্দরে। আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবার বিহারের জামুইয়ে গিয়েছিলেন মোদি। দেওঘর বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে চেপে তিনি জামুই গিয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠান সেরে সেখান থেকে একইভাবে দেওঘরে ফিরে আসেন মোদি। কিন্তু ভারতীয় বায়ুসেনার যে বিমানে চেপে তাঁর নয়াদিল্লি ফেরার কথা ছিল সেটিতে হঠাৎ যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ফলে দেওঘর বিমানবন্দরে আটকে পড়েন মোদি। বিমানেই বসে ছিলেন তিনি। গোটা বিমানবন্দরকে কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা পরে বায়ুসেনার অপর একটি বিমানে চেপে দেওঘর থেকে নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন মোদি।

দেওঘর বিমানবন্দরে মোদি আটকে থাকাকালীন তার থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার দূরে গোড্ডায় হেলিকপ্টার বিভ্রাটে জড়ান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। গোড্ডায় এদিন একটি নির্বাচনি জনসভা ছিল তাঁর। সেটি সেরে ঝাড়খণ্ডেই অপর একটি জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন রাহুল। কিন্তু এটিসির তরফে বাধাদানের ফলে গোড্ডায় দু-ঘণ্টারও বেশি সময় আটকে থাকে তাঁর হেলিকপ্টার। দু-ঘণ্টা পরে তাঁর হেলিকপ্টার ওড়ার অনুমতি পায়। কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপির তরফে ইচ্ছাকৃতভাবে রাহুল গান্ধিকে প্রচারে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জামুইয়ে মোদির সভার জন্য আকাশপথ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেই কারণেই রাহুল গান্ধির হেলিকপ্টার ওড়ার অনুমতি দিতে বিলম্ব হয়েছে। রাজ্যের কংগ্রেস নেতা দীপক পান্ডে সিং বলেন, 'দেশের শীর্ষ বিরোধী নেতাকে কপ্টারে এতক্ষণ অপেক্ষা করানো হল। আমি বুঝতে পারছি না বিজেপি এমনটা কেন করছে।'

মোদি-রাহুলের পাশাপাশি আকাশপথে কাণ্ডকারখানার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'রও। শুক্রবার মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলিতে তাঁর হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালায় নির্বাচন কমিশনের একটি দল। এক্স হ্যান্ডেলে সেই কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'আজ হিঙ্গোলিতে নির্বাচনি প্রচারের সময় আমার হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালান কমিশনের আধিকারিকরা। বিজেপি নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলে।' সম্প্রতি শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরের হেলিকপ্টার ও ব্যাগে তল্লাশি চালানোর সময় বিতর্ক হয়েছিল। মোদি-শা'দের হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানো হয় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন উদ্ধব। তাঁর ওই খোঁচার পরই এদিন শা'র কপ্টারে তল্লাশি চলে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, অজিত পাওয়ারদের হেলিকপ্টারেও তল্লাশি চালানো হয়েছে।

কপ্টার ওড়ার অনুমতি না মেলায় আটকে থাকলেন রাহুল গান্ধি। শুক্রবার ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায়।

রাজ্যকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : হাতি তাড়াতে গিয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৬ বছর আগে হাতি ও মানুষের সংঘাত বন্ধে সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর জেরে এবার রাজ্যের জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। অভিযোগ উঠেছে, আদালতের নির্দেশ অমান্য করে এখনও হাতি তাড়াতে মশাল এবং গজাল ব্যবহার করা হয় রাজ্যে। এই ব্যাপারে বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের কাছে জবাব তলব করেছে।

এর আগে ১৫ অগাস্ট ঝাড়গ্রামে হাতি তাড়ানোর জন্য লোহার রড, গজাল এবং মশাল ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল হুলা পার্টির বিরুদ্ধে। তাতে এক হস্তিনী ও তার গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়। হাতি তাড়াতে যাতে ওই ধরনের কোনও কিছু ব্যবহার করা না হয় সেইজন্য ২০১৮ সালে নির্দেশ দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। তখন মুচলেকা দিতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং

হাতি তাড়াতে আদালত অবমাননা

কর্ণাটক সরকারকে। রাজ্যগুলি তখন জানিয়েছিল, ধাতব অস্ত্র তো বটেই, জরুরি পরিস্থিতিতে মশালও ব্যবহার করবে না রাজ্য। অভিযোগ উঠেছে, বাকি রাজ্যগুলি এই নির্দেশ কার্যকর করলেও পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে কোনও সদর্থক উদ্যোগ নেয়নি। এই ঘটনায় রাজ্যের প্রিন্সিপাল কনজারভেটার অফ ফরেস্ট-এর কৈফিয়ত তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

অভিযোগ উঠেছে, হাতি তাড়াতে এখনও পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনি রাজ্য সরকার। বরং বন দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই হাতিদের ওপর নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটেছে। হুলা পার্টির উপযুক্ত প্রশিক্ষণের বন্দোবস্তও করা হয়নি। গ্রামগুলির সীমানায় লাগানো হয়নি সোলার লাইট। গ্রামবাসীদের সোলার টর্চও দেওয়া হয়নি। নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, লংকা গুঁড়োর ধোঁয়া বা ড্রাম বাজিয়ে হাতি তাড়াতে হবে। সেটাও পালন করেনি রাজ্যের বন দপ্তর।

দেরাদুনে বেপরোয়া গতির বলি ৬ পড়ুয়া

দেরাদুন, ১৫ নভেম্বর : একদিন দলবেঁধে জনা সাতেক কলেজ পড়ুয়া বেরিয়েছিলেন বেড়াতে। রাস্তার ধাবায় কবজি ডুবিয়ে খানাপিনার পর গাড়ি নিয়ে শুরু হয় তাঁদের বেপরোয়া দৌড়। কিন্তু তার পরিণতি হল মর্মান্তিক। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে মারাত্মক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছয়জনের। আর একজন প্রাণে বাঁচলেও আপাতত হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা যায়, একটি বিএমডব্লিউ গাড়ির সঙ্গে রেষারেষি করতে গিয়েই ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে পড়ুয়াদের টয়োটা ইনোভা গাড়িটি। ঘটনাটি ঘটে ১২ নভেম্বর কাকভোরে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওএনজিসি চকে একটি বিএমডব্লিউ গাড়ির সঙ্গে পড়ুয়াদের গাড়িটি রেষারেষিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে পড়ুয়াদের মদ্যপানের বিষয়টি নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে পুলিশ।

শোকপ্রকাশ করে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেন, 'ছয় তরুণের মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁদের আত্মার চিরশান্তি হয় এবং শোকস্তব্ধ পরিবারগুলি এই শোক সহ্য করার শক্তি পায়।'

ধড়-মুণ্ডু আলাদা

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করছে।

দুর্ঘটনায় আহত সিদ্ধেশের বাবা বিপিন আগরওয়াল সবাইকে ভুয়ো খবর না ছড়ানোর আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, 'ছয়টি পরিবার তাদের সন্তান হারিয়েছে। আমাদের ছেলের অবস্থা গুরুতর। আমরা অনুরোধ করছি, দয়া করে গুজব ছড়াবেন না। পুলিশ তদন্ত করছে এবং সময়মতো সত্য উদঘাটিত হবে।'

দুর্ঘটনাস্থলের যে ভিডিও প্রথমে ছড়িয়ে পড়ে তাতে দেখা যায়, সংঘর্ষের ধাক্কায় উড়ে গিয়েছে গাড়ির ছাদ। মৃতদের মধ্যে কারও মাথা নেই, কারও দেহ গাড়ির ভিতরেই পিষ্ট হয়ে আছে। রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। দুর্ঘটনার পর একাধিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজমাধ্যমে। তবে সে দৃশ্যের ভয়াবহতা দেখে তা মুছে দিয়েছে 'এক্স'।

মৃতদের সকলকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের নাম কুণাল কুকরেজা (২৩), অতুল আগরওয়াল (২৪), ঋষভ জৈন (২৪), নব্যা গোয়েল (২৩), কামাক্ষী (২০) এবং গুণীত (১৯)। এঁদের মধ্যে কুণাল হিমাচলপ্রদেশের বাসিন্দা, বাকিদের বাড়ি দেরাদুনে। একমাত্র জীবিত ব্যক্তি সিদ্ধেশ আগরওয়াল (২৫) গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনিই পার্টির আয়োজক ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

'বিরসা মুন্ডা চক' নামকরণে রাজনৈতিক তর্জা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : দিল্লির সরাই কালে খাঁ চকের নাম পালটে বিরসা মুন্ডা চক রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার শুক্রবার এই ঘোষণা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নায়ক এবং আদিবাসী নেতা 'ভগবান' বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকীর দিন উপলক্ষ্যে এই ঘোষণা করা হয়। এ নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার তথা বিজেপিকে।

বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাট্টার শুক্রবার বলেন, 'আজ থেকে সরাই কালে খাঁ চকের নতুন নাম বিরসা মুন্ডা চক। তাঁর মূর্তি, তাঁর নামাঙ্কিত এই চক শুধু দিল্লিবাসী নয়, বিরসার জীবনের মূল্যবোধ এবং সংগ্রাম এখানে আসা প্রতিটি মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

কিছুদিন আগে সরাই কালে খাঁ চকে বিরসা মুন্ডার মূর্তি উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তারপরেই কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী সরাই কালে খাঁ চকের নাম বদলের কথা ঘোষণা করলেন। দিল্লিতে বেশ কয়েকটি এলাকা এবং রাস্তার নাম বদল হয়েছে আগেই। এবার সেই তালিকায় জুড়ল সরাই কালে খাঁ চক। এখানে একটি আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাল রয়েছে। অওরঙ্গজেব রোডের নাম বদলে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের নামে করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনের রেসকোর্স রোডের নাম বদলে করা হয় লোককল্যাণ মার্গ। ডালহৌসি রোডের নাম পালটানোরও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেটির নাম দারা শিকো রোড করার দাবি উঠতেই আপত্তি জানিয়েছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদেরা। তাঁদের যুক্তি ছিল, বারবার রাস্তার নাম বদলের সিদ্ধান্ত আসলে ইতিহাসের সঙ্গে খেলা করা। তারপরেও রাজপথের নাম বদলে করা হয় 'কর্তব্যপথ'। বিরসা মুন্ডাকে সম্মান জানাতে এই চকের নাম বদল নিয়েও কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। তাদের বক্তব্য, একদিকে আদিবাসীদের জল-জমি-জঙ্গল কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে তাদের খুশি করতে বিরসা মুন্ডার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। আদিবাসীদের উন্নয়ন না করে তাদের ভোট টানার রাজনীতি করছে বিজেপি।

কংগ্রেসের দাবি, 'ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোটের কথা ভেবেই বিজেপি সরকার নাম বদল করছে। কিন্তু আদিবাসীদের জমি ও জঙ্গলের অধিকার রক্ষায় কার্যত কিছুই করছে না।' তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের অভিযোগ, 'আদিবাসী উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে কমানো হচ্ছে। ২০২৪ সালের বাজেটে তপশিলি উপজাতি শব্দটি মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছে।'

আপত্তি অজিতের, প্রশ্ন বিজেপির একাংশেরও

'বাটেঙ্গে' স্লোগানে বিপত্তি মহাযুতিতে

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' স্লোগান এখন হিন্দিবলয়ের সবথেকে বড় রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে মহারাষ্ট্রে বিজেপি এবং মহাযুতির ভোটপ্রচারেও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সেই স্লোগান ঘিরে মহাযুতির অন্দরে তো বটেই, বিজেপির একাংশেরও আপত্তি উঠছে। আর তাতে ভোটের মুখে হঠাৎই অস্বস্তিতে মহারাষ্ট্রের শাসকজোট।

এনসিপি নেতা তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার আপত্তি তুলেছেন যোগীর ওই স্লোগান নিয়ে। তিনি তাঁর সমর্থকদের বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের ওই স্লোগান যেন মহারাষ্ট্রের ভোটে ব্যবহার করা না হয়। একটি সাক্ষাৎকারে অজিত পাওয়ার বলেন, 'আমি জনসভায় এবং সংবাদমাধ্যমের কাছে বারবার ওই স্লোগান নিয়ে আমার আপত্তির কথা জানিয়েছি। কিছু বিজেপি নেতাও আমার সঙ্গে একমত। এটা উত্তরপ্রদেশ নয়। এই ধরনের স্লোগান উত্তরে চলতে পারে। কিন্তু এখানে এসব চলে না।' যোগীর বদলে মোদির স্লোগানকে তিনি মহারাষ্ট্রের পক্ষে আদর্শ বলে দাবি করেছেন। অজিত পাওয়ার বলেন, 'আমাদের নিজস্ব নীতি-আদর্শের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং প্রধানমন্ত্রীর এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় স্লোগান মেনে চলে।'

বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের আরও এক উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ অবশ্য বাটেঙ্গে স্লোগানের পক্ষে। তিনি বরং প্রশ্ন তুলেছেন অজিত পাওয়ারের অতীত রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে। ফড়নবিশ বলেন, 'যোগী আদিত্যনাথের স্লোগানের মধ্যে খারাপ কিছু তো আমি দেখছি না। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, জাতপাত, সম্প্রদায় এবং রাজ্যের ভিত্তিতে যখনই ভাগাভাগি হয়েছে তখন আমাদের দেশই দুর্বল হয়েছে। অজিত পাওয়ার দীর্ঘদিন ধর্মনিরপেক্ষ এবং হিন্দুবিরোধী মতাদর্শের সঙ্গে কাটিয়েছেন। যাঁরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করেন তাঁদের কথায় হিন্দুত্বের বিরোধিতা থাকেই। মানুষের আবেগের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হতে ওঁর খানিকটা সময় লাগবে।' ফড়নবিশের এই বার্তা সত্ত্বেও অজিত বলেন, 'সবার নিজস্ব ধ্যানধারণা রয়েছে। আমি জানি না ফড়নবিশ কী বলেছেন। কিন্তু আমরা বাটেঙ্গের মতো স্লোগানকে সমর্থন করি না।'

> এটা উত্তরপ্রদেশ নয়। এই ধরনের স্লোগান উত্তরে চলতে পারে। কিন্তু এখানে এসব চলে না।
>
> **অজিত পাওয়ার**

অজিত পাওয়ারকে নিয়ে বিজেপির ছুঁতমার্গ অবশ্য বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমাবেশেও দেখা গিয়েছে। মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে মোদির জনসভায় বাকি শরিক দলের নেতারা হাজির থাকলেও অনুপস্থিত ছিলেন অজিত পাওয়ার। ছিলেন না এনসিপির কোনও শীর্ষনেতা। ভোটের আগে মোদির জনসভায় এনসিপির অনুপস্থিতি মহাযুতির অন্দরের অশান্তিকে বেআব্রু করে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

যোগীর স্লোগানে আপত্তি তুলেছেন কংগ্রেস ছেড়ে গেরুয়াশিবিরে যোগ দেওয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বান এবং বিজেপিনেত্রী পঙ্কজা মুন্ডেও। অশোক চহ্বান বলেন, 'এই স্লোগানের এখানে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। নির্বাচনের সময় স্লোগান দেওয়া হয়। কিন্তু এই নির্দিষ্ট স্লোগানটি রুচিশীল নয়। আমি মনে করি না, মানুষ এটা মেনে নেবেন। ব্যক্তিগতভাবে বলছি, আমি এই ধরনের স্লোগানের পক্ষে নই।' অপরদিকে প্রয়াত বিজেপি নেতা গোপীনাথ মুন্ডের মেয়ে পঙ্কজা মুন্ডে বলেন, আমার রাজনীতি একটু আলাদা। একই দল করি বলেই আমি এই ধরনের স্লোগানকে সমর্থন করতে পারি না।' ফড়নবিশ দাবি করেছেন, অশোক চহ্বান, পঙ্কজা মুন্ডেরা স্লোগানের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারেননি।

উদ্ধার ৭০০ কেজি মাদক

আহমেদাবাদ, ১৫ নভেম্বর : আবার বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হল গুজরাট উপকূল সংলগ্ন আরবসাগর থেকে। শুক্রবার ভোররাতে পোরবন্দরের কাছে ইরান থেকে আসা একটি নৌকা আটক করে উপকূলরক্ষী বাহিনী, নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) ও গুজরাট পুলিশের এটিএসের যৌথ তদন্তকারী দল। নৌকা থেকে ইরানের ৮ নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাওয়া গিয়েছে ৭০০ কেজি মাদক। এর বাজারদর প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকা।

এনসিবির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (অপারেশনস) জ্ঞানেশ্বর সিং জানান, রেজিস্ট্রেশনহীন একটি নৌকায় করে মাদক পাচার করা হবে বলে গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য ছিল। তার ভিত্তিতে এদিন অভিযান চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'এই গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অপারেশন কোড নাম সাগর-মন্থন-৪ শুরু করা হয়েছিল। ভারতীয় নৌবাহিনী নৌকাটিকে চিহ্নিত করে। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়েছে।'

গুজরাট উপকূল থেকে চলতি বছর উদ্ধার হয়েছে ৩,৪০০ কেজি মাদক। পাচারের অভিযোগে ১১জন ইরানি এবং ১৪ জন পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলোর রোশনাইতে স্বর্ণমন্দির। গুরুনানক জন্মজয়ন্তীতে শুক্রবার অমৃতসরে।

নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কও ধর্ষণ

বম্বে হাইকোর্ট

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কও আইনের চোখে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে বলে জানিয়ে দিল বম্বে হাইকোর্ট। এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১০ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ বহাল রেখেছে উচ্চ আদালতের নাগপুর বেঞ্চ। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি গোবিন্দ সনপ বলেছেন, '১৮ বছরের নীচে কোনও মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন আইনের দৃষ্টিতে ধর্ষণ, সে বিবাহিত হোক বা না হোক।' আদালত শুক্রবারের রায়ে এও জানিয়েছে, 'নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কের সুরক্ষা দাবি করা যায় না।'

নাবালিকা স্ত্রীকে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত স্বামীকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল নিম্ন আদালত। কিন্তু সম্মতির বিষয়টি যুক্তি হিসাবে খাড়া করে সাজা মকুবের আর্জি জানান অভিযুক্ত। কিন্তু নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রাখে উচ্চ আদালত।

২০১৯ সালে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন অভিযোগকারিণী।

শ্রীলঙ্কার সংসদ ভোট

বাম জোটেরই জয়

কলম্বো, ১৫ নভেম্বর : প্রেসিডেন্ট ভোটের পুনরাবৃত্তি ঘটল শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্ট নির্বাচনেও। শুক্রবার প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী ২২৫ আসনের পার্লামেন্টে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বামপন্থী প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকের দল জনতা বিমুক্তি পেরামুনা (জেভিপি)-র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) জোট। তাদের দখলে গিয়েছে ১৩৭টি আসন। গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে এনপিপি মাত্র ৩টি আসনে জয়ী হয়েছিল। ভোট শতাংশের বিচারেও অন্যদের টেক্কা দিয়েছে শাসক জোট। ৬২ শতাংশ ভোট পেয়েছে এনপিপি।

প্রধান বিরোধী দল সাজিথ প্রেমদাসার জানা বালাওয়েগায়া পার্টি ১৮ শতাংশ ভোটের জোরে মাত্র ২৮টি আসন জিতেছে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংঘের নিউ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের প্রার্থীরা ৩টি আসনে জয়ী হয়েছেন। দলটির ভোট ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। দীর্ঘদিন শ্রীলঙ্কা শাসন করা গোতাবায়া রাজাপাক্ষে ও তাঁর দাদা মাহিন্দা রাজাপাক্ষের দল শ্রীলঙ্কা পড়ুজানা পেরামুনা ৩ শতাংশ ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানে নেমে গিয়েছে। দলটি কোনও আসন জিতেছে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে জাফনা থেকে বাত্তিকালোয়া পর্যন্ত এলাকায় ভালো ফল করেছে তামিল দলগুলি।

শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টের ১৯৬টি আসনে সরাসরি ভোট হয়। বাকি ২৯টিতে রাজনৈতিক দলগুলির প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। এদিন ফল প্রকাশের পর দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট দিশানায়েকে। তিনি বলেন, 'সেপ্টেম্বর থেকে (প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর) শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। আশা করা যায় আগামী দিনেও তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এই ভোট শ্রীলঙ্কার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রত্যাশা মতো মানুষ আমাদের একটি শক্তিশালী পার্লামেন্ট গঠনের সুযোগ দিয়েছে।'

> এই ভোট শ্রীলঙ্কার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রত্যাশা মতো মানুষ আমাদের একটি শক্তিশালী পার্লামেন্ট গঠনের সুযোগ দিয়েছে।
>
> **অনুরা কুমারা দিশানায়েকে**
> *প্রেসিডেন্ট, শ্রীলঙ্কা*

ক্ষমতায় আসার পর মুদ্রাস্ফীতি ঠেকানো, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা, দুর্নীতি বিরোধী আইন তৈরি, জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও করের বোঝা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দিশানায়েকে। সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য দিশানায়েকের পার্লামেন্টের সমর্থন জরুরি ছিল। এবার শাসক জোটের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্তি প্রেসিডেন্ট দিশানায়েককে প্রতিশ্রুতি পূরণে কতটা সাহায্য করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সব মহল।

হিজাব বিরোধীদের জন্য ক্লিনিক

তেহরান, ১৫ নভেম্বর : হিজাব ঠিক মতো না পরার জন্য দু'বছর আগে পুলিশি হেপাজতে মৃত্যু হয়েছিল তরুণী মাহসা আমিনির। সম্প্রতি পোশাকবিধির প্রতিবাদে রাস্তায় অন্তর্বাস পরে হাঁটার পর তেহরানে উধাও হয়ে যান ইসলামিক আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আহু দারইয়াই। শুধু ইরানেই নয় তা নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে আন্তর্জাতিক বিশ্বে। সেই উদ্বেগের মোড় ঘোরাতে এবার নতুন পন্থা ইরানের। তেহরান জানিয়েছে, হিজাব পরতে অনিচ্ছুকদের মানসিক চিকিৎসা করা

ফরমান ইরানের

হবে। সেজন্য খোলা হবে ক্লিনিক। অনেকে আশঙ্কা করছেন, আসলে ক্লিনিকগুলি হবে আটক কেন্দ্র, কারাগার।

ইরানে বাধ্যতামূলকভাবে হিজাব আইন যাঁরা মানবেন না, তাঁদের জন্য যে চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হচ্ছে তার নাম হবে 'হিজাব অপসারণ চিকিৎসা কেন্দ্র'। ইরানের উইমেন অ্যান্ড ফ্যামিলি দপ্তরের প্রধান মেহরি তালেবি দারেসতানি এক বিদেশি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ক্লিনিকে হিজাব অপসারণকারীদের বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা হবে। ইরান ও আন্তর্জাতিক স্তরের বহু সমাজকর্মীর বক্তব্য, মেয়েদের দাবিয়ে রাখার এ এক নয়া পন্থা। মহিলারা ভয় পাচ্ছেন।

চট্টগ্রাম-করাচি জাহাজ চলাচল শুরু

পাক ঘনিষ্ঠতার লাভ-ক্ষতি নিয়ে চর্চা বাংলাদেশে

ঢাকা, ১৫ নভেম্বর : ১৯৭১-২০২৪। প্রায় ৫৪ বছর পর পাকিস্তানের সঙ্গে নৌ-যোগাযোগ শুরু করল বাংলাদেশ। চলতি সপ্তাহের শুরুতে করাচি থেকে আসা একটি মালবাহী জাহাজ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করেছিল। সেখানে কিছু মাল খালাস করার পর জাহাজটি ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। আর এই জাহাজকে সামনে রেখেই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়ার বার্তা দিচ্ছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফেও পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

যদিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে অতিরিক্ত পাক ঘনিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আওয়ামি লিগ ও বিএনপির একাধিক নেতা ঘরোয়া আলোচনায় পাকিস্তানের সঙ্গে পণ্য আদানপ্রদান বাংলাদেশের পক্ষে আদৌ লাভজনক কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন। বরং এই ধরনের পদক্ষেপ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে বলে তাঁরা স্বীকার করেছেন। শুক্রবার পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তান থেকে জাহাজের আগমন নিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

তবে ভারত যে বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর রাখছে, সাউথ ব্লকের এক কর্তা স্পষ্টভাবে সেই কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরেও বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী ভারত। সেই নীতি মেনে সেখানে পেঁয়াজ, ডিম, লংকা থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হচ্ছে। কিন্তু পরিমাণে নগণ্য ইলিশ রপ্তানি নিয়েও অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু পদাধিকারী এবং সেখানকার বর্তমান শাসকদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত একটি গোষ্ঠী যেভাবে 'ঝড়' তোলার চেষ্টা করেছে, তা দিল্লির নজর এড়ায়নি। একইভাবে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টিজনিত জলস্তর বৃদ্ধিকে বাংলাদেশে ভারতবিরোধিতার অস্ত্রে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে। পাকিস্তান থেকে জাহাজ আসা নিয়ে অতি-চর্চা যে কৌশলের অঙ্গ।

আর্থিকভাবে পঙ্গু এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোণঠাসা পাকিস্তানকে ভারতের বিকল্প খাড়া করার চেষ্টা হাসিনাহীন দেশের মৌলিক সমস্যাগুলি থেকে আমজনতার নজর ঘোরানোর চেষ্টা বলে মনে করছেন কূটনীতিকদের একাংশ।

চট্টগ্রাম বন্দরে করাচি থেকে আসা যে জাহাজ নিয়ে এত চর্চা সেটি আদৌ কোনও পাকিস্তানি সংস্থার নয় বলেই জানা গিয়েছে। পানামার পতাকাবাহী কনটেনার জাহাজটির নাম উয়ান জিয়াং ফা ঝান। বুধবার ঢাকার পাক দূতাবাস থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, করাচি থেকে একটি মালবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে। এটি দু-দেশের মধ্যে প্রথম সরাসরি সামুদ্রিক সংযোগ যা ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক চাহিদাকে তুলে ধরেছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আহমেদ মারুফ বলেন, 'সরাসরি সমুদ্র যোগাযোগের ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার হবে।' তবে সেই সম্পর্ক সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কতটা অক্সিজেন জোগাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নজর অ্যাকাউন্ট ভাড়ায়

ট্যাব দুর্নীতির ফাঁদে টোটোচালক, চা শ্রমিক

উত্তরের জামতাড়া/৩

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৫ নভেম্বর : 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট' - শুধু যে কথার কথা নয় তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে ট্যাব দুর্নীতির এপিসেন্টার বা উপকেন্দ্র চোপড়া। শুধুমাত্র ঘরে বসে টাকা পাওয়ার লোভে প্রচুর সংখ্যক সাধারণ মানুষ সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়েছেন। কৃষক, ক্ষুদ্র চা চাষি, চা বাগান শ্রমিক, টোটোচালক কে নেই এই তালিকায়? একইভাবে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার লোভে সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়া তরুণদের অপহরণ করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করেছে এলাকার মস্তানরা, এমন নজিরও আছে।

পুলিশের সাইবার শাখার অভিযানে ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে একের পর এক পান্ডা ধরা পড়তেই চোপড়াজুড়ে সাধারণ মানুষের বড় অংশের মধ্যে থরহরিকম্প শুরু হয়েছে। অন্তত চোপড়ার একের পর এক এলাকা চষে এই তথ্য ও চিত্র উঠে এসেছে।

মাত্র ৫০০ মিটার দূরে বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া। কৃষিকাজই এলাকাবাসীর জীবনজীবিকার একমাত্র উপায়। সংসারে টানাটানি লেগেই থাকে। আর সেই তাগিদেই উপরি রোজগারের লোভে আমজনতা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেয় সাইবার অপরাধীদের কাছে। সীমান্তবর্তী মণ্ডলবস্তি গ্রামে বাঁশঝাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে ভরদুপুরে শুকনো মুখে একনিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে চুপ করে গেলেন বছর চল্লিশের এক তরুণ।

-আপনি কি নিজের অ্যাকাউন্ট ওদের ভাড়া দিয়েছেন?

সোজাসুজি এই প্রশ্নের জবাব না দিলেও যা বোঝানোর চেষ্টা করলেন তিনি, তাতে মাথা ঝিম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। তরুণের কথায়, 'ধৃত সাদিক হোসেনের কাছে গ্রামের কমপক্ষে ৫০০ জনের অ্যাকাউন্ট ছিল। শুধুই কি ট্যাব! লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে সঠিক তদন্ত হলে কী যে বেরিয়ে আসবে তা কল্পনার বাইরে।'

কয়েক মাস আগে সাদিককে গ্রাম থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এলাকার মস্তানরা। মুক্তিপণ দাবি করে পাঁচ লক্ষ টাকা। শেষে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় রফা হয়। মণ্ডলবস্তির অলিগলির সকলেরই এই ঘটনা জানা। গ্রামের এক শিক্ষিত ব্যক্তি বাড়িতে বসিয়ে চাপা গলায় কথাগুলি বলছিলেন।

অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিলে কত টাকা মেলে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে একেকরকম তথ্য উঠেছে একেক এলাকায়। শাসকদলের প্রভাবশালী এক নেতার ভাই ধনীরহাট বিএসএফ ক্যাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'অ্যাকাউন্টে ১০ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঢুকলে পঞ্চাশ শতাংশ হিসেবে দেয় সাইবার প্রতারকরা। আবার সেই টাকাই যখন লক্ষাধিক হয়, হিসেব বদলে যায়। তখন ৭০ শতাংশ প্রতারকের, বাকি ৩০ শতাংশ অ্যাকাউন্ট ধারকের।' তাঁর সংযোজন, 'এই চক্রের মূল টার্গেট নিরীহ গরিব মানুষ। কারণ তাঁরা সহজে মুখ খুলবেন না। সঙ্গে ধমকে তাঁদের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিলে প্রতারকদের রোজগার বেশি।' এমনও প্রচুর মানুষ আছেন, যাঁরা নিজের অ্যাকাউন্ট তো দিচ্ছেনই, সঙ্গে কমিশনের লোভে এজেন্ট হিসেবে এলাকার পড়শিদের অ্যাকাউন্ট নম্বর জোগাড়ের কাজও করছেন।

মিরচাগছ আর গোয়ালগছ গ্রামের মাঝামাঝি এলাকায় দাঁড়িয়ে এক টোটোচালকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আতঙ্কিত গলায় তিনি প্রশ্ন করে বসলেন, 'দাদা, যারা অভিযুক্তদের হাতে অ্যাকাউন্ট তুলে দিয়েছে তাদেরও ধরে নিয়ে যাবে?' আচমকা এমন প্রশ্নে চমকে উঠতে দেখেই তিনি বললেন, 'যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের একজনের হাতে আমার পরিচিত একজন বেশ কিছু অ্যাকাউন্ট তুলে দিয়েছে।' মিরচাগছ গ্রামের এক ব্যক্তি সেখান থেকে ধৃত মোবারকের মোবাইলে ২০টি অ্যাকাউন্ট নম্বর পাঠিয়েছিলেন। তিনিও ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছেন। লালবাজারের তদন্তকারীরা মোবারককে গ্রেপ্তারের দিন স্থানীয় এক ব্যক্তির মোবাইল ফোনও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। নিজের বাড়ির মূল গেটে দাঁড়িয়ে হতাশ দেখিয়েছে ওই ব্যক্তিকে। পুলিশ মোবাইল নিয়ে গেল কেন? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিলেও তাঁর সাফাই, 'আমি নিরপরাধ'। মিরচাগছ পিএমজি হাটে সাইকেল নিয়ে দুধ বিক্রি করতে এসেছিলেন ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি। খোলা গলায় তাঁর যুক্তি, 'গরিব বলে আমি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট প্রতারকদের দিয়ে দেব এটা হতে পারে না। যারা দিয়েছিল তারা এখন ভুগতে শুরু করেছে। ওইজন্যই তো কথায় বলে, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।' *(চলবে)*

চেন্নাই-এর মেরিনা বিচে উঠে এসেছে ডলফিনের দেহ। শুক্রবার। - পিটিআই

মহিষের বীর্য বিক্রি করে মাসে আয় ৫ লাখ

চণ্ডীগড়, ১৫ নভেম্বর : আনমোলের ওজন ১৫০০ কেজি। দেহের ওজনের মতোই বিলাসী জীবন তার। প্রতিদিন তার পেট ভরাতে ১৫০০ টাকা খসাতে হয় মালিক গিল'কে।

দিনভর খাওয়ার বহরও তার দেখার মতো। মেনুতে থাকে ২৫০ গ্রাম কাঠবাদাম, ৩০টা কলা, ৪ কেজি বেদানা, ৫ কেজি দুধ আর ২০টি ডিম। সঙ্গে তো থাকছেই সয়াবিন, ভুট্টা, ঘি, তেলের খৈল আর টাটকা ঘাস। ভাবছেন এটাই সব? তার গায়ের চাকচিক্য ধরে রাখতে নিয়মিত বাদাম আর সর্ষের তেল মাখানো হয়। এর সঙ্গে দিনে দু'বার স্নান। প্রলয় ঘটলেও আনমোলের রূপচর্চায় কখনই ছেদ পড়ে না। আনমোলের বাজারদর ২৩ কোটি টাকা।

রাজস্থানের পুষ্কর মেলা, উত্তরপ্রদেশের মিরাটের সর্বভারতীয় কৃষিমেলার পর এবার হরিয়ানাতেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে কালো রঙের সেই মহিষ। তবে তার মালিক আদরের পোষ্যকে বিক্রি করতে রাজি নন। কারণ, আনমোলের বীর্য বিক্রি করেই প্রতি মাসে ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা আয় হয় গিলের। আনমোলকে তোয়াজে রাখার কারণ তার প্রজনন ক্ষমতা ধরে রাখা। সপ্তাহে দু'বার আনমোলের থেকে বীর্য সংগ্রহ করা হয়, যার প্রতি ডোজ ২৫০ টাকা। সেটাই আয়ের উৎস মালিকের।

ধারের টাকা না মেটানোর জের

তরুণের ঘরে ঢুকে গায়ে আগুন বধূর

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে ধারের টাকা মেটাচ্ছিলেন না তরুণ। সেই রাগে ওই তরুণের ঘরে ঢুকে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক মহিলার বিরুদ্ধে। পরে গ্রামবাসী অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। শুক্রবার তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পালপাড়ায় ঘটনাটি ঘটেছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলার হাত ও পায়ের অনেকটা অংশ পুড়ে গিয়েছে। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, কেন এই ঘটনা ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। যেসময় ওই মহিলা ঘরে ঢুকে গায়ে আগুন ধরিয়েছিলেন সেইসময় ওই তরুণ বাড়িতে ছিলেন না। ঘটনার পর থেকে তিনি নিখোঁজ বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, মহিলা শারীরিকভাবে সুস্থ হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে কারণ খতিয়ে দেখা হবে।

তুফানগঞ্জের ইটভাটায় ওই মহিলার সঙ্গে শ্রমিকের কাজ করতেন রঞ্জিত। কাজ করার সময় সহকর্মী মহিলার কাছ থেকে মাস তিনেক আগে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন ওই তরুণ। কাজ করে মাইনে পেলে ধারের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার আচমকা ওই তরুণের বাড়িতে এসেছিলেন ওই মহিলা। সেসময় ওই তরুণ বাড়িতে না থাকলেও তাঁর থাকার ঘরে ঢুকে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সেই মহিলার বিরুদ্ধে।

> ওই মহিলার কাছ থেকে আমার ছেলে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিল। বেতন পেলে ধীরে ধীরে সেই টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল। সেই টাকার জন্য মহিলা ছেলেকে চাপ দিতেন। আচমকাই গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন মহিলা।
>
> **তরুণের মা**

ওই তরুণের মা বলেন, 'ওই মহিলার কাছ থেকে আমার ছেলে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিল। বেতন পেলে ধীরে ধীরে সেই টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল। সেই টাকার জন্য মহিলা ছেলেকে চাপ দিতেন। আচমকাই গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন মহিলা। দাহ্য কিছু তিনি সঙ্গেই নিয়ে এসেছিলেন বলে মনে হচ্ছে। সেসময় ছেলে বাড়িতে না থাকায় বাসিন্দারাই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।'

মহিলার পরিবার জানিয়েছে, আহত মহিলার স্বামী গত কয়েক বছর থেকে ভিনরাজ্যে কর্মরত রয়েছেন। তাই চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাপের বাড়িতে দুই সন্তান নিয়ে থাকেন ওই মহিলা। তবে গ্রামবাসীর অনুমান, একসঙ্গে একই ইটভাটায় কাজ করতে গিয়ে তরুণের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়াতে পারেন তিনি। গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পেছনে সম্পর্কের টানাপোড়েনের ঘটনাও থাকতে পারে।

তবে মহিলার দাদা বলেন, 'ওই তরুণের সঙ্গে আমার বোন কাজ করত ইটভাটায়। কিন্তু কোনও টাকা লেনদেন বা কোনও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে কি না তা আমরা জানি না।'

টাকা পায়নি ১৬৭ পড়ুয়া

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : রাজ্যজুড়ে ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে চর্চা চলছে। শিক্ষা দপ্তরের তরফে পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। সেই টাকা নাকি অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকছে, এমন ঘটনাও সামনে এসেছে। এই দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও আলিপুরদুয়ার জেলায় এই রকম ঘটনা এখনও সামনে আসেনি।

এদিকে, এবছর জেলার ১৬৭ জন ছাত্রছাত্রী এখনও ট্যাবের টাকা পায়নি বলে অভিযোগ। প্রশ্ন উঠছে, ওই শিক্ষার্থীদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে কি টাকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে? যদিও জেলা শিক্ষা দপ্তর জানাচ্ছে, জেলায় এইরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢোকার কারণ অন্য। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুল করিম এই বিষয়ে বলেন, 'জেলায় যে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা ঢোকেনি, সেগুলো ভুল জায়গায় যায়নি। ওদের অ্যাকাউন্টে কিছু সমস্যা থাকায় টাকাই ট্রান্সফার হয়নি। ওই ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টের সঠিক তথ্য দিতে বলা হয়েছে স্কুলগুলোকে।'

তালা ভেঙে চুরি

তুফানগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : একই এলাকায় বারবার চুরির ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল তুফানগঞ্জে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়া এলাকার এক সেনাকর্মীর বাড়িতে। জানা গিয়েছে, বাড়ির মালিক বাড়ি ফাঁকা রেখে কয়েকদিন যাবৎ হাসপাতালে ছিলেন। সেই সুযোগে তালা ভেঙে লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। গৃহকর্ত্রী রিতা বর্মন জানান, নগদ ২০ হাজার টাকা সহ বেশ কিছু সোনার গয়না খোয়া গিয়েছে।

১৫ দিনে স্ট্যাটাস রিপোর্ট তলব

নেত্রীর নির্দেশ উড়িয়ে বালি, পাথর পাচার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে সরকারি জমি জবরদখল, বেআইনি বালি ও পাথর ক্র্যাশার নিয়ে বিস্তর অভিযোগ পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তিনি এই ঘটনার তদন্ত করতে জেলা প্রশাসন এবং সিআইডিকে নির্দেশ দেন। এরপর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সহ শাসকদলের একাধিক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। জবরদখল হয়ে থাকা বেশকিছু সরকারি জমি রাতারাতি বুলডোজার দিয়ে উদ্ধারও করে প্রশাসন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময় থেকে এই তদন্ত কার্যত ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। অবাধে চলছে জমি দখল, বেআইনি খাদান ও ক্র্যাশার। মূলত নকশালবাড়ি, বালাসন নদী ও ওদলাবাড়ি এলাকায় এই অবৈধ খাদান ও ক্র্যাশার চলছে।

তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই নিয়ে অভিযোগ জমা হয়েছে। বুধবারই দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উষ্মা জানিয়ে দেন। বেআইনিভাবে জমির জবরদখল, খাদান ও ক্র্যাশার নিয়ে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা নিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'প্রয়োজনে সরকারি অফিসারদের সরাতে ২ মিনিট সময় লাগবে না।'

দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গে সরকারি জমি জবরদখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল। একইভাবে বেআইনি বালি ও পাথর খাদান ও ক্র্যাশার তৈরি হয়েছিল। প্রশাসনের একাংশের মদতে তা রমরমিয়ে চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর কয়েকদিন এই নিয়ে প্রশাসনিক কর্তারা নড়েচড়ে বসলেও নির্বাচন সংক্রান্ত পরিস্থিতি ও অন্যান্য কারণে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। প্রতি বছর জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বালি খাদান বন্ধ থাকে। কারণ, ওইসময় নদীতে জল ভর্তি থাকে।

> প্রয়োজনে সরকারি অফিসারদের সরাতে ২ মিনিট সময় লাগবে না।
>
> **-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত বালি খাদানের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে একাধিক বালি খাদান ও পাথর ক্র্যাশার নভেম্বরের শুরু থেকেই চালু হয়ে গিয়েছে। দার্জিলিং পৌঁছেই এই নিয়ে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ফিরে তিনি এই নিয়ে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কাছে বিস্তারিত জানতে চান। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তাদের ওপর তিনি যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার কলকাতা ফিরেই এই নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। কত পরিমাণ সরকারি জমি জবরদখল হয়েছে, কতটা জমি উদ্ধার হয়েছে, কতগুলি বেআইনি বালি, পাথর খাদান ও ক্র্যাশার চলছে, তা নিয়ে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের জেলা শাসকের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিবকেও এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

নবান্নের এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'অবৈধভাবে জমি দখল, বালি খাদান ও ক্র্যাশার নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন নীরব হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। এই ব্যাপারে তিনি যে কড়া পদক্ষেপ করতেও চলেছেন, তা মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।'

রংপোর রাস্তায় নিষেধাজ্ঞা

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : রংপো থেকে পায়ং রোড (ভালু মার্গ) মেরামতির জন্য যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হল ১৭ মাইল ফটক-রংপো রাস্তায়। শুক্রবার কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি একটি নির্দেশিকা জারি করে জানান, শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৭ মাইল ফটক থেকে রংপো পর্যন্ত সমস্ত ধরনের ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

তবে জরুরি পরিষেবায় যুক্ত সমস্ত যানবাহনকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রাও যাতায়াত করতে পারবেন, তবে পুলিশের অনুমতি সাপেক্ষে। উল্লেখ্য, ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যানজট এড়াতে অনেকেই ওই রাস্তা ব্যবহার করেন। এই রাস্তাটি বন্ধ থাকায় জাতীয় সড়কের ওপর আরও চাপ বাড়বে।

দুর্ভোগ উত্তরে আসা রেলযাত্রীদের

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ফের দুর্ভোগ ট্রেনযাত্রায়। বর্ধমানের মশাগ্রামে ট্র্যাক মেরামতি এবং সিগন্যাল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হল দক্ষিণ-উত্তরবঙ্গের মধ্যে চলাচল করা ট্রেনের যাত্রীদের। ঘুরপথে বন্দে ভারত, শতাব্দী এক্সপ্রেস চলায় সেই ট্রেনের যাত্রীদের তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি। কিন্তু দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেসের মতো কয়েকটি ট্রেনের যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস এতটাই দেরিতে আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছায়, ট্রেনটির ক্ষেত্রে রি-শিডিউল করা হয়।

এ বিষয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেছেন, 'কিছু কাজের জন্য মশাগ্রামে ব্লক নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কয়েকটি ট্রেন ঘুরপথে চালানো হচ্ছে। কিন্তু কিছু ট্রেন নির্দিষ্ট সময় মেনে চালানো যাচ্ছে না।' ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত এই সমস্যা থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রেলের সূচি অনুযায়ী সকাল আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে (এনজেপি) ঢোকার কথা ছিল হলদিবাড়িগামী দার্জিলিং মেলের। কিন্তু শুক্রবার ট্রেনটি যখন এনজেপিতে ঢুকল, তখন রেলের ঘড়িতে দুপুর ১টা। এদিকে, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার জংশনে দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটের পরিবর্তে পৌঁছায় সন্ধে ৬টা বেজে ১০ মিনিটে। ফলে নিত্যযাত্রীদের পাশাপাশি ভোগান্তির শিকার হন পর্যটকরা।

নাবালিকার মৃত্যুতে বাড়ছে ধন্দ

প্রথম পাতার পর

ও প্রশাসনের কাছে খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে মর্গে ওকে মৃত অবস্থায় দেখি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ১২ নভেম্বর ওই তরুণ ও তার তিন সঙ্গী গলা টিপে আমার মেয়েকে খুন করে। এরপর গাড়িতে করে মেয়েকে ওরা এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। মেয়ের মরদেহ এখান থেকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করি। ১৪ নভেম্বর বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ তা নিতে চায়নি। এরপর পুলিশ সুপারের উদ্দেশে পাবলিক গ্রিভেন্স সেলে অভিযোগ দায়ের করি।'

তবে গোটা ঘটনাটি ঘিরে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছে। ওই তরুণ ওই নাবালিকাকে বাড়ি থেকে ফুঁসলে নিয়ে যাওয়ার পর সাড়ে তিন মাসেও কেন পরিবারের তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি?

অভিযুক্তরা ওই নাবালিকাকে হাসপাতালে রেখে যাওয়ার পর পুলিশ কোন সূত্রে মেয়েটির বাবা-মাকে ফোন করল? তারা কীভাবে মেয়েটির বাবা-মায়ের ফোন নম্বর পেল? পাশাপাশি পুলিশ কেন অভিযোগ নিতে চাইছিল না বলেও প্রশ্ন। সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

রাস উৎসব শুরু

প্রথম পাতার পর

দীর্ঘক্ষণ পুজো চলার পর তিথি মেনে তিনি প্রথমে রাসচক্র ঘোরান। এরপর সেখানে থাকা অতিথিরা রাসচক্র ঘুরিয়ে আশীর্বাদ নেন। রাজ আমলে স্বয়ং মহারাজারা প্রথমে এই রাসচক্র ঘোরাতেন। এখন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি হিসেবে জেলা শাসক এই দায়িত্ব পালন করেন।

তবে এই রাসচক্র ঘোরানোর সময় বিপত্তি বাধে। জেলা শাসক যখন রাসচক্র ঘোরাবেন ঠিক সেই সময়ই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে মদনমোহনবাড়ি চত্বরের আলো নিভে যায়। চারদিকে সবাই তখন মোবাইল ফোনের আলো জ্বালান। সেই পরিস্থিতিতেই জেলা শাসক রাসচক্র ঘোরানো শুরু করেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যুৎ চলে আসে। আগে থেকে এত সতর্কতা নেওয়ার পরেও কেন এধরনের গোলযোগ হল তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। রাসচক্র ঘোরানোর সময় বহু মানুষ সেখানে ভিড় করেন। সেখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

রাসচক্র ঘোরানোর পর মন্দির পরিক্রমা ও মদনমোহনের আশীর্বাদ নিয়ে উৎসবের ফিতে কাটা হয়। তার কিছুক্ষণ পর মন্দিরের প্রবেশপথ ভক্তদের জন্য খুলে দিতেই সেখানে ভিড় উপচে পড়ে। এদিনের পুজো উপভোগ করতে দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে আসা হয়। পুজো দেখতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বাদশী তিথিতে উত্থান যাত্রার সময় মদনমোহনকে গর্ভগৃহ থেকে বারান্দায় নিয়ে আসা হয়েছিল। রাস উৎসব চলাকালীন তিনি বারান্দা থেকেই দর্শনার্থীদের আশীর্বাদ করবেন। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পর মদনমোহনকে সামনে থেকে দেখে আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন ষাটোর্ধ্ব রেণুবালা মণ্ডল। মদনমোহনকে প্রণাম করে তিনি বললেন, 'আমরা মন্দিরের বাইরে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানে একটি বড় স্ক্রিনে পুজো দেখানো হচ্ছিল। সেখানেই মদনমোহনের পুজো দেখলাম। মন্দিরে ঢোকার সুযোগ পেতেই এখানে এসে আশীর্বাদ নিলাম।'

রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে এদিন গোটা মদনমোহনবাড়ি চত্বরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। গাঁদা ফুলের মালায় শ্বেতশুভ্র মায়াবী মদনমোহনবাড়িকে দেখে মোহিত হয়ে পড়ছিলেন দর্শনার্থীরা। মন্দিরের এক কোনায় বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখানেও দর্শনার্থীরা ভিড় করেন।

ভিত্তিস্থাপন

তুফানগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার তুফানগঞ্জ মহাশ্মশানে শ্মশানকালী মায়ের মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করা হল। ২০১৬ সালে পুর এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে শ্মশানে ভক্তরা প্রথম পুজো শুরু করেন। তার কয়েকবছর পর মহাশ্মশান কমিটি নির্মাণ করে স্থায়ী মন্দির নির্মাণের যাত্রা শুরু হয়। কমিটির সভাপতি তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন বলেন, 'শহরের ও শহর লাগোয়া এলাকার বহু মানুষ শেষকৃত্য করতে এই শ্মশানে আসেন। আশা করছি মন্দিরের নির্মাণকাজ ১ বছরের মধ্যেই শেষ করা সম্ভব হবে।'

চাষ জানে না পদ্মের কৃষক

প্রথম পাতার পর

বামফ্রন্ট জমানায় আলিপুরদুয়ারের এক তৃণমূল নেতার কথা। তিনি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে দলের সৈনিক। কিন্তু আন্দোলন সংগঠিত করায় লবডঙ্কা। পাশের জেলা কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নাম তখন প্রায়ই কাগজে উঠত, টিভিতে তাঁকে দেখা যেত।

আক্ষেপ করে আলিপুরদুয়ারের সেই নেতা প্রায়ই এই প্রতিবেদককে বলতেন, 'রবিদা এত প্রচার পান। আমাকে নিয়ে কিছু খবর তো করতে পারেন।' বলতাম, রবীন্দ্রনাথ কিছু কাজকর্ম করেন, আন্দোলন করেন, তাই খবর হয়। আপনিও করুন। নিশ্চয়ই খবর হবে। প্রতিবারই তিনি বলতেন, 'এই তো কলকাতা যাব, ফিরে এসেই কর্মসূচি নেব।' সেই নেওয়াটা আজও হয়নি। আন্দোলন যে পাঁজি-পুঁথি দেখে হয় না, সে কথাটা আজকের অধিকাংশ বিজেপি নেতারাও জানেন না।

বিজেপির এখন সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্য ১ কোটি সদস্য সংগ্রহ। বিজেপির সদস্য হওয়া খুব সহজ। কোনও প্রক্রিয়া নেই। নাম লেখালেই হল। তাতেও সদস্য সংগ্রহে নাকি কালঘাম ছুটছে নেতাদের। প্রথমে দুর্গোৎসবের অজুহাতে বাংলায় কাজটা (বিজেপির ভাষায় সদস্যতা অভিযান) পিছিয়ে দেওয়া হল। তারপর উপনির্বাচনে নাকি দল ব্যস্ত। তাই অভিযানে ভাটার টান।

উপনির্বাচন মাত্র ৬টি কেন্দ্রে। বাকি ২৮৮টি কেন্দ্রে কী সমস্যা? তাছাড়া উপনির্বাচনে নজর কতটা? পদ্ম নেতারা যেন খরচের খাতায় রেখে দিয়েছেন কোচবিহার জেলার সিতাই কেন্দ্রকে। দিলীপ ঘোষ ছাড়া রাজ্যের কোনও নেতা সিতাইয়ের পথ মাড়াননি। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার মাদারিহাট ছুঁয়ে গেলেও সিতাই যাননি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর কোচবিহার পর্যন্ত গেলেন, সিতাইয়ে যাওয়ার তাগিদ বোধ করলেন না। দলও তাঁদের সিতাইয়ে যেতে বলেনি।

ভোটগ্রহণের দিন যেন মাঠ ফাঁকা রেখে দিল বিজেপি। ছাপ্পা ভোট পড়ার অভিযোগ উঠল মাদারিহাটে। প্রার্থী আক্রান্ত হলেন। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর হল। সিতাইয়ে বিজেপির পোলিং এজেন্টকে প্রাণনাশের হুমকির অডিও-ভিডিও ভাইরাল হল। নির্বাচন কমিশনে কিন্তু নালিশ জমা পড়ল না। নেতারা কিছু হম্বিতম্বি করলেন মাত্র।

সিতাই, মাদারিহাটে না হয় উপনির্বাচন। রাজ্যের বাকি অংশে কী সমস্যা? উত্তরবঙ্গে বিজেপি সাংসদ আছেন মালদায়, রায়গঞ্জে, দার্জিলিংয়ে, জলপাইগুড়িতে। বালুরঘাটের সাংসদ নিজে দলের রাজ্য সভাপতি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। এত ভারী ভারী জনপ্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও সদস্য সংগ্রহে গতি নেই। তৃণমূল যে কার্যত একতরফা ভোট করিয়ে নিল, তা নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্যও নেই। যা কিছু আস্ফালন কলকাতায়। বিবৃতিতে তৃণমূলকে ধুইয়ে দিয়ে ক্ষান্ত সুকান্ত, শুভেন্দু, দিলীপরা।

প্রচার হচ্ছিল, আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের পর এই উপনির্বাচন বাংলায় শাসকদলের অ্যাসিড টেস্ট। মানুষের শাসক বিরোধী ক্ষোভ কিন্তু যথেষ্ট আছে। কিন্তু ভোটে কাজে লাগাতে হলে সেই ক্ষোভকে ইভিএম পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। তার জন্য দলের পরিকাঠামো থাকা দরকার। শাসক-পুলিশের মোকাবিলায় ধৈর্য, সাহস, কৌশল, মরণপণ চেষ্টা ইত্যাদি দরকার হয়। যা বাম জমানার শেষদিকে তৃণমূলের ছিল। সেসবে বিজেপির তাগিদ কম।

অথচ ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন ষোলোআনার ওপরে আঠারোআনা। কিন্তু সংগঠনে মন নেই। ভরসা আদালত, কেন্দ্রীয় সরকার, আধাসেনা ইত্যাদিতে। তাতে যে সাত মন তেল পুড়বে না, রাধাও নাচবে না- এই বোধটার অভাব বঙ্গ বিজেপিতে। যে কৌশলে জনমত সমীক্ষা উলটে দিয়ে হরিয়ানা দখল করে বা মহারাষ্ট্র বা ঝাড়খণ্ডে সুপরিকল্পিত ভোট করায় বিজেপি, বাংলায় তার ছিটেফোঁটা দেখা যায় না।

বাংলায় দুর্নীতির শেষ নেই। সর্বশেষ সংযোজন ট্যাব কেলেঙ্কারি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু প্রকল্পের বরাদ্দও মাঝে মাঝে পাচারের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু দুর্নীতি যতই হোক, সেটা টপকে সরকারি ভাতার সৌজন্যে ইভিএমে ভোট টেনে নেয় সেই ঘাসফুলের বোতামই। এর পালটা ন্যারেটিভ না তৈরি করতে পেরেছে বিজেপি, না বাম-কংগ্রেস। অথচ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগে বাজার গরম করেই শেষ।

একই লক্ষ্যে মহারাষ্ট্রে বিজেপির জোট সরকার চালু করেছে মুখ্যমন্ত্রী মাজি লড়কি বহিন যোজনা। ঝাড়খণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মাইয়া সম্মান যোজনা চালু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চটিতে একই কারণে পা গলিয়েছেন হেমন্ত সোরেন। ফলে যতই দুর্নীতি হোক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার ধার কমে যায়। কেন না, অন্য রাজে একই ছকে ভোট দখলের চেষ্টা করে অন্য দলগুলি। যে কারণে বিজেপি বা বাম-কংগ্রেস বাংলায় তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে কিছুতেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না মানুষের কাছে।

রাসচক্র তৈরি। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

কোচবিহারের মদনমোহনবাড়িতে শুরু হয়েছে রাস উৎসব। মদনমোহনের দ্বাদশ যাত্রার অন্যতম হল এই রাসযাত্রা। রাস উৎসবে রাসচক্র স্পর্শ করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের উন্মাদনা সত্যিই অবাক করার মতো, আলোকপাত করলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস।

রাসচক্রের নাড়ি-নক্ষত্র

রাজ আমলের রীতি মেনে রাসচক্রের পুজো। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

রাসদণ্ড

মদনমোহনবাড়ির ভবানী মন্দিরের সামনের ফাঁকা অংশে তৈরি করা হয় সুবিশাল এই রাসচক্র। রাসচক্রকে ঘিরে তৈরি হয় রাসমঞ্চ। ৩৪ ফুট লম্বা শাল কাঠ দিয়ে প্রস্তুত হয় রাসচক্রটি। এই শাল কাঠটি হল রাসদণ্ড। যা মাটির নীচে ৪ ফুট গাঁথা হয়। বাকিটা বাইরে থাকে। মদনমোহনবাড়ির সামনের বৈরাগীদিঘিতে সুবিশাল এই শাল কাঠের রাসদণ্ডটিকে সারা বছর ডুবিয়ে রাখা হয়। রাসের ১৫ দিন আগে জল থেকে তোলা হয় তাকে। তারপর সেটিকে ঘষেমেজে ভালো করে পরিষ্কার করা হয়। এই শাল কাঠের রাসদণ্ডকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে রাসমঞ্চ।

পাঁচ চাকতি

মূল শাল কাঠের চারিদিকের ৮টি লোহার পাইপ দিয়ে একটি মঞ্চ তৈরি হয়। মাথার ওপর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে দেওয়া হয় ছাউনি। এরপর রাসদণ্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধানে পাঁচটি লোহার চাকতি লাগানো হয়। সেখানে রাসচক্রের আকারে বাঁশের ফ্রেম দিয়ে একটি খাঁচা তৈরি করা হয়। রাসচক্রটি অষ্টকোনাকৃতির। লম্বালম্বি দেখতে অনেকটা জ্যামিতিক কোণের মতো।

রাসের কারিগর

রাসচক্রের বাঁশের খাঁচাটি বংশপরম্পরায় তৈরি করতেন টাপুরহাটের রতিন্দ্রনারায়ণ তারপর তার ছেলে পুতুলনারায়ণ। পরবর্তীতে ভরতচন্দ্র রায় এবং বর্তমানে তার ভাইপো অরুণকান্তি রায় ২০১৪ সাল থেকে রাসমঞ্চ ও রাসচক্রের কাজটি করে আসছেন। অরুণ বললেন, 'আমি পুতুলনারায়ণের সঙ্গেও কাজ করেছি। ছোট থেকেই ওদের কাজ দেখে ইচ্ছে ছিল আমিও একদিন রাসচক্র তৈরির কাজ করব।'

আলতাফ মিয়াঁ

রাসচক্রের এই বাঁশের খাঁচাটির মধ্যেই কাগজের নকশা করা বাঁশের ফ্রেমগুলি পরপর জুড়ে দেওয়া হয়। এই বাঁশের ফ্রেমে কাগজের নকশা করে আলতাফ মিয়াঁর পরিবার। গত বছর রাসযাত্রাতেও রাসচক্রের এই কাজটি করেছিলেন আলতাফ মিয়াঁ নিজে হাতে। এ বছর অসুস্থতার কারণে তাঁর ছেলে আমিনুর হোসেন রাসচক্রের কাগজের নকশার ফ্রেমগুলি বানাচ্ছেন। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছানুসারে প্রথম রাসচক্র প্রস্তুত করেন পান মহম্মদ মিয়াঁ। এরপর তাঁর ছেলে আজিজ মিয়াঁ এই দায়িত্ব পালন করেন। এভাবেই বিগত তিন পুরুষ ধরে তাঁরা এই রাসচক্র নির্মাণ করছেন বলে জানালেন আলতাফ মিয়াঁ।

তিন ধর্ম

রাসযাত্রার দিন রাসচক্রের ফ্রেম এবং রাসমঞ্চকে পুরোপুরি তৈরি করে দেন অরুণকান্তি রায়। এরপর দুপুরে কাগজের নকশা করা ফ্রেমগুলোকে খুব সাবধানে ঝুলিয়ে দেয় আলতাফের পরিবার। এভাবেই কোচবিহারের শতাব্দীপ্রাচীন রাসমঞ্চ এবং রাসচক্র হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। মদনমোহনের রাস উৎসবের জন্য রাসচক্রটিকে যে রকম দুটি ধর্মের মানুষ হাতে হাত লাগিয়ে গড়ে তোলেন তেমনই এই রাসচক্রের নির্মাণশৈলিতে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

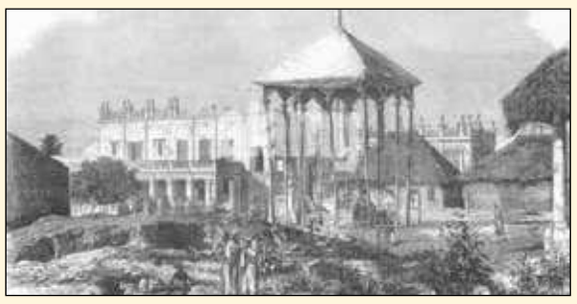

রাজবাড়ির সামনে পুরোনো আমলের রাসচক্র। - ফাইল চিত্র

রাস-মাহাত্ম্য গুমরে মরে দহনজ্বালায়

একসময় রাস ছিল শান্তির, ভক্তির, নিশ্চিন্ত নিবেদনের। যাঁরা রাসমেলায় যেতেন তাঁদের কখনও মনে পড়েনি বাড়ির গোরুবাছুর চুরি করে নিয়ে যাবে গোরু চোরেরা। কখনও মনে পড়েনি ধানখেতের ধান কেটে নিয়ে যাবে কেউ। কখনও মনে পড়েনি যে কোনও রাজনৈতিক দলেরই সমর্থক হই না কেন, অন্তত বাড়িছাড়া হতে হবে না। এখন কেবলই ভয় বুকের মধ্যে অহরহ আগুন হয়ে ঝরে! রাসমেলার মাহাত্ম্য মনের মণিকোঠায় কতটুকু ধরা দিতে পারে, আলোকপাত করলেন রণজিৎ দেব।

বেলা বয়ে যায়। সূর্য ডোবে পশ্চিমে, তোর্ষার জলে। ঢেউ তোলে আঁধার নামে। নিকষ কালো অন্ধকারের থাবায় গুমরে ওঠে কোচবিহারের নাগরিক জীবন। হৃদয়াবেগের সুরভি, রক্তমাংসের মানুষ তার অবয়বীরূপে সেভাবে আর জেগে উঠে না। আত্মসর্বস্ব, ভোগবাদী, কামনা বাসনা গ্রামবাংলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে উইপোকার মতো বাসা বেঁধেছে। সেখানে রাসলীলার মাহাত্ম্য, রাসের মিলনমেলার বাস্তবতা কতটুকু। উচ্ছ্বাস, ভক্তিরসের মাদকতা, নিভৃত নিবেদন আজ অস্থিরতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

একটা সময় ছিল, গ্রামের মানুষ রাসমেলা দেখতে আসত ছই দেওয়া গোরুর গাড়িতে চড়ে। গোরুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকত। গাড়ি যখন চলত, তখন সেই ঘণ্টার মধুরতম ধ্বনি একনাগাড়ে বাজতেই থাকত, যেমন করে বাজে উদাসী পথিকের স্বগতকথন। ঘরের দরজা খোলা রেখে, চাতালের ধান চাতালে রেখেই চলে আসত রাসের মিলনমেলায়। না ছিল চোরের উপদ্রব, না ছিল ধর্ষণ বা তোলাবাজি। যত দিন যাচ্ছে ততই বহুকৌণিক জটিলতায় লগ্ন করে রেখেছে প্রাত্যহিক জীবনকে। এখন আর বেজে ওঠে না রাসলীলার রোমান্টিক সুর। যত দিন যাচ্ছে ততই নাগরিক সমাজ বিষাদের স্বগত জিজ্ঞাসায় পরিকীর্ণ। তোলাবাজের দাপট, ভয় দেখিয়ে ভোট চাওয়া, ফাঁকা বাড়ি পেলেই চুরি করা, এগুলো এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কাজের খোঁজে বাড়ির তরুণরা ভিনদেশে পাড়ি দিয়েছে। বুড়ো বাবা-মা'র দীর্ঘশ্বাস বাড়ির দাওয়ায় মুখ থুবড়ে শান্তি খোঁজে।

এক সময়ের রাসমেলা যার কাছে ছিল মিলনমেলা, হাসিকান্নার দরদমাখা এক অপূর্ব অনুভূতি। আজ তাদের সেই দরদমাখা অনুভূতি ধান কেটে নেওয়া ধু-ধু নাড়া-খেতের মাঠে সুখ হাতড়ায়। তাদের কাছে জীবনটা আলো-অন্ধকারের রহস্যময় খেলা। উজ্জ্বল কল্লোলিত রাসমেলার বদলে জটিলতার শিহরন জাগায়। ভয়, একখণ্ড জমি সেও বুঝি ভুয়ো

রাসমেলা উদ্বোধনের আগেই কেনাকাটার ভিড়। ছবি : জয়দেব দাস

দলিলে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে কেউ! রাসমেলায় যাওয়ার কথা তাঁকে যদি বলা যায়, ভয়মিশ্রিত তাঁর মুখের কথা, 'কখন কী হয়, নেকড়ে, হুদোম বিড়ালরা তো ওঁত পেতে বসে আছে!' প্রশ্ন করলে উত্তর আসে, 'এরকমটা কোনও কালে ছিল না বাবু। ঘোর কলিকাল।'

ছই দেওয়া গাড়ির গোরুর গলায় এখনও কি তাদের ভিতর বাজে না টুংটুং আওয়াজ, এখনও কি জাগে না রাসের স্মৃতিচিত্রমালা? জাগে, উপায়হীন, কাতর চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা! মনে পড়ে যায় না কি তাদের রাত জেগে গীতা পাঠ শোনা, যাত্রা, পালাগান শোনা। নিশ্চিন্তে সেখানেই মদনমোহন ঠাকুর-প্রাঙ্গণে খড় বিছানো বিছানায় শুয়ে রাত কাটানো। সবই নীরবে নিশ্চিন্তে ছন্দের মন্দমধুর তরঙ্গদোলায় একসময় সম্পন্ন হত।

এখন গ্রামগঞ্জে গেলেই বৈষম্যের সংলাপ। শ্রাবণের মন্থর মেঘের মতোই হৃদয়পুরের বিষাদ ছড়িয়ে পড়ে যত্রতত্র। ওই দেখুন, দোতলা বাড়ি, গোয়ালের জন্যে আবাস যোজনায় নাম উঠেছে। বাড়ির গৃহকর্তা এই এলাকারই বিধায়ক, এক স্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বাড়ির বড় ছেলে ডাকসাইটে নেতা। তার দাপটে এ তল্লাটের অনেকেই বাড়িছাড়া। পাশেই একটা বাড়ি দেখুন, খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরটা দুটি বাঁশের খুঁটির উপর হেলান দিয়ে সারাদিন সূর্য ওঠা, সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখে। আবাস যোজনার ঘর নাকি মঞ্জুর হয়েছিল তাঁর। থার্টি পারসেন্ট কাটমানি দিতে না পারায় তাঁর টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে। ঘর পাওয়া হয়নি তাঁর। বুড়া-বুড়ির দুটো ছেলেই ভিনদেশে চাকরির খোঁজে। মেয়েটা অনেক আগেই ধর্ষকের আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে। গাঁয়ের মোড়লের কাছে যান, শুনবেন, সবাই সুখে শান্তিতে বাস করছে। কী ভালোবাসা, কী মধুর সম্পর্ক এই গাঁয়ে।

যদি বলেন, 'ও দিদিমা, রাসমেলায় যাবেন না।'

- কী বলছ খোকাবাবু! হাঁটতে পারি না, পয়সা কোথায়? গোরু-ছাগল রেখে কী করে যাব? সীমান্ত দিয়ে পাচার হয়ে যাবে যে! যেটুকু ধান পেয়েছি, সেটুকুও যদি চুরি হয়ে যায় আমাদের বুড়া-বুড়ির চলবে কী করে?

রাসমেলার এই যে ভিড় এরা কারা? যারা রাসমেলায় আসে তাদের হাতে অজস্র টাকা। এখন আর রাসমেলায় গোরুর গাড়ি করে আসতে হয় না। ওদের বাড়িতে দামি দামি গাড়ি, মোটরবাইক। বাহারি জামাকাপড়, রাসমেলায় ভিড় করছে এরাই।

তবে কি রাসলীলার রাস-মাহাত্ম্য আজকাল অপ্রাপ্তির দহনজ্বালায় গুমরে মরে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিঁড়ে গিয়েছে কবেই। শূন্য মাঠে শুধু পথ হাতড়ায় বৃদ্ধ বাবা-মা। সূর্যটা কিন্তু আজও পুব থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়ে তোর্ষার জলে।

বেলা বয়ে যায়।

ইতিহাসে মন খারাপের রাস

শুক্রবার কোচবিহারে রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের সূচনা হয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিল অনুযায়ী পুরোনো রাসমেলার সূচনা হয়েছিল ভেটাগুড়িতে। কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর প্রথম এই রাস উৎসবের সূচনা করেছিলেন। এখন কোচবিহার যখন উৎসবময় তখন ভেটাগুড়িতে সেই উৎসবের ছিটেফোঁটাও নেই। ঠিক যেন প্রদীপের নীচে অন্ধকার, আলোকপাত করলেন প্রসেনজিৎ সাহা।

দিনহাটা, ১৫ নভেম্বর : বর্তমান ভেটাগুড়িতে রাস উৎসব ঘিরে কোনও আয়োজন নেই। রাসপূর্ণিমার দিনে শুধুমাত্র ভোগ নিবেদন ছাড়া কিছুই হয় না মহাকালধামের মন্দিরে। যা নিয়ে বাসিন্দাদের আক্ষেপের শেষ নেই। দিনহাটা থেকে ভেটাগুড়ি চৌপথি পেরিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার যেতেই রাস্তার বাম পাশে মহাকালধাম। এরপর সেই পথে যেতেই বাঁশের মাচায় বসে থাকতে দেখা অবসরপ্রাপ্ত সওরোর্ধ্ব শিক্ষক সুনীলচন্দ্র ধরকে। তাঁর কথায়, 'এখন ভেটাগুড়ির কোথাও রাসকে কেন্দ্র করে কোনও উৎসব হয় না।' তাঁর আক্ষেপ, 'ঐতিহাসিক গুরুত্বকে সামনে রেখে যদি রাজার পুরাতন স্মৃতিবিজড়িত স্থানে রাসের দিন কোনও উৎসবের আয়োজন করা যেত তাহলে ভালো হত। নবীন প্রজন্ম অন্তত স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারত।'

একই আক্ষেপ মহাকাল মন্দিরের পূজারি সুজন বর্মনের। তাঁর কথায়, 'দাদুর কাছে শুনেছিলাম এখানকার রাস উৎসবের সূচনার ব্যাপারে। এখন যদিও রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কোনও কিছুই হয় না বলে সুজন জানান। তবে নিয়ম মেনে রাসপূর্ণিমায় ভোগ দেওয়া হয় মন্দিরে। কোচবিহারে যখন রাসকে ঘিরে আনন্দ উন্মাদনা তখন তার সিকিভাগ যদি ভেটাগুড়িও পেত তবে খুব ভালো হত বলেই মনে করেন সুজন। আজও মন্দিরে হাতিচিহ্নিত একটি প্রাচীন শিলা রয়েছে যা মহাকালরূপে পূজিত হয়। তবে মন্দিরের অদূরেই রাজ্যপাটের সাক্ষী বহন করে আছে দুটি শিলা। আক্ষেপ থাকলেও মহাকালধামের মানুষ আজও আশাবাদী হারিয়ে যাওয়া

ভেটাগুড়ির এই মাঠেই রাসমেলার সূচনা হয়েছিল।

গৌরব ফিরে পাওয়ার।

গবেষক তথা প্রাবন্ধিক অভিজিৎ দাশের কথায়, বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী ১৮১২ সালে বেহার (আজকের কোচবিহার) থেকে রাজধানি ভেটাগুড়িতে আনা হয়। এই দিনটা ছিল রাসপূর্ণিমা। যদিও পরে ১৮২২ সালে মহারাজা ধলুয়াবাড়িতে রাজধানী পরিবর্তন করে নিয়ে যান। এরপর ১৮২৭ সালে রাজধানী পুনরায় স্থানান্তরিত করে বেহারেই নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেসময় যত কুলদেবতা ছিলেন তাঁদেরও নিয়ে যাওয়া হয় বেহারে। এরপর সেখানেই রাস উৎসব ধারাবাহিকভাবে হতে থাকে।

অভিজিৎ জানান, ২০১২ সালে রাস উৎসবের যখন ২০০ বছর পূর্তি হয় সেসময় আমরা ভেটাগুড়ির সচেতন নাগরিকদের একাংশ কোচবিহার পুরসভাকে আবেদন করেছিলাম যাতে সেই উৎসবের কোনও একটি অংশের সূচনা ভেটাগুড়ি থেকে করা হয়। কিন্তু সেই আবেদন সেসময় রাখা হয়নি। তাই প্রতিবছর রাস উৎসব এলে যেন ইতিহাস ফিশফিশ করে কিছু বলে। ৩০-৪০ বছর আগে খুটানির বাজার এলাকায় দু-তিন বছর রাস উৎসব করলেও পরে তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবে রাসের দিনগুলিতে খারাপ লাগা থেকেই যায়।

পসার ভাঙা

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : মদনমোহনের রাসযাত্রার পসার ভাঙা অনুষ্ঠানে রাজ আমল থেকে বংশপরম্পরায় অংশ নিয়ে আসছেন কোচবিহারের গোয়ালাপট্টির পান্ডে পরিবার। প্রতিবছর রাকেশ পান্ডে নিষ্ঠা সহকারে এতে অংশ নেন। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীতে চাকরি করার জন্য এই মুহূর্তে তিনি মধ্যপ্রদেশের ভোপালে রয়েছেন। 'ছুটি না পাওয়ার কারণে এবছর দাদা আসতে পারেননি', বললেন তার ভাই মুকেশ পান্ডে। এ বছর তিনিই পসার ভাঙায় অংশ নেন।

রাসপূর্ণিমার দিন ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় এই পসার ভাঙা অনুষ্ঠান দিয়েই সূচনা হল মদনমোহনের রাসযাত্রা পুজোর। মাটির একটি পাত্রের মধ্যে দুধ, জল, তিল, হরিতকি, আমের পল্লব আর ধূপকাঠির গোছা দিয়ে পসার সাজানো হয়। রাসপূর্ণিমার সারাদিন মদনমোহন বারান্দায় পূজিত হন। সেই পসার মাথায় নিয়ে বাজনার তালে তালে মদনমোহনের সামনে সাত পাক নেচে নেচে ঘোরেন মুকেশ। প্রদক্ষিণ শেষে এক অদ্ভুত কায়দায় এক ঝটকায় মদনমোহনের সামনে মাটিতে ফেলে পসার ফেলে ভেঙে দেন।

উদ্বোধনের আগেই রাসমেলায় ব্যাগ বাছাই। ছবি : জয়দেব দাস

জয়রাইড চলবে, সার্কাসের শো রবিবার মেলা শুরু আজ

শিবশংকর সূত্রধর ও দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : রাস উৎসব শুরু হলেও রাসমেলা শুরু হতে এখনও একদিন বাকি। তবে অতি উৎসাহী দর্শনার্থীরা ইতিমধ্যেই কেনাকাটা শুরু করে দিয়েছেন। মেলা চত্বরের রাস্তার ফুটপাথগুলিতে দোকান তৈরির কাজ চলছে। সেখানে কাজের ফাঁকে দেদার বিক্রিও করছেন ব্যবসায়ীরা। শুক্রবার দুপুরের পর থেকেই কোচবিহারের রাসমেলা চত্বরে কেনাকাটার দৃশ্য দেখা গেল। আবার সার্কাস, নাগরদোলা, জয়রাইডগুলিতে কর্মীরা শেষমুহূর্তের কাজ শুরু করেছেন। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন, 'এবার একদম শুরু থেকেই মেলা জমবে বলে আমরা আশাবাদী। সব প্রস্তুতি চলছে।'

বেলা গড়িয়ে তখন সন্ধে নেমেছে। সার্কাসের মাঠে তখনও জোরকদমে কাজ চলছে। মাঠে যেতেই কর্মীদের ব্যস্ততা দেখা গেল। সার্কাসের ম্যানেজার জয় তালুকদার বললেন, 'জোরকদমে কাজ চলছে। শনিবারের মধ্যেই আমরা প্রস্তুত হয়ে যাব। রবিবার থেকেই প্রথম শো শুরু হবে।' সার্কাস রবিবার শুরু হলেও শনিবারই জয়রাইডগুলি চালু করে দেওয়া হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। জয়রাইডের এক কর্মী এমডি শাহিদ জানালেন, এদিনই তাঁরা জয়রাইডের ট্রায়াল রান করেছেন।

কেনাকাটার দৃশ্য

- শুক্রবার দুপুরের পর থেকেই রাসমেলা চত্বরে কেনাকাটার দৃশ্য দেখা গেল
- শনিবার থেকে মেলা শুরু হলেও এদিন খাবারের বিক্রিও ভালোই হয়েছে
- মেলার নিরাপত্তায় হাজারের বেশি পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার থাকবেন
- প্রচুর পরিমাণে সিসিটিভি ক্যামেরা ও ওয়াচটাওয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে

মেলায় দীর্ঘ ১৫ বছর থেকে খাবারের দোকান দেন ব্যবসায়ী রিপন দাস। শনিবার থেকে মেলা শুরু হলেও জনসমাগম হওয়ায় শুক্রবারই তিনি খাবার নিয়ে বসেছিলেন। বিক্রিও ভালোই হল। তিনি বললেন, 'রাসযাত্রার দিন থেকেই ব্যবসা শুরু হয়ে গিয়েছে। আশা করছি বাকি দিনগুলি ভালো ব্যবসা হবে।' মদনমোহনবাড়ির সামনে বেশ কিছু ব্যাগের দোকান বসেছে। দিনভর সেখানে কেনাকাটা করতে দেখা যায়। মনামি চক্রবর্তী নামে এক মহিলা বললেন, '১০০ টাকায় ব্যাগ পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দ হল, তাই নিয়ে নিলাম।'

এদিকে, জেলা পুলিশের তরফে মেলা উপলক্ষ্যে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাজারের বেশি পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন থাকবেন। প্রচুর পরিমাণে সিসি ক্যামেরা ও ওয়াচটাওয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন মেলা চত্বর পরিদর্শনও করেন পুলিশের আধিকারিকরা।

রংদার

শিলিগুড়ির মধ্যে আছে আরেকটা শিলিগুড়ি

সব শহরেরই বুকের ভিতর লুকিয়ে থাকে অন্য আরেকটা শহর। শহরের অধিকাংশ লোক তার খোঁজ রাখে না, তার কথা ভাবে না। উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। শহর নিয়মিত পালটায়, বিভিন্ন পথ অচেনা হয়ে যায়। তার মোড়ে মোড়ে অমূল্য রতন। সেই অন্য শিলিগুড়ির হদিস খোঁজার চেষ্টা এবারের প্রচ্ছদে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : বিপুল দাস, সেবন্তী ঘোষ, দীপায়ন বসু ও সুমন মল্লিক
গল্প : সব্যসাচী সরকার
নিবন্ধ : মনোজ মিত্রকে নিয়ে স্মৃতিচারণে দুলাল লাহিড়ি
কবিতাগুচ্ছ : বিজয় দে

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

গ্যামোফোবিয়ায় ভুগছেন?

বিয়ে করার ভয়, দায়িত্ব নেওয়ার ভয়, ভবিষ্যৎ জীবনে ভয়

বিয়ে মানেই সাতসতেরো কথা। হাজারো আয়োজন। দুই পরিবারের সম্মতি। এবং তারপর আরও বহুকিছু। দেখেশুনে বিয়ের পাশাপাশি প্রেমের বিয়েও রয়েছে ভীষণভাবে। বিয়ে মানেই প্রেম, ভালবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ। এ তো গেল একদিক। অন্যদিকে, বর্তমান যুগে অনেকেই বিয়ের প্রতি অনীহা দেখাচ্ছেন ভীষণভাবে। কারণ তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসতে ভয় পাচ্ছেন। চারপাশের নানাবিধ ঘটনা দেখেশুনে তাঁরা চারহাত এক করায় মোটেই সায় দিচ্ছেন না।

বিয়ে মানেই এক ছাদের নীচে থাকা শুরু। আর এক্ষেত্রে কখনও মন কষাকষি হবে না, ঝগড়া হবে না এমনটা আশা করা ভুল। ঝগড়াঝাঁটি হওয়া খুব স্বাভাবিক। এসব থেকেই অনেকের বিয়ের প্রতি অনীহা চলে আসে।

আমাদের সমাজের এরকম অনেক মানুষ আছেন যারা বিয়ের নামে আতঙ্কে ভোগেন। তারা মনে করেন বিয়ে মানেই একটি সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া। সেখান থেকে বেরোতে না পারার ভয়ও অনেক সময় কাজ করে।

বিয়ে নিয়ে ভীতি বা অনীহা আসলে এক ধরনের মানসিক রোগ, যাকে আমরা বলি গ্যামোফোবিয়া। শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক ভাষা থেকে। যেখানে 'গ্যামো' মানে বিয়ে, আর 'ফোবিয়া' মনে ভয়। এটি দুশ্চিন্তাজনিত ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে। যা আক্রান্ত ব্যক্তিকে তীব্রমাত্রায় ভয় অনুভব করায়। ভয়জনিত চিন্তায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

গ্যামোফোবিয়াতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বিয়ে বা যেকোনো স্থায়ী সম্পর্কে জড়াতে বা কমিটমেন্ট করতে ভয় পান। সহজ কথায়, রোমান্টিক বা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি-ভীতি কাজ করে।

১৯৮৭ সালে 'মেন হু কান্ট লাভ' নামের একটি বইতে প্রথম কমিটমেন্ট ফোবিয়া (প্রতিশ্রুতি-ভীতি) শব্দটি উল্লিখিত হয়। পরবর্তীতে শুধু পুরুষের মধ্যে প্রতিশ্রুতি-ভীতির কথা ইঙ্গিত করায় এই বইয়ের ব্যাপক সমালোচনা হয়। ফলে ১৯৯৫ সালে 'হি ইজ স্কেয়ারড, শি ইজ স্কেয়ারড' নামে একই লেখক লিঙ্গ নিরপেক্ষ দ্বিতীয় বইটি লেখেন।

গ্যামোফোবিয়া হল, বিয়ে কিংবা কোনও ধরনের স্থায়ী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ভয়। যারা মানসিকভাবে এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত তারা আসলে নতুন সম্পর্ক নিয়ে আতঙ্কে থাকেন, বিবাহিত জীবন নিয়ে একটা ভয় কাজ করে, নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতার জায়গাটুকু খর্ব হতে পারে কিংবা মানিয়ে চলা যাবে কিনা, এই ধরনের চিন্তায় থাকেন এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষরা। এই ভীতি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বা সত্যিকারের প্রেম ভেঙে যাওয়ার পর অনেকেই মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েন যে, কাউকে আর তার আপন মনে হয় না। এরকম যাদের পরিবারে ঘটে থাকে, তারাই বেশিরভাগ সময় এই রোগে ভোগেন।

এই রোগ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অবশ্যই সাইকোলজিস্টের কাছে গিয়ে কাউন্সেলিং প্রয়োজন। এমন মানুষদের সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে চলতে হবে। কোনও বিষয়ে চাপ দেওয়া যাবে না।

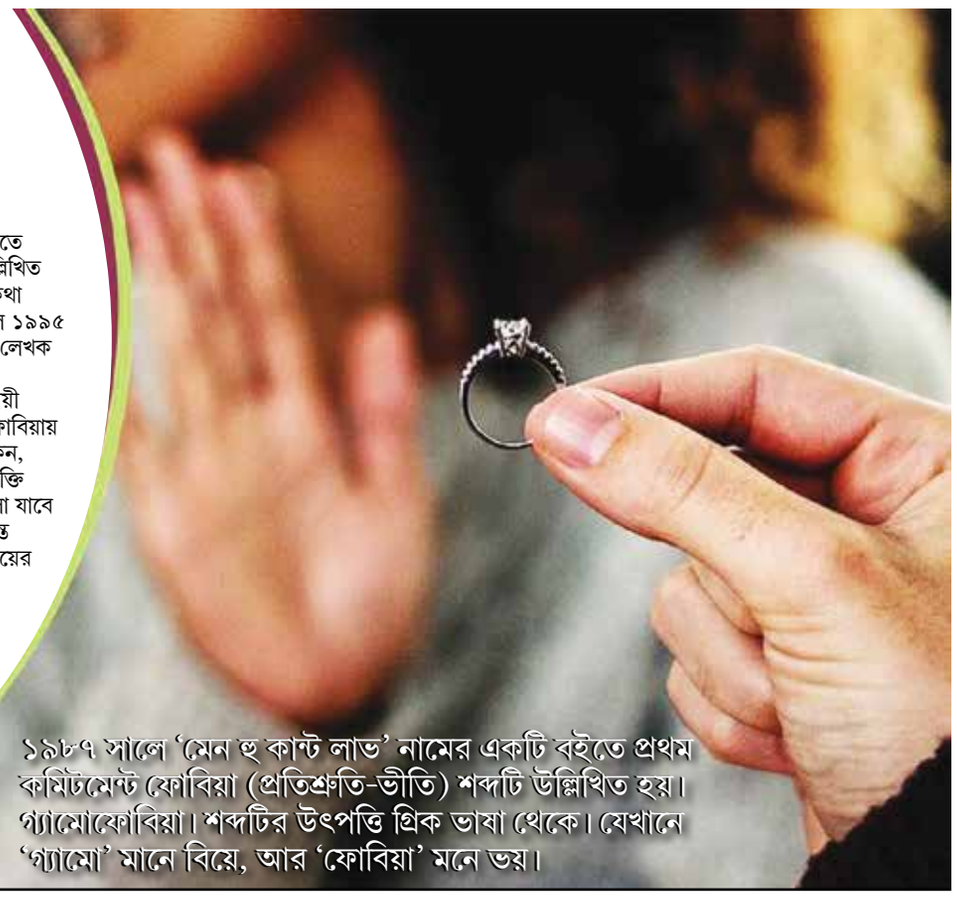

১৯৮৭ সালে 'মেন হু কান্ট লাভ' নামের একটি বইতে প্রথম কমিটমেন্ট ফোবিয়া (প্রতিশ্রুতি-ভীতি) শব্দটি উল্লিখিত হয়। গ্যামোফোবিয়া। শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক ভাষা থেকে। যেখানে 'গ্যামো' মানে বিয়ে, আর 'ফোবিয়া' মনে ভয়।

গ্যামোফোবিয়ায় আক্রান্তদের লক্ষণ :

● অস্থিরতা, বুকে ব্যথা। ● নিশ্বাস নিতে না পারার অনুভূতি। ● ঘন ঘন শ্বাস নেওয়া। ● হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া। ● আতঙ্কে, ভয়ে পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে না পারা। ● ঠিকভাবে কথা বলতে না পারা। ● মাথাব্যথা। ● হুট করে রেগে যাওয়া। ● ঘেমে যাওয়া, জল পিপাসা পাওয়া। ● কাঁপুনি প্রভৃতি।

গ্যামোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য :

ঘনিষ্ঠ রোমান্টিক সম্পর্ক বজায় রাখতে না পারা। ● হাসিখুশি যুগলকে দেখলে দুশ্চিন্তা অনুভব করা। ● হঠাৎ করে সম্পর্কে বিচ্ছেদ টানা। ● কেউ কাছে আসতে চাইলে তাকে দূরে চলে যেতে বলা। ● যে কোনও রোমান্টিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তাবোধ এবং সবসময় ভীত হয়ে ভাবতে থাকা যে, এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে।

হেমন্ত সন্ধ্যায় স্যুপে চুমুক

স্কুলে যাওয়ার সময় বাচ্চাদের ইউনিফর্মের নীচে পাতলা একটা গেঞ্জি পরিয়ে দিন। তাহলে সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে ঠান্ডা লেগে সর্দি হবে না।

প্রকৃতি। খামখেয়ালি। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারলেই জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। ক্যালেন্ডারে এখন হেমন্তকাল। দিনে স্নিগ্ধ রোদ আর রাতে হিম হিম বাতাস। চিনতে চাইলে হেমন্তকে কিন্তু ঠিক চেনা যায়। হেমন্তের এই হিম হিম বাতাসই কিন্তু শীতের আগমনী বার্তা। ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টাতে তাই আমাদের কিছু কিছু বিষয়ে নজর দিতে হবে।

কিছুটা সাবধান না থাকলে প্রকৃতির এই দোদুল্যমান অবস্থায় বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি শরীরে এসে ভর করবে। একটু নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই হতে হবে অসুস্থ।

বয়সভেদে যত্নের কিছু পরামর্শ

১. এই সময় সকালবেলা যেহেতু একটু শীত শীত ভাব থাকে, তাই এই সময় শরীরে পাতলা একটি চাদর জড়িয়ে নিতে পারলে ভালো। এতে বয়স্কদের শরীরে ব্যথা, হাড়ের ব্যথা প্রভৃতি অনেক সময় কমে যায়।

আর বাচ্চারা যারা স্কুলে যায় তাদের ইউনিফর্মের নীচে পাতলা একটি গেঞ্জি পরিয়ে দিতে পারলে হঠাৎ সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে ঠান্ডা লেগে সর্দি হওয়ার হাত থেকে বাঁচা যাবে।

২. বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরলে তখন কিন্তু তাদের গরম লাগবে কারণ দুপুরের চড়া রোদে আর স্কুলের ক্লাসের ফাঁকে খেলাধুলা করার জন্য তাদের গরম লাগাটাই স্বাভাবিক।

তবে মনে রাখতে হবে বাইরের গরম থেকে বাড়িতে এসে সঙ্গে সঙ্গে স্নান না করানোই ভালো।

একটু সময় পার করে শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে তখন কুসুম গরম জল দিয়ে স্নান করিয়ে দিলে বাচ্চা অনেক আরাম পাবে।

৩. যেহেতু এখন দিন ছোট হয়ে আসছে কাজেই স্নান করাতে দেরি করা ঠিক হবে না। বৃদ্ধ থেকে বাচ্চা, এই হেমন্তে দুপুরের মধ্যে স্নান সেরে নিন। বেশি সন্ধ্যা না করাই ভালো।

৪. বিকেলবেলা বাচ্চারা বাইরে খেলতে যাওয়ার সময় ফুল হাতা গেঞ্জি অথবা জামা পরিয়ে দিলে ভালো হয়। তবে খুব বেশি গরম লাগবে এমন পোশাক বাচ্চাদের পরানো যাবে না এই সময়। তাহলে ঘেমে গিয়ে ঠান্ডা লেগে যাবে।

কারণ খেলাধুলার পরই কিন্তু বাচ্চারা ঘেমে যায়। এই ঘাম শরীরে বসে গেলেও বাচ্চাদের সর্দি, কাশি এমনকি জ্বর পর্যন্ত আসতে পারে।

৫. বয়স্করা যেন বিকালে বাড়িতে বসে না থাকেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটু বাইরে হাঁটাহাঁটি করা যেমন হার্টের জন্য ভালো তেমনি বিভিন্ন জয়েন্টের ব্যথাও কিন্তু কমে। আর ডায়াবেটিস রোগীদের তো হাঁটা অতি অবশ্যই জরুরি।

৬. রাতে শোবার সময় গরম লাগলেও ভোরের দিকে কিন্তু শীত শীত ভাব অনুভূত হয়। কাজেই রাতে শোবার সময়ই যদি ফ্যানের গতি মাঝামাঝি করে রাখা যায় তাহলে কিন্তু সর্দি ও শরীরে ব্যথা থেকে দূরে থাকা যাবে। খুব প্রয়োজন ছাড়া এসি এসময় ব্যবহার না করাই ভালো।

৭. যদি সম্ভব হয়, এই সময় বাইরে বেরোলে মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে ধুলোবালির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

৮. সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে একবাটি গরম স্যুপ খেলে চাঙ্গা হওয়া যায়।

কেন কাঁদবেন?

কান্না। জীবনে শুধু হাসি নয়, কান্নারও প্রয়োজন। আর কান্না মানেই তা শুধু দুঃখের নয়। আনন্দেও অনেক সময় চোখে জল আসে। দুঃখ বা আঘাতে ব্যথা পেলে কান্না পাওয়াটা স্বাভাবিক ভাবে নেয় সবাই। তবে বড়দের তুলনায় বাচ্চাদের কান্নার প্রবণতা বেশি। তেমনি পুরুষের তুলনায় বেশি কাঁদেন নারীরা। প্রতিটি মানুষই জীবনে কখনো না কখনো কাঁদবে এটাই স্বাভাবিক।

তবে কান্নারও যে কিছু শারীরিক উপকারিতা রয়েছে তা কি জানতেন? চলুন, জেনে নেওয়া যাক কাঁদলে কী ধরনের উপকারিতা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে।

ব্যথা শুষে নেয়

কান্নাকাটি করার ফলে শরীরে এন্ডোরফিন উৎপন্ন হয়, যা কিছু কিছু ব্যথা শুষে নেয়। কান্নাকাটি আপনার প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকেও সক্রিয় করে, যা শিথিলতা বাড়ায়, স্ট্রেস বা চাপ কমায় এবং ব্যথা উপশম করে।

চাপ কমিয়ে দেয়

কান্না, কর্টিসলের মতো স্ট্রেস-সম্পর্কিত রাসায়নিকগুলো বের করে দেয়, যা আপনার শরীরকে ধুয়েমুছে ডিটক্সিফাই করে। ফলে মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়।

শান্তির ঘুম

অনেকক্ষণ ধরে কান্নাকাটির ফলে শরীরে বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণ হয়। পাশাপাশি প্রচুর শক্তিক্ষয় হয়। মাঝেমধ্যে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। যার ফলে মাথা ঠান্ডা হয় এবং এক ধরনের প্রশান্তি লাভ করা যায়। যা আমাদের শান্তিপূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন ঘুম এনে দিতে পারে। তাই ঘুমানোর আগে মাঝেমধ্যে একটু কান্নাকাটি করতেই পারেন!

ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে লড়াই

চোখের জলে লাইসোজাইম নামে একধরনের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এনজাইম রয়েছে। লাইসোজাইম ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে আমাদের চোখকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

মুড ভালো করে

মনোবিদেরা বলেন, কান্না আবেগ দমন করে আমাদের মুড ভালো করে দিতে পারে। কান্নার মাধ্যমে ক্ষতিকর হরমোনগুলো শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। শরীর-মন ফুরফুরে হয়ে ওঠে। কান্নাকাটি করার সময় আমরা দ্রুত নিশ্বাস নিই, এতে মস্তিষ্ক 'ঠান্ডা' হয়ে অক্সিজেন নেওয়ার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

উন্নত হয় দৃষ্টিশক্তি

কান্নাকাটি চোখকে স্বাভাবিকভাবে পিচ্ছিল করে, শুষ্কতা প্রতিরোধ করে, কর্নিয়া থাকে আর্দ্র ও পরিষ্কার। ফলে সংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি কমে। চোখের জল ধুলোবালি ও অন্য বিরক্তিকর পদার্থ ধুয়ে ফেলতে সাহায্য করে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করে। এছাড়া নেত্রনালি সতেজ করে চোখকে আরাম দেয় কান্না।

মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে দেয়

অনেক সময় বন্ধু বিয়োগ হলে বা ব্রেকআপ হলে আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি। এ ধরনের অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে কান্না। তখন মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ও চাপ কাজ করে। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

প্রশান্তি এনে দেয়

চিৎকার করে বা নীরবে— যেভাবেই কান্নাকাটি করুন না কেন, দেখবেন আপনার মন কিছুটা হালকা লাগছে। কান্না আমাদের প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় করে। যা স্নায়ু শিথিলীকরণের জন্য দায়ী বিভিন্ন হরমোনের নিঃসরণ, হজম ও সেরে ওঠার সঙ্গে জড়িত।

বাচ্চাদের স্বাভাবিক শ্বাস ও ঘুমোতে সাহায্য করে

শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে কি কারো ভালো লাগে? কিন্তু কান্নাকাটি শিশুদের জন্যও উপকারী। এটি শিশুদের শ্বাসনালী পরিষ্কার করে। বেশি বেশি অক্সিজেন নিতে সাহায্য করে। এতে তার কষ্ট লাঘব হয়।

'ছন্দোবদ্ধ' কান্না শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঠিক বড়দের মতোই কান্নাকাটির পর শিশুদের চাপ ও দুশ্চিন্তা কমে যায়, ফলে সে রিল্যাক্সড হয়। ঘুম ভালো হয়।

মা ডাক শোনার পর কাজে ফেরা

মা হওয়ার পরে প্রত্যেক নারীর মধ্যে সাময়িক বিষণ্ণতা কাজ করে। অনেক সময় সেটি স্থায়ী হতে পারে লম্বা সময়। বাচ্চা ধারণ, জন্মদান শেষে আবার আগের পথে ফিরে আসা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ঘরের নিরাপত্তা

আপনি যদি অফিস-কাছারিতে কাজ করেন, তাহলে দিনের লম্বা একটা সময় অফিসেই চলে যায়। বিকেলে ফিরে যতটুকু সুযোগ পাবেন বাচ্চাকে সময় দিন। বাড়িতে বিশ্বস্ত কেয়ারগিভার রাখতে পারলে ভালো। আর পরিবারের সদস্য থাকলে তো সোনায় সোহাগা। এখন ফোনে ফোনে যোগাযোগ করা অনেক সহজ। তাই সহজেই আপনার সন্তানের খোঁজ রাখতে পারবেন।

কীভাবে ফিরবেন কাজে

মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে কাজে ফেরার পর গ্রাস করতে পারে মনখারাপ, অনিচ্ছা আর আলসেমি। আপনার শিশু জন্মানোর আগেই এমন একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ঠিক করে রাখুন, যিনি বা যারা আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার সন্তানকে দেখবে। বর্তমানে বেশকিছু নির্ভরযোগ্য শিশু ডে কেয়ার রয়েছে। পরিচিতদের মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

কাজে তাড়াহুড়ো নয়

কর্মজীবী মা মনে করেন, লম্বা সময় বিরতিতে হয়তো পিছিয়ে গেছেন। তাই কাজ করে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এবং অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে ফেলেন।

মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে কাজে ফেরার পর গ্রাস করতে পারে মন খারাপ, অনিচ্ছা আর আলসেমি।

তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিন। আপনার বসের সঙ্গে কথা বলুন। সন্তানের জরুরি প্রয়োজনে যেন ছুটি নিতে পারেন, সেটিও বলে রাখুন।

সঙ্গীর সঙ্গে ভাগাভাগি

আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কাজ ভাগাভাগি করে নিন। আপনি যেমন মা হয়েছেন, তিনি হয়েছেন বাবা। তাই সন্তানের কাজগুলো একসঙ্গে করুন, একসঙ্গে সময় কাটান।

আসলে মায়ের চাকরি সপ্তাহে ৭ দিন আর দিনে ২৪ ঘণ্টা, তা তিনি গৃহিণীই হোন বা চাকরিজীবী। আর নতুন মা হলে তো কথাই নেই।

সারাদিন অফিসের কাজ করে তারপর বাড়িতে এসে বাচ্চার দেখাশোনা করতে গিয়ে নিজের প্রতি খেয়াল রাখার সময়ই হয় না। এ সময় অনেক মায়েরাই বিষণ্ণতায় ভোগেন। তাই নিজেকে সময় দিন ও নিজের যত্ন নিন।

সাহায্যের হাত বাড়ান

এমনিতেই মা হওয়ার পরে প্রত্যেক নারীর মধ্যে সাময়িক বিষণ্ণতা কাজ করে।

অনেক সময় সেটি স্থায়ী হতে পারে লম্বা সময়। বাচ্চা ধারণ, জন্মদান শেষে আবার আগের মতো শুরু করা তার জন্য বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এজন্য পরিবারের মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আপনার পরিবারে যদি কর্মজীবী মা থাকেন, তাকে সে সময় সাহস দেওয়া প্রয়োজন। একে তো বাচ্চাকে ছেড়ে দীর্ঘ সময় অফিসে দিতে হয় বলে মায়ের মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধ জন্ম নেয়, এরপরে যদি পরিবারে এসে শোনেন সন্তান মাকে না পেয়ে কেঁদেছে বা খুঁজেছে তাহলে মা বিষণ্ণতায় ভুগতে পারেন। তাই স্বামীর কর্তব্য হবে সাধ্যমতো সহায়তা করা।

মনে রাখতে হবে, কর্মজীবী মায়ের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় তার সঙ্গীর সহায়তা। দুজনে মিলে সংসার ও বাচ্চার কাজগুলো ভাগ করে নিলে অনেকটাই চাপ কমে যায়।

অফিসের সহকর্মী যদি মা হন তবে দায়িত্ব রয়েছে আপনারও। তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। একটু সহযোগিতার অভাবে অনেক কর্মজীবী মা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন পর্যন্ত।

পোষা প্রাণী রাখার যত সুবিধা

দীর্ঘ সময় জুড়ে মানুষের বন্ধু বিভিন্ন পোষা প্রাণী। ক্রমশ আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে।

শুরুতে মনে করা হত, বাড়িতে কুকুর থাকলে শিকারে সহায়তা পাওয়া যাবে, নিরাপত্তা থাকবে এবং বিপদে আগে থেকেই সংকেত পাওয়া যাবে। তবে পোষা প্রাণী থাকার আরও অনেক সুবিধা রয়েছে। চলুন জেনে নিই, পোষার প্রাণীর তেমন কিছু সুবিধার কথা:

মানসিক চাপ কমে

পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক চাপ কমে। এরা আমাদের সঙ্গ দিয়ে মানসিক শান্তি আনে। গবেষণায় দেখা গেছে, পোষা প্রাণী যেমন কুকুর বা বিড়ালের সঙ্গে খেলা করলে বা তাদের আদর করলে শরীরে অক্সিটোসিন হরমোন বৃদ্ধি পায়, যা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

একাকিত্ব দূর করে

পোষা প্রাণী আমাদের জীবনে আনন্দ এবং সঙ্গ দেয়, যা একাকীত্বের অনুভূতি দূর করে। বিশেষ করে একা বাস করা মানুষদের জন্য পোষা প্রাণী এক অসাধারণ সঙ্গী হতে পারে। তারা আমাদের সবসময় সঙ্গ দেয়, যা মনোবল বাড়াতে সাহায্য করে।

দায়িত্বশীলতা বাড়ে

বাড়িতে পোষা প্রাণী রাখা দায়িত্বশীলতা শেখার জন্য একটি উপযুক্ত মাধ্যম। তাদের যত্ন নেওয়ার প্রতিটি ধাপ আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। যেমন প্রতিদিন তাদের খাবার দেওয়া, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, পরিচ্ছন্ন রাখা।

স্বাস্থ্য ভালো রাখে

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা পোষা প্রাণী পালন করেন তাদের হৃদযন্ত্রের সমস্যা কম হয়। পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটানোর মাধ্যমে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

মানসিক প্রশান্তি বাড়ায়

পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটালে বা তাদের আদর করলে আমাদের মস্তিষ্ক থেকে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। অক্সিটোসিনকে ভালোবাসার হরমোন বলা হয়, যা আমাদের মনের মধ্যে প্রশান্তি ও আনন্দের অনুভূতি জাগায়।

কেরলের বিরুদ্ধে ১০ উইকেট নেওয়ার পর হরিয়ানার অংশুল কম্বোজ। শুক্রবার।

১০ উইকেট নিয়ে নজির অংশুলের

চণ্ডীগড়, ১৫ নভেম্বর : রনজি ট্রফিতে নজির গড়লেন হরিয়ানার বোলার অংশুল কম্বোজ। কেরলের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ১০ উইকেট নিলেন তিনি। যার সুবাদে কেরল প্রথম ইনিংসে ২৯১ রান তোলে। অংশুল ৪৯ রানে ১০ উইকেট পান। রনজির ইতিহাসে তিনি তৃতীয় বোলার হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন অংশুল। তাঁর আগে বাংলার প্রেমাংশু চট্টোপাধ্যায় ও রাজস্থানের প্রদীপ সুন্দরমের এই রেকর্ড রয়েছে। পাশাপাশি অংশুল ষষ্ঠ ভারতীয় বোলার, যিনি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ইনিংসে দশ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন। এই তালিকায় অনিল কুম্বলে, সুভাষ গুপ্তে, দেবাশিস মোহান্তির মতো বোলাররা রয়েছেন। প্রথম ইনিংসে হরিয়ানার স্কোর ১৩৯/৭।

রনজির অন্য ম্যাচে তৃতীয় দিনে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের ইনিংস শেষ হয় ২৮৮ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সার্ভিসেস ১৮২ রানে গুটিয়ে যায়। মুম্বইয়ের হয়ে মোহিত অবস্তি ৪টি ও শার্দূল ঠাকুর ৩টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে মুম্বই ১ উইকেট হারিয়ে ২৪ রান তুলেছে।

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে জয়ের পথে সৌরাষ্ট্র। চেতেশ্বর পূজারাকে ছাড়াই প্রথম ইনিংসে সৌরাষ্ট্র ৯ উইকেটে ৫৩১ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে। এরপর চণ্ডীগড় প্রথম ইনিংসে অল আউট হয় ২৪৯ রানে। ফলোঅন করে দ্বিতীয় ইনিংসে তৃতীয় দিনের শেষে চণ্ডীগড় ৭ উইকেটে ১৮৪ রান তুলেছে। প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট নেওয়া জয়দেব উনাদকাত দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছেন ২ উইকেট।

টেস্টকে বিদায় সাউদির

ওয়েলিংটন, ১৫ নভেম্বর : ১৭ বছরের দীর্ঘ টেস্ট কেরিয়ারে ইতি টানতে চলেছেন টিম সাউদি। আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজের পর লাল বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন নিউজিল্যান্ডের অন্যতম সফল এই পেস বোলার। আগামী মাসে ঘরের মাঠ হ্যামিল্টনে বিদায়ি টেস্ট খেলবেন সাউদি।

বছর পঁয়ত্রিশের সাউদি এখনও পর্যন্ত ১০৪টি টেস্টে ৩৮৫টি উইকেট নিয়েছেন। নিউজিল্যান্ড বোলারদের তালিকায় স্যর রিচার্ড হ্যাডলির (৪৩১) পর দ্বিতীয় স্থানে। ২০০৮ সালে নেপিয়ারে ১৯ বছর বয়সে টেস্ট ক্রিকেটে পা রাখা সাউদির মুকুটে রয়েছে একাধিক পালক। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে কিউয়ি বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক ৭৭০ উইকেট সাউদির নামের পাশে।

লাল বলের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজ টিম সাউদির।

ইদানীং সময়টা ঠিকঠাক যাচ্ছিল না। দেওয়াল লিখন বুঝতে পেরে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। অবসরের কথা জানিয়ে সাউদি বলেছেন, ‘নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলা বরাবরই স্বপ্ন ছিল। ১৮ বছর ধরে ব্ল্যাক ক্যাপসের হয়ে খেলা আমার কাছে বিশাল সম্মান। বরাবরই টেস্ট ক্রিকেট আমার কাছে স্পেশাল। যাদের বিরুদ্ধে শুরু করেছিলাম, সেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ করব। ফেয়ারওয়েলের জন্য যথাযথ মঞ্চ। দীর্ঘ সফরে যারা আমার পাশে থেকেছে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।’

একইসঙ্গে টিম সাউদি জানিয়েছেন, দল যদি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ওঠে, তাহলে তিনি খেলতে প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে হ্যামিল্টনের বদলে ফেয়ারওয়েল টেস্ট খেলবেন ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে। সাউদির অবসরের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড বলেছেন, ‘অত্যন্ত লড়াকু ক্রিকেটার। বড় মঞ্চে বরাবরই নিজের সেরাটা দিয়েছে। আদ্যোপান্ত টিমম্যানও। ওকে মিস করব আমরা।’

বিরাটের স্ক্যান নিয়ে শুরু জল্পনা

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে বিরাট কোহলি। ১৫ রান করেই তিনি মুকেশ কুমারের বলে আউট হয়ে যান। শুক্রবার পারথে।

পারথ, ১৫ নভেম্বর : সরফরাজ খানের পর লোকেশ রাহুল ও বিরাট কোহলি।

পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার নিজেদের মধ্যে অনুশীলন ম্যাচের শুরুতেই বিপত্তি। গতকালের অনুশীলনের সময় নেটে আচমকা লাফিয়ে ওঠা বলে কনুইয়ে চোট পেয়েছিলেন সরফরাজ। পরে তাঁকে আর ব্যাট করতে দেখা যায়নি।

আজ টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ সিমুলেশনের আসরে রাহুল-বিরাটের চোট নিয়ে হুলুস্থুলু হয়ে গেল। ব্যাটিংয়ের সময় সতীর্থ প্রসিধ কৃষ্ণার লাফিয়ে ওঠা শট বল রাহুলের কনুইয়ে লাগে। প্রবল যন্ত্রণা নিয়ে মাঠ থেকে ব্যাট বগলে বেরিয়ে যান লোকেশ। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যায়। দ্রুত ফিজিও রাহুলের জল্পনা শুরু করেন। পরে তাঁকে আর ব্যাট করতে দেখা যায়নি। এমনকি রাহুলকে মাঠেও দেখা যায়নি আর।

বিরাটের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু আলাদা। গতকাল সরফরাজের চোটের সময় পাশের নেটেই ছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, আচমকা তিনি নেট থেকে বেরিয়ে যান। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত দৈনিক সিডনি মর্নিং হেরাল্ড আজ দাবি করেছে, গতকাল পারথের সময় রাতের দিকে কোহলিকে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর স্ক্যান হয়েছে। বিরাটের শরীরের কোন অংশে স্ক্যান হয়েছে, স্পষ্ট নয়। আজ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে বিরাটের চোট জল্পনা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আজ ম্যাচ সিমুলেশনের দুই অর্ধেই ব্যাটিং করেছেন কোহলি। বড় রান না পেলেও তাঁকে অনেকটাই সাবলীলভাবে নেটে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে। অজি সংবাদমাধ্যমে টিম ইন্ডিয়ার দুই ব্যাটারকে নিয়ে নানা অস্বস্তিকর প্রতিবেদন সামনে আসার পর আজ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে। ভারতীয় দলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাহুল-বিরাটের চোট গুরুতর কিছু নয়। আগামীদিনে মাঠে নামতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

লোকেশের চোটে অস্বস্তি

টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ সিমুলেশনের আসরে শুধু কোহলি-রাহুলের চোট নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে, এমন নয়। ঋষভ পন্থ, শুভমান গিলরাও পারথের ওয়াকার মাঠে বারবার সমস্যায় পড়েছেন আজ। পারথের বাইশ গজের গতি, বাউন্স বারবার সমস্যায় ফেলেছে তাঁদের। যশস্বী জয়সওয়াল ব্যাট হাতে অনুশীলন ম্যাচের আসরে দারুণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু বড় ইনিংস খেলতে তিনিও ব্যর্থ হয়েছেন। তবে পারথের মেঘলা আকাশের পাশে পিচের বাড়তি বাউন্স ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলবে, সেটাই স্বাভাবিক। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। কোহলি অনুশীলন ম্যাচের আসরে খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। মুকেশ কুমারের বলে তিনি স্লিপে খোঁচা দিয়ে আউট হন। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে ফের বিরাট যখন ব্যাট করতে নামেন, তখন তাঁকে অনেক বেশি ছন্দে দেখিয়েছে আজ।

ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, রাহুলকে নিয়ে সমস্যা বাড়ছে। এমনিতেই ব্যাটে রান নেই লোকেশের। উপরি হিসেবে অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে যশস্বীর সঙ্গে ইনিংস ওপেন করার চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যেই আজ প্রসিধের ডেলিভারিতে তাঁর চোট রাহুলের মিশন অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্যাকাশে মেঘের আনাগোনা বাড়িয়ে দিয়েছে। বরং দিনের শুরুতে ব্যাটিংয়ের সময় রান না পেলেও পরের অর্ধে অপরাজিত ৪২ রানের ইনিংস খেলে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভমান। ধ্রুব জুরেলও রান করেছেন টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ সিমুলেশনে। মেলবোর্নে বেসরকারি টেস্টের পর অনুশীলন ম্যাচের আসরেও জুরেল রান পাওয়ায় মনে করা হচ্ছে, ২২ নভেম্বর থেকে অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে তিনি খেলবেন।

জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপদের বোলিংয়ে ছন্দ দেখা গিয়েছে ওয়াকা স্টেডিয়ামে। কিন্তু ব্যাটারদের ফর্ম ও নিয়মিত চোট পাওয়ার ঘটনা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ভারতীয় দলের অন্দরে। কোচ গৌতমের মুখটাও ক্রমশ গম্ভীর হচ্ছে।

ব্যাট হাতে ৩৬ বলে ৩৭ সামির

সাত উইকেটের অপেক্ষায় আজ বাংলা

বাংলা-২২৮ ও ২৭৬
মধ্যপ্রদেশ-১৬৭ ও ১৫০/৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : যা করছেন, সোনা ফলিয়ে দিচ্ছেন!

বল হাতে প্রথম ইনিংসে চার উইকেট নিয়ে বাংলার তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেছিলেন। ব্যাট হাতেও ৩৬ বলে ৩৭ রানের আগ্রাসী ইনিংস আজ খেললেন মহম্মদ সামি। মূলত তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্যই দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার স্কোর ২৭৬-এ পৌঁছে যায়। জবাবে ৩৩৮ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে ব্যাট করতে নেমে তুমুল লড়াই শুরু করেছে মধ্যপ্রদেশ। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের সংগ্রহ ১৫০/৩। উইকেটে জমে যাওয়া রজত পাতিদার (অপরাজিত ৩২) ও শুভম শর্মার (অপরাজিত ১৮) উইকেট আগামীকাল দ্রুত নিতেই হবে বাংলার বোলারদের। এখনও ১৮৮ রান হাতে থাকলেও বাংলা শিবির থেকে বলা হচ্ছে, ম্যাচের শেষ দিনের প্রথম দেড় ঘণ্টা সময়টা মহাগুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তার মধ্যেই ম্যাচের ভাগ্য হয়তো চূড়ান্ত হয়ে যাবে। হয়তো বাংলাই জিতবে।

দ্বিতীয় ইনিংসেও বল হাতে সামি তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে রান তাড়ার সময় আজ মোট দুইটি স্পেলে ১১ ওভার বল করেছেন মিশন অস্ট্রেলিয়ার অপেক্ষায় থাকা সামি। একটি উইকেটও পেয়েছেন। ইনিংসের তিন নম্বর ওভারে দ্বিতীয় স্লিপে শুভ্রাংশু সেনাপতির (৫০) সহজ ক্যাচ সুদীপ চট্টোপাধ্যায় হাতছাড়া না করলে আজই দুই উইকেট হয়ে যেত সামির। সন্ধ্যার দিকে ইন্দোর থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘সামিকে নতুনভাবে চিনছি এই ম্যাচে। এক বছর পর ক্রিকেটে ফিরে ব্যাটে-বলে রীতিমতো দাপট দেখিয়ে চলেছে ও। বাকিদের কথা মাথায় রেখেও বলছি, সামির জন্যই আগামীকাল আমাদের বাকি থাকা সাত উইকেট পেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।’ তাহলে কি বাংলা শিবির ধরেই নিয়েছে, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয় নেহাতই সময়ের অপেক্ষা? প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেলেন বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। বলে দিলেন, ‘ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো ম্যাচের অবস্থান পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বলাই ভালো। তবে আগামীকাল সকালে সামি ম্যাজিক শুরু হলে জিতব আমরাই।’

> সামিকে নতুনভাবে চিনছি এই ম্যাচে। এক বছর পর ক্রিকেটে ফিরে ব্যাটে-বলে রীতিমতো দাপট দেখিয়ে চলেছে ও।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

হোলকার স্টেডিয়ামের বাইশ গজে বল এখনও নড়ছে। উপরি হিসেবে ঘুরছেও। পিচে কিছু ফাটলও দেখা গিয়েছে। শাহবাজ আহমেদদের শনিবার আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সামি যত মিশন অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করছেন, ততই বাংলার সরাসরি ম্যাচ জিতে ছয় পয়েন্ট নিশ্চিত করার পরিস্থিতিও জোরদার হচ্ছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘সামির মতো ক্রিকেটার যে কোনও দলেরই সম্পদ। অনেকদিন পর ও বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলছে। আর প্রতিদিনই প্রমাণ করছে, ঘরোয়া ক্রিকেটের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরের ফারাকটা।’

প্রশ্ন হল, সামি অস্ট্রেলিয়ার বিমানে উঠে পড়ার পর বঙ্গ ক্রিকেটের হাল কেমন হবে? কারণ, মুকেশ কুমার, আকাশদীপ, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েলদের সকলেই তো জাতীয় দলে। বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য এখনই এসব ভাবছে না। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘আগে মধ্যপ্রদেশ ম্যাচ থেকে ছয় পয়েন্ট আসুক। বাকি বিষয় নিয়ে পরে ভাবা যাবে।’

জয়ের চাপে বাতিল ট্রফি পরিক্রমা

পাকিস্তানের কাশ্মীর-চালে জল ঢালল আইসিসি

দুবাই, ১৫ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কাশ্মীরকে হাতিয়ার করে ভারতকে খোঁচা দেওয়ায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পদক্ষেপ আটকে দিল আইসিসি। ইসলামাবাদ থেকে শুরু হয়ে মেগা ইভেন্টের সুদৃশ্য ট্রফি পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে পরিক্রমা করবে। সূচিতে রয়েছে পাক অধীকৃত কাশ্মীরের তিনটি শহর-স্কার্দু, হুনজা, মুজাফফরাবাদ।

ভারত যদিও বরাবর পাকিস্তানের অধীকৃত কাশ্মীরকে (পিওকে) নিজেদের অংশ বলে দাবি করে এসেছে। বুঝেশুনে ভারতকে অস্বস্তিতে ফেলতে ‘পিওকে’-কে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল পিসিবি। গতকাল সামাজিক মাধ্যমে তা ঘোষণাও করে দেয়।

যদিও ভারতের প্রবল বিরোধিতায় পাক-পরিকল্পনা বাতিল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব তথা আইসিসি-র পরবর্তী সভাপতি জয় শা সমালোচনায় মুখর হলে নড়েচড়ে বসে ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থা। শেষপর্যন্ত পাক অধীকৃত কাশ্মীরে ট্রফি পরিক্রমা সূচি বাতিল করে দেয়। বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা বলেছেন, ‘ট্রফি পরিক্রমা সূচিতে পিওকে-র বিভিন্ন শহর রাখা নিয়ে মুখর হন জয় শা। আইসিসি-র কাছেও অভিযোগ জানান। তাছাড়া ট্রফি পরিক্রমার বিষয়টি পুরোপুরি আইসিসি-র বিষয়। পিসিবি-র কোনও এক্তিয়ার নেই।’

> একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই, আইসিসি সবসময় ভারতের পক্ষই নেবে। এটাই বাস্তব। কিন্তু শেষপর্যন্ত টুর্নামেন্ট যদি অন্যত্র সরানো হয় এবং পাকিস্তান টুর্নামেন্ট বয়কট করলে দায়িত্ব কিন্তু আইসিসি-র। দায় এড়াতে পারবে না ভারত-পাকিস্তানও।
>
> **নাজাম শেঠি**

বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানের মাটিতে এসে পৌঁছোয়। ১৬ নভেম্বর থেকে ট্রফি-পরিক্রমা শুরু হবে দেশজুড়ে। চলবে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত। পাক অধীকৃত কাশ্মীরে ট্রফি পরিক্রমা করলে, দুই দেশের মধ্যে সমস্যা বাড়বে বুঝে পিসিবি-র পরিকল্পনা বাতিল আইসিসি-র।

চলতি চাপানউতোরের মাঝে আইসিসি-র বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন নাজাম শেঠি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই, আইসিসি সবসময় ভারতের পক্ষই নেবে। এটাই বাস্তব। কিন্তু শেষপর্যন্ত টুর্নামেন্ট যদি অন্যত্র সরানো হয় এবং পাকিস্তান টুর্নামেন্ট বয়কট করলে দায়িত্ব কিন্তু আইসিসি-র। দায় এড়াতে পারবে না ভারত-পাকিস্তানও।’

আইসিসি লভ্যাংশ বণ্টন নীতির প্রসঙ্গ টেনে নাজামের আরও দাবি, ‘লভ্যাংশের একটা বড় অংশ ভারত পায়। পাকিস্তানও পায়। কোনও কারণে আইসিসি এই অনুদান আটকে দেয়, ভারতের কিছু হবে না। ওরা অত্যন্ত ধনী বোর্ড। মার খাবে পাকিস্তান। আর্থিক ক্ষতিতে ক্রিকেট উন্নত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’

মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রয়োজনে হাইব্রিড মডেলে রাজি হতে বলছেন নাজাম। প্রাক্তন পিসিবি প্রধানের যুক্তি, ‘দায়িত্বে থাকার সময় একই সমস্যায় পড়েছিলাম। সমাধানের রাস্তা খুঁজতে ভারতীয় মিডিয়াকে কাজে লাগায়। ওদের মাধ্যমেই হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব বিসিসিআইয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত হাইব্রিড মডেলেই টুর্নামেন্ট হয়। বর্তমান কর্তারাও মাথা ঠান্ডা রেখে সমাধানের রাস্তা খুঁজুক।’

এদিকে, পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে না যাওয়ার কারণ লিখিতভাবে ভারতের থেকে জানতে চাইল আইসিসি। আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআইয়ের কাছে এই সিদ্ধান্তের লিখিত ব্যাখ্যা চেয়েছে। পাক মিডিয়ার খবর, পিসিবি অপেক্ষা করছে ভারত কী কারণ দেখায়। তা হাতে আসার পর কারণের সপক্ষে প্রমাণের দাবিতে ভারতকে অস্বস্তিতে ফেলতে ফের কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়বেন মহসিন নকভির পাক বোর্ড।

সামিকে দ্রুত অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর দাবি শাস্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : প্রায় বছর খানেক পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন। প্রথম ইনিংসেই ৪ উইকেট নিয়ে প্রত্যাশাও উসকে দিয়েছেন মহম্মদ সামি। বাড়ছে বর্ডার-গাভাসকার সিরিজে বল হাতে সামির মাঠে নামার সম্ভাবনাও।

এদিন ঠিক সেই সুরই শোনা গেল রবি শাস্ত্রীর গলাতে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচের দাবি, এখনই অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক সামিকে। সিরিজের প্রথম থেকেই জসপ্রীত বুমরাহ-সামি জুটিকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তিনি।

দল নির্বাচনের সময় ফিট সার্টিফিকেট না মেলায় অস্ট্রেলিয়াগামী দলে জায়গা হয়নি সামির। কিন্তু রনজি ট্রফিতে পঞ্চম রাউন্ডে বাংলার হয়ে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে সামির সাফল্যে (৫৪/৪) পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে।

রবি শাস্ত্রী পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, ‘পেস ব্রিগেডে বুমরাহর একটা সাপোর্ট দরকার। এই মুহূর্তে আমি এটাই সবচেয়ে বেশি করে চাইছি। সামি থাকলে পেস আক্রমণে ঝাঁঝ, গভীরতা বাড়বে। তাই দ্রুত সামিকে অস্ট্রেলিয়ার বিমানে দেখতে চাই। ভারতীয় দলেরই ভালো হবে।’

বাংলা-মধ্যপ্রদেশ ম্যাচের শেষদিন ১৬ নভেম্বর। প্রথম টেস্ট সেখানে ২২ নভেম্বর।

ভনের বাজি ঋষভ

এদিকে, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে যশস্বী জয়সওয়াল ও ঋষভ পন্থকে নিয়ে আগ্রহী মাইকেল ভন। তবে প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কে সেরা বাজি হিসেবে ধরছেন ঋষভকেই। কিংবদন্তি অজি উইকেটকিপার অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে আলোচনার সময় ভন বলেন, ‘যশস্বী জয়সওয়াল একজন, যার দিকে চোখ থাকবে। তবে আমার মতে সিরিজের আকর্ষণ হতে চলেছে ঋষভ পন্থ। ও যেভাবে খেলে, মনে হয় বাড়ির উঠোনে খেলছে।’

গত অস্ট্রেলিয়া সফরে ঋষভের দুর্দান্ত ইনিংসের কথা টেনে ভনের সংযোজন, ‘চাপের মধ্যেই ব্যাটিং উপভোগ করতে পারে ঋষভ। মজা করে। ভারত-অজি সিরিজে একাধিক দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছে। ব্রিসবেন টেস্টে একার হাতে ফিনিশিং লাইন পার করে দেয় দলকে। আসন্ন সিরিজে ঋষভের লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে ভারত।’

হোঁচট খেল ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা

রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ মেসিদের

মাতুরিন ও আসুনসিওন, ১৫ নভেম্বর : বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে হোঁচট খেল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করল সাম্বা ব্রিগেড। অন্যদিকে, পূর্ণশক্তির দল নামিয়েও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ২-১ ব্যবধানে ম্যাচ হারল তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্যারাগুয়ের কাছে। নজর কাড়তে পারলেন না লিওনেল মেসিও। উলটে রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়ালেন।

ব্রাজিলের জার্সি গায়ে চাপালেই যেন অচেনা মনে হয় ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন। যার মধ্যে দুইটি গোল রীতিমতো চোখধাঁধানো। সেই ভিনিই এদিন ৬৩ মিনিটে দৃষ্টিকটূভাবে পেনাল্টি নষ্ট করেন। এমনকি ফিরতি বলে সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। ব্রাজিলকে অবশ্য তার অনেক আগে প্রথমার্ধেই এগিয়ে দিয়েছিলেন রাফিনহা। ৪৩ মিনিটে দুরন্ত ফ্রি কিকে লক্ষ্যভেদ করেন ব্রাজিলের নতুন নম্বর টেন। যদিও সেই ব্যবধান স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতা ফেরায় ভেনেজুয়েলা। এদিকে, সংযুক্তি সময় মিলিয়ে ম্যাচের শেষ দশ মিনিট দশজনের বিরুদ্ধে খেলেও কোনও ফারাক গড়তে পারেনি ডোরিভাল জুনিয়ারের দল।

আর্জেন্টিনাও এগিয়ে গিয়েছিল শুরুতে। ১১ মিনিটে লিওনেল স্কালোনির দলকে এগিয়ে দেন লওটারো মার্টিনেজ। ৮ মিনিট পর বাইসাইকেল কিকে গোল করে প্যারাগুয়েকে সমতায় ফেরান আন্তোনিও সানাব্রিয়া। ৪৭ মিনিটে ওমর আলদেরেতের গোলে এগিয়ে যায় তারা। সেখানে পুরো সময় মাঠে থেকেও নজর কাড়তে ব্যর্থ মেসি। উলটে প্রথমার্ধের শেষে রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়ান। ম্যাচের ৩৩ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেছিলেন জয়সূচক গোলটি করা ওমর। তিনিই আরও একবার ফাউল করেন লিওকে। আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা জোরাল দাবি জানান তাঁকে দ্বিতীয় কার্ড দেখানোর। সেই নিয়ে মাঠেই রেফারির প্রতি ক্ষোভ উগরে দেন মেসি। সাংবাদিক সম্মেলনেও রেফারিকে কাঠগড়ায় তোলেন কোচ স্কালোনি। বলেছেন, ‘এখন সবই অর্থহীন। অজুহাত মনে হবে। মাঠে কী হয়েছে সবাই দেখেছি।’

এদিকে, এদিন হারলেও গ্রুপে শীর্ষেই থাকল আর্জেন্টিনা। পয়েন্ট নষ্ট করে ব্রাজিল তিন নম্বরে নামলেও তাদের যোগ্যতা অর্জন নিয়ে এখনও কোনও সংশয় নেই।

দুর্বল প্যারাগুয়ের কাছে হার হজম হচ্ছে না লিওনেল মেসির। আসুনসিওনে।

পেনাল্টি নষ্ট করে হতাশ ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। মাতুরিনে।

কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালি, ফ্রান্সও

কঠিন চ্যালেঞ্জ জিতল ইংল্যান্ড

এথেন্স, ব্রাসেলস ও প্যারিস, ১৫ নভেম্বর : কঠিন চ্যালেঞ্জ সহজেই সামলে নিল লি কার্সলের ইংল্যান্ড। নেশনস লিগে ফিরতি লেগের ম্যাচে গ্রিসের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে সহজ জয় থ্রি লায়ন্সের। অন্যদিকে বেলজিয়ামকে হারিয়ে নেশনস লিগে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল ইতালি। সেই সৌজন্যে শেষ আটের টিকিট পেল ফ্রান্সও।

মাসখানেক আগে লন্ডনে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল গ্রিস। এবার ফিরতি লেগের আগে স্কোয়াড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন ইংল্যান্ডের আট ফুটবলার। স্বাভাবিকভাবেই এথেন্সের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল হ্যারি কেনদের সামনে। যদিও গ্রিকদের চ্যালেঞ্জ সামলাতে খুব একটা বেগ পেতে হল না কার্সলের দলকে। ৭ মিনিটের মধ্যেই নোনি মাদুয়েকের বাড়ানো বল ধরে ১-০ করেন ওলি ওয়াটকিন্স। ৭৭ মিনিটে জুডে বেলিংহামের জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরছিল, সেই বলই গ্রিসের গোলরক্ষকের পায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। মিনিট ছয়েকের ব্যবধানে তৃতীয় গোলটি করেন কার্টিস জোনস। ম্যাচ শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কার্সলে বলেন, ‘আমরা সঠিক পথেই আছি।’

এদিকে, নেশনস লিগে টিকে থাকতে হলে জয় ছাড়া পথ ছিল না বেলজিয়ামের। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কেভিন ডি ব্রুয়েন, থিবো কুর্তোয়াদের পাওয়া যায়নি। ম্যাচের রং বদলাতে ব্যর্থ রোমেলু লুকাকুও। ইতালি ম্যাচ জিতল ১-০ গোলে। ১১ মিনিটে বেলজিয়ামের রক্ষণ ও গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে ফাঁকা গোলে বল পাঠান সান্দ্রো তোনালি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় সন্তুষ্ট নন ইতালির কোচ লুসিয়ানো স্প্যালেত্তি। বলেছেন, ‘দ্বিতীয়ার্ধে আমরা বলের দখল রাখতে পারিনি। অনেক ভুল করেছি।’

ইতালির এই জয়ের সৌজন্যেই শেষ আটে পৌঁছে গেল ফরাসিরা। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের ড্র অপ্রত্যাশিত তো বটেই। যদিও ফল দেখে ম্যাচের ছবিটা বোঝা সম্ভব নয়। এদিন মাঠে যথেষ্ট দাপট ছিল দিদিয়ের দেশঁর দলের। তবুও পয়েন্ট নষ্ট করে হতাশ ফরাসি ব্রিগেড। নিজেদের খেলায় অসন্তুষ্টও। দেশঁ অবশ্য ড্রয়ের কারণ হিসাবে ইজরায়েলের অতি রক্ষণাত্মক খেলাকেই সামনে এনেছেন। বলেছেন, ‘একটা আল্ট্রা ডিফেন্সিভ দলের বিরুদ্ধে যতটা সম্ভব, আমরা ততটাই চেষ্টা করেছি।’

খেলা শুরুর ৭ মিনিটের মধ্যে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেওয়ার পর উল্লাস ওলি ওয়াটকিন্সের।

১৯ বছর পর রিংয়ে ফিরছেন ৫৮ বছরের প্রাক্তন হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন। প্রতিদ্বন্দ্বী জেক পলের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনের মাঝে এক সাংবাদিক টাইসনকে প্রশ্ন করেন, তিনি হেরে গেলে কী হবে? প্রশ্ন শুনে তাঁর দিকে কড়া চোখে তাকান টাইসন। এরপরই পলের গালে চড় মেরে তাঁর উত্তর, ‘কথা শেষ।’

কলকাতা ম্যারাথনের দূত ক্যাম্পবেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : কলকাতা ম্যারাথনের বাণিজ্যিক দূত হয়ে শহরে আসছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার সল ক্যাম্পবেল। কলিন জ্যাকসন, হার্নান ক্রেসপোর মতো অ্যাথলিটরা সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা ম্যারাথনে দূত হয়ে এসেছেন। এবার টাটা গোষ্ঠী আয়োজিত এই ম্যারাথন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এবার জাঁকজমকও একটু বেশি।

১৫ ডিসেম্বর হবে কলকাতা ম্যারাথনের নবম সংস্করণ। সেদিন উপস্থিত থাকবেন ইংল্যান্ডের হয়ে ৭৩টি ম্যাচ খেলা এই ডিফেন্ডার। ‘সিটি অফ জয়’-এ পা রাখার আগে উচ্ছ্বসিত ক্যাম্পবেল। বলেছেন, ‘ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার কথা জানি। সেখানকার ক্রীড়াপ্রেমের কথাও অজানা নয়। কলকাতায় পা রাখার অপেক্ষায় আছি আমি।’

ওয়ান্ডারার্সে ওয়ান্ডার শো

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সোমনাথ গোস্বামী ঃ** শুভ জন্মদিন প্রিয়। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সবাইকে নিয়ে এইভাবে আনন্দে এগিয়ে যাও; বাবা লোকনাথের কাছে প্রার্থনা করি। **তোমার অর্ধাঙ্গিনী (শিলা), কন্যা (মন্টি ও সুইটি), জামাই (অমিত ও চিরন্তন), আদরের রাজাবাবু (ডুগু)। অম্বিকা নগর লোকনাথ মন্দির।**

ভারত- ২৮৩/১
(২০ ওভার পর্যন্ত)

জোহানেসবার্গ, ১৫ নভেম্বর : চতুর্থ চেষ্টায় প্রথম জয়!

তবে কয়েন যুদ্ধে। আইডেন মার্করামকে টসে হারিয়ে শিশুসুলভ হাসি সূর্যকুমার যাদবের চোখেমুখে। গত তিন ম্যাচে টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে হয়েছিল। এদিন টসে জিতে একই পথ বেছে নিলেন সূর্য।

ভারত অধিনায়কের যুক্তি, চলতি সিরিজে প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ ভালোই সামলেছে দল। নির্ণায়ক যুদ্ধে সেই স্ট্র্যাটেজিতেই ভরসা। লক্ষ্য হাই স্কোরিং ওয়ান্ডারার্সে শুরুতে বড় রান করে চাপ তৈরি। সেঞ্চুরিয়ানের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙার পথে হাঁটেনি ভারত। মার্করাম অপরদিকে জানান, দলের থেকে এখনও সেরাটা বেরিয়ে আসেনি।

শুরুতে ভাগ্যদেবতা ভারতের পক্ষে। গত দুই ম্যাচে মার্কো জানসেনের প্রথম ওভারে সঞ্জু স্যামসনকে ডাগআউটের রাস্তা দেখিয়েছিলেন। আজ তৃতীয় বলে প্রথমে খোঁচা সঞ্জুর। স্লিপের কানা ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। পরের বলে অভিষেক শর্মার ক্যাচ সরাসরি স্লিপ ফিল্ডারের হাতে। কিন্তু ক্যাচ ধরে রাখতে পারেননি রেজা হেনড্রিক্স।

দ্বিতীয় ওভারে অবশ্য স্বস্তির ছবি। সঞ্জুর প্রথম বিগহিট সোজা গ্যালারিতে। তারপর বাউন্ডারি। সবমিলিয়ে ১২ রান। জানসেনকে ছক্কা হাঁকিয়ে শুরু অভিষেকেরও। তিন ওভারে ৩০/০। দুই প্রান্ত থেকে বোলিং পরিবর্তন করলেও পাওয়ার প্লে-তে পাওয়ার হিটিংয়ের ফুলঝুরি। লুথো সিপামলা, আন্দিলে সিমেলানেদের স্বাগত জানাতে ছক্কা-বর্ষা। কোনওটা আবার গ্যালারি পার। চতুর্থ ওভারে ১৪ রান। পরের ওভারে ২৪।

এরমধ্যে জেরাল্ড কোয়েৎজের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট। ষষ্ঠ ওভারে রানআপ শুরু করেও বল ডেলিভারির আগেই মাঠ ছাড়েন। যদিও সেটাই শাপে বর মার্করামদের জন্য। কোয়েৎজের বদলে বল হাতে সিপামলা। নিজের প্রথম ওভারের ব্যর্থতা কাটিয়ে স্লোয়ারের স্ট্র্যাটেজিতে অভিষেক-বধ। অনসাইডে সরে গিয়ে মারতে গিয়ে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ তুলে দেন অভিষেক (১৮ বলে ৩৬)। সতীর্থ সঞ্জু ওভারের মাঝে বারদুয়েক এসে বোঝানোর চেষ্টাও করেন। আগ্রাসী ক্রিকেট-মন্ত্র ছাড়তে নারাজ অভিষেক। ফল হাতেনাতে।

পাওয়ার প্লে-তে ভারত ৭৩/১। সঞ্জুর সঙ্গে ক্রিজে গত ম্যাচের নায়ক তিলক ভার্মা। পেসারদের সরিয়ে জোড়া স্পিনার। যার সুফল তুলতে কোনওরকম ভুলচুক করেননি দুইজনে। ডান-বাঁ কম্বিনেশনের সামনে লাইন-লেংথে খেই হারিয়ে ফেলেন কেশব মহারাজ, মার্করাম। ট্রিস্টান স্টাবসের হালও এক (প্রথম ওভারে ২১ রান দেন)।

স্টাবসকে ছক্কা হাঁকিয়ে ২৮ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করে নেন সঞ্জু। ১০ ওভারে ১২৯/১। ১০টি ছক্কা, ৯টি চার প্রথম দশেই। ভারতের রান-উৎসবে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি সিমেলানের বাউন্সারে তিলকের চোট। বল গিয়ে সোজা কাঁধে লাগে।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় তিলকের মুখ। বেশ কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর ছক্কা হাঁকিয়ে জবাব তিলকের। উলটো দিকে আগাগোড়া টপ গিয়ারে সঞ্জু। টপ অর্ডারের ব্যাটিং-তাণ্ডবের ফল ১১.৪ ওভারে ১৫০ পার ভারত! বেশিরভাগ বল মাঠের বাইরে। ফিল্ডারদের বদলে দর্শকদের ক্যাচ ধরার মজাদার প্রতিযোগিতা। ওয়ান্ডারার্সে ভারতীয় ব্যাটারদের ওয়ান্ডার শো থামে ১ উইকেটে ২৮৩ রানে। সঞ্জু অপরাজিত থাকেন ৫৬ বলে ১০৯ রানে। বিধ্বংসী মেজাজে তাঁকেও ছাপিয়ে যান তিলক (৪৭ বলে অপরাজিত ১২০)। দুইজনে দ্বিতীয় উইকেটে ২১০ রান জোড়েন।

এদিকে সফরের শেষ ম্যাচের আগে দলকে নিয়ে গর্বের সুর স্টপগ্যাপ কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণের গলায়। জোহানেসবার্গে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত লক্ষ্মণ বলেছেন, 'গত তিন ম্যাচে নির্ভীক ক্রিকেট খেলেছে দল। বিদেশ সফরেও সবসময় দর্শকদের বিনোদনের ভাবনা থাকে আমাদের। কারণ, বিদেশের মাটিতে খেললেও সবসময় মনে হয় আমরা যেন দেশেই আছি। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়রা সবসময় দলের পাশে থাকে। চলতি সফরেও গ্যালারিতে নীলের ভিড়।'

জোড়া শতরান তিলক-সঞ্জুর

শতরানের পর সঞ্জু স্যামসন (বাঁয়ে)। ৪১ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে লাফ তিলক ভার্মার। জোহানেসবার্গে শুক্রবার।

ভারতের সর্বাধিক রান (টি২০-তে)

স্কোর	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
২৯৭/৬	বাংলাদেশ	হায়দরাবাদ	২০২৪
২৮৩/১	দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	২০২৪
২৬০/৫	শ্রীলঙ্কা	ইন্দোর	২০১৭
২৪৪/৪	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	লডারহিল	২০১৬
২৪০/৩	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ওয়াংখেড়ে	২০১৯

সর্বনিম্ন ওভারে ২০০ (টি২০-তে)

ওভার	দল	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৩.৫	দক্ষিণ আফ্রিকা	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	হায়দরাবাদ	২০২৩
১৩.৬	ভারত	বাংলাদেশ	হায়দরাবাদ	২০২৪
১৩.১	ভারত	দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	২০২৪

নজরে পরিসংখ্যান

- প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এক বছরে তিনটি টি২০ আন্তর্জাতিক শতরান করলেন সঞ্জু স্যামসন।
- সঞ্জু-তিলক ভার্মার এদিনের ২১০ রানের জুটি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে কোনও উইকেটে ভারতের সর্বাধিক।
- টি২০ আন্তর্জাতিকে প্রথমবার পূর্ণ সদস্যের ম্যাচে প্রথমবার কোনও দলের দুই ব্যাটার শতরান করলেন।
- ভারত এদিন ২৩টি ছক্কা মেরেছে। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতের সর্বাধিক।
- ভারতের এদিনের ২৮৩/১ স্কোর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে কোনও দলের সর্বাধিক রান।

চেনা কোচ, কঠিন ম্যাচ : মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : কোন দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফুটবল দল সবথেকে বেশি ম্যাচ খেলেছে?

উত্তরটা সম্ভবত বহু ফুটবল-পাগল সমর্থকও এক লহমায় বলতে পারবেন না। কারণ বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ বা পাকিস্তানের মতো সাফ ফুটবলের অন্তর্গত দেশ নয়। উত্তরটা হল মালয়েশিয়া। গত বছরে হওয়া মারডেকা কাপ পর্যন্ত ৩২ বার দেখা হয়েছে এই দুই দেশের মধ্যে। যার শুরু ১৯৫৭ সালে পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি ও তুলসীদাস বলরামের করা গোলে জয় দিয়ে। তবে মজার কথা হল হেড টু হেডে এখনও পর্যন্ত দুই দলই সমান জায়গায় দাঁড়িয়ে। ১২টা করে

হেড টু হেডে সমান

ম্যাচ জিতেছে ভারত ও মালয়েশিয়া। ফলে ১৮ নভেম্বর গাচ্চিবাউলির জিএমসি বালাযোগী স্টেডিয়ামে যে দল জিতবে রেকর্ডের ভিত্তিতে তারাই এগিয়ে যাবে। আপাতত ফিফা ক্রমতালিকায় ভারত (১২৫) সামান্য এগিয়ে মালয়েশিয়ার (১৩৩) থেকে। মজার কথা হল, এই মুহূর্তে ভারতের কোচ মানোলো মার্কুয়েজের মতো প্রতিপক্ষ কোচও স্প্যানিশ। আর তিনি এতটাই পরিচিত যে মানোলো দিব্যি তাঁর সম্পর্কে বলে যেতে পারেন গড়গড়িয়ে। মালয়েশিয়া কোচ পাও মার্তির সম্পর্কে মানোলো বলেছেন, 'পাও আমারই শহরের মানে বার্সেলোনার মানুষ। আর আমার মতোই কাতালান। ও বার্সেলোনা 'বি' দলের সহকারী কোচ হিসাবে কাজ করেছে। এছাড়া হংকংয়ে কাজ করার পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ কিম পান-গংয়ের সহকারী হিসাবে মালয়েশিয়া জাতীয় দলে কাজ করেছে। ও ভালো কোচ। ওদের অধীনে মালয়েশিয়া ভালো খেলছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পক্ষে ম্যাচটা কঠিন হবে।' মানোলোর মতো মার্তিও ফিফা বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে উঠতে না পারার পরই দায়িত্ব পেয়েছেন।

তবে ভারতের কাছে এই আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের থেকেও যে মার্চের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বারবারই মনে করাচ্ছেন মানোলো। গত অক্টোবরে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে খেলা দলের ফুটবলারদের মধ্যে এবারও দলে আছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু, সন্দেশ ঝিংগান, মেহতাব সিং, বিশাল কেইথ, রোশন সিং নাওরেম, অমরিন্দার সিং, লিস্টন কোলাসো, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ও সুরেশ সিং ওয়াংজাম। সেখানে মালয়েশিয়া দলে ১৪ জন ফুটবলারই খেলেছেন গত বছর মারডেকা কাপে। এছাড়া তাদের দলে কিছু বিদেশি যাঁরা ওদেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন, এমন ফুটবলারও আছেন। শনিবার হায়দরাবাদে আসছে মালয়েশিয়া দল। দুই দিন এদেশে ট্রেনিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা থাকছে। তবে এখন দেখার মানোলোর দল গত বছর তাদের দেশে জোর করে হারিয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ এখানে নিতে পারে কি না। নাহলে কোচ বদলে যে কোনও লাভ হয়নি, সেই কথাই ফের একবার প্রমাণিত হবে।

হায়দরাবাদে ভারতীয় দলের অনুশীলনের মাঝে কোচ মানোলো মার্কুয়েজ।

কলকাতার উন্মাদনায় মুগ্ধ জেমি

সেনাবাহিনী ভেঙে দিল বাগানের মার্চেন্ডাইস কাউন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : কাতারে ফিফা বিশ্বকাপে লিওনেল মেসিদের বিরুদ্ধে খেলে আসার স্মৃতি টাটকা। এহেন তারকা কলকাতা ডার্বিতে দর্শক-সমর্থকদের উন্মাদনায় মুগ্ধ।

মরশুমের শুরুরদিকে তাঁর অসুস্থতা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। সমর্থকদের মধ্যে খানিক ধন্দও তৈরি হয়। কিন্তু সেই তিনিই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে গোল করে এখন তাঁদের নয়নের মণি। এমনকি সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কাছে জেমি ম্যাকলারেন এখন 'গোলমেশিন।' আর এদেশে এসে, তাঁর ক্লাবের সমর্থকদের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা এবং উন্মাদনা দেখে রোমাঞ্চিত এই অজি তারকাও। যা তিনি স্বীকারও করে ফেলেছেন, 'কলকাতা ডার্বি ভারতের সেরা ফুটবল ম্যাচ। শুধু তাই নয়, এশিয়ার অন্যতম সেরা। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে সই করার আগেই এই ম্যাচটা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল। তাই ডার্বি খেলতে নেমে অসাধারণ অনুভূতি তৈরি হয়। আর গোল করতে পেরে আরও বেশি ভালো লেগেছে। এখন থেকেই পরবর্তী ডার্বির অপেক্ষায় আছি।' মূলত সাফল্য ও ট্রফি জয়ের জন্যই তিনি যে মোহনবাগানে যোগ দেন, সেই কথাও স্বীকার করেছেন। শুধু নিজের ক্লাব নয়, কলকাতা শহরটাকেও এই ফুটবলের প্রতি ভালোবাসার জন্যই তাঁর পছন্দ হয়ে গিয়েছে বলে জানান ম্যাকলারেন, 'এই শহরটার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ফুটবল। এখনকার মানুষ ফুটবল নিয়েই বেঁচে থাকে। তাই আমাদেরও ঘরের মাঠে খেলতে নামার মতো সুখকর অনুভূতি আর কিছু নেই। ডার্বি ছাড়াও সব ম্যাচেই তাই আমাদের কাছে ভালো ফুটবল ও জয় প্রাধান্য পায়। প্রতি ম্যাচে গড়ে ৩০ হাজার দর্শক থাকেন গ্যালারিতে।' তিনি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলা ম্যাচটার দর্শকদের সঙ্গে স্থানীয়দের তুলনা করে বলেছেন, 'এখানে এসে দেখেছি লোকজন রাস্তাঘাটে ডার্বি ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করে। মোহনবাগান সমর্থকরা অবিশ্বাস্য। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে যে পরিবেশ দেখেছি, একমাত্র তার সঙ্গেই তুলনীয়। আর কোথাও এমনটা দেখিনি। প্রথম থেকে ৯০ মিনিট পর্যন্ত সমানে দলের হয়ে গলা ফাটাচ্ছে।' আর এই সমর্থকদের টানেই তিনি কলকাতায় খেলছেন বলে জানাতে দ্বিধা নেই ম্যাকলারেনের। ১৯ নভেম্বর থেকে আবার পরবর্তী ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করবেন তাঁরা।

তবে ফিরে আসার পর নিজেদের মাঠে মোহনবাগান অনুশীলন করতে পারবে কিনা তা নিয়ে এদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। গত বুধবার থেকে মোহনবাগান ক্লাবের অন্দরে মাঠে যাওয়ার প্রবেশপথের ধারে একটি কাউন্টার করে নিজেদের মার্চেন্ডাইস তৈরি করে বিক্রি শুরু হয়। কিন্তু এদিন সেনাবাহিনীর লোক গিয়ে সেই কাউন্টার সহ মাঠের ধারে লাগানো ফুটবল দলের যাবতীয় স্পনসরদের বিলবোর্ড ভেঙে দেয় বলে খবর। এছাড়া মাঠে যেসব কর্মীরা কাজ করছিলেন তাঁদের কাজও বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয়। তবে এই নিয়ে সরকারিভাবে ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত কিছু বলতে রাজি হননি।

ভেঙে ফেলা হয়েছে মোহনবাগান ক্লাবের মার্চেন্টডাইস কাউন্টার। শুক্রবার।

সিরিজ ইংল্যান্ডের

গ্রস আইলেট, ১৫ নভেম্বর : ২ ম্যাচ বাকি থাকতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জিতে নিল ইংল্যান্ড। বৃহস্পতিবার ৩ উইকেটে জয় তাদের সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেয়। প্রথমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে ১৪৫ রান করে। অধিনায়ক রোভমান পাওয়েল সর্বাধিক ৫৪ রান করেন। জবাবে ইংল্যান্ড ১৯.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়।

১৩ গোল ভারতের

রাজগির, ১৫ নভেম্বর : হকি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের মেয়েদের দৌড় অব্যাহত। এবার থাইল্যান্ডকে ১৩-০ গোলে হারাল টিম ইন্ডিয়া। একাই ৫ গোল করেন দীপিকা। এছাড়াও জোড়া গোল প্রীতি দুবে, লালরেমসিয়ামি ও মনীষা চৌহানের। স্কোরশিটে নাম তোলেন বিউটি ডুং ও নভনীত কাউর।

গোল্ডেন বুট জয়ী কিশোরের লক্ষ্য এবার জাতীয় দল

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : কিছুদিন আগে অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা ফুটবল দলে সুযোগ পেয়েছিল রায়গঞ্জের কিশোর বর্মন। তার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল জেলার

> ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরি করাই আমার মূল লক্ষ্য। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া আমার স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ গড়তে চাই ফুটবলেই। উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকদের আমার পাশে থাকার জন্য প্রণাম জানাই।
>
> **কিশোর বর্মন**

ক্রীড়ামহল। সলতে পাকানো শুরু বিদ্যালয় স্তরের অনূর্ধ্ব-১৭ সুব্রত কাপে। সেখানে রায়গঞ্জের দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র রানার্স হয়েছে। সেই দলের মাঝমাঠের সদস্য কিশোর গোল্ডেন বুট পেয়েছে। গত বছর সুব্রত কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রায়গঞ্জের দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র। সেই সময় দিল্লিতে ফাইনালে খেলে

কিশোর বর্মন

কিশোর। বর্তমানে কলকাতায় বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে কিশোর। এবার তার লক্ষ্য আই লিগে সাফল্য পেয়ে জাতীয় দলে খেলার পথ তৈরি করা।

সেই লক্ষ্যে রায়গঞ্জের ছত্রপুর এলাকার বাসিন্দা কিশোর প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে দুই ঘণ্টা করে ফুটবলের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। সামনের মাসে শুরু হচ্ছে আই লিগ। এজন্য গত অক্টোবর থেকেই বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু হয়েছে তার।

ছেলের সাফল্যে ভীষণ খুশি বাবা প্রফুল্ল বর্মন ও মা রিনা বর্মন উভয়েই। তাঁদেরও স্বপ্ন একদিন ছেলেকে টিভির পর্দায় জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দেখবেন। নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে কিশোর উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্পে ফুটবল প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তাকে তৈরির ক্ষেত্রে সংস্থার সকল প্রশিক্ষকের সমান অবদান রয়েছে বলে কিশোর জানিয়েছে। কিশোরের কথায়, 'ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরি করাই আমার মূল লক্ষ্য। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া আমার স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ গড়তে চাই ফুটবলেই। উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকদের আমার পাশে থাকার জন্য প্রণাম জানাই।'

উত্তর দিনাজপুর সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস বলেছেন, 'কিশোর ভীষণ সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়। আগামীদিনে ওর অনেক দূর যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিশোরের সাফল্য কামনা করি।'

DIWALI DONATION
COUPON-2024
VIVEKANANDA CLUB
Draw Date: 14/11/2024
RESULT

1st Prize	3	5	8	4	6
2nd Prize	3	6	9	9	9
3rd Prize	4	6	3	2	3
4th Prize	1	1	9	5	7
5th Prize	4	2	6	7	0
6th Prize	3	1	3	6	0

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা নন্দন দত্ত - কে 08.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70D 33652 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে আমার কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন পুরন হল। ডিয়ার লটারির টিকিট থেকে এত বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জিততে পারব বলে কল্পনা করিনি। এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

র‍্যাপিড রাউন্ডে চ্যাম্পিয়ন কার্লসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা। সদ্য শেষ হওয়া টাটা স্টিল চেস প্রতিযোগিতার র‍্যাপিড রাউন্ডে ৭.৫ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন। ঝড়ের গতিতে ম্যাগনাস সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করলেন। চ্যাম্পিয়নরা একটা প্রতিযোগিতা জেতার পরে থেমে থাকতে চান না। সেই মনোভাব দেখা গেল ম্যাগনাসের চোখেমুখে। শেষ দিনের খেলায় মোটেও সন্তুষ্ট নন তিনি, সেটা জানিয়েও দিলেন। ম্যাগনাস বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছিলাম। কিন্তু এদিন সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারিনি। শেষ ম্যাচটা নাদিরবেকের কাছে হারতেও পারতাম।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'র‍্যাপিড রাউন্ডে প্রথম ও

ম্যাগনাস কার্লসেন। শুক্রবার।

শেষ ম্যাচটা কঠিন ছিল আমার কাছে। তবে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছি অর্জুন এরিগাইসির বিরুদ্ধে ম্যাচে। ও খুব ভয়ংকর খেলোয়াড়। সবসময় আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলে।'

ক্ল্যাসিকাল দাবায় আর ফিরতে চান না ম্যাগনাস। এত দীর্ঘমেয়াদি ফর্ম্যাটে খেলতে বিরক্ত হন তিনি। সামনেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ। চিনের ডিং লিরেনের মুখোমুখি হবেন ডোম্মারাজু গুকেশ। ম্যাগনাস বলেছেন, 'গুকেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এগিয়ে। কারণ লিরেনের সাম্প্রতিক ফর্ম ভালো নয়।'

কয়েকদিন আগে রাশিয়ান দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ কিন্তু লিরেন ও গুকেশের মধ্যে ম্যাচটাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ বলে মানতে চাননি। তবে ম্যাগনাস অবশ্য কাসপারভের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। শুক্রবার র‍্যাপিড রাউন্ডে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকেন। মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আলেকজান্ডার গোরাকচিয়া।